বঙ্গে সামাজিকতা
(বর্ণ ও ধর্ম্মগত সমাজ)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বঙ্গে সামাজিকতা

(বর্ণ ও ধর্ম্মগত সমাজ)

শ্রীবিমলা প্রসাদ সিদ্ধান্তসরস্বতী

মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

প্রকাশক ঃ- শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি মহারাজ
(আচার্য ও সাধারণ সম্পাদক)

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ শ্রীব্যাসপূজা বাসর ২০০২

প্রাপ্তিস্থান -

১) শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ।
ফোন ঃ (০৩৪৭২) ৪৫২১৬

২) শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ।
ফোন ঃ (০৩৪৭২) ৪৫২৪৯

৩) শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইনস্টিটিউট্, ৭০ বি রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা - ২৬, দূরভাষ -(০৩৩) ৪৬৬ - ২২৬০

ভিক্ষা ঃ- ২৫ টাকা

মুদ্রণালয় ঃ- মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ
শ্রীসারস্বত প্রেস কম্পিউটার বিভাগ হইতে
শ্রীভক্তিস্বরূপ সন্ন্যাসী মহারাজ কর্তৃক মুদ্রিত।

"চন্দ্রবংশাবতংশ" "বিষমসমরবিজয়ী"

পঞ্চশ্রীমন্মহারাজ

রাধাকিশোরদেববর্ম্মমাণিক্য

স্বাধীনত্রিপুরেশ্বর বাহাদুর "মহামহোদয়ে"ষু

মহারাজ,

বঙ্গীয় বর্ণ ও ধর্ম্ম সমূহের উৎপত্তি, স্থিতি ও পরিণতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করতঃ "বঙ্গে সামাজিকতা" নামক ক্ষুদ্র পুস্তকে দেশের সামাজিক ইতিহাস ও বর্ণধর্ম্মের পরম পরিণাম বর্ণিত হইল। নিরপেক্ষ আলোচনা করিবার মানস করিলেও ভ্রমপ্রমাদাদির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ দুর্ঘট। এ জন্য ইহাতে যে সকল দোষাদি পরিলক্ষিত হইবে কৃপাপূর্ব্বক সংস্কৃত করিয়া পাঠ করিলে কৃতার্থ হইব।

সামাজিক নিরূপিত সদাচার ও ব্যবহার প্রণালীর কোন গ্রন্থ না থাকায় উহা সংগ্রহ পূর্ব্বক ব্যবহারিক অংশে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

শ্রীশ্রীমন্মহারাজের জনৈক অকিঞ্চন কিঙ্কর

শ্রীবিমলাপ্রসাদ।

ভক্তিভবন।
বিডন স্কোয়ার

বঙ্গে সামাজিকতা

সমাজ

প্রকৃতির সর্গসমূহ কয়েকটী সাধারণ বিধির অনুগামী। প্রাকৃতিকপদার্থনিচয় বিশেষধর্ম্মের বশবর্ত্তী। কোন দ্রব্য হইতে অপরদ্রব্যের বিশিষ্টতাই সেই দ্রব্যের পরিচায়ক। যে বিশেষধর্ম্ম একদ্রব্য হইতে অপরদ্রব্যকে ভিন্নবস্তুরূপে প্রতিপন্ন করে তাহার কোন সীমা নাই। বিশেষ ধর্ম্মই বস্তুর দ্বৈততা সিদ্ধ করে। বিশেষধর্ম্মের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পূর্ব্বকথিত বিশেষভাবাপন্ন দুইটী পৃথক্‌বস্তুতে পরিদৃশ্য হইলে বস্তু দুইটী সমজাতীয় বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। এই প্রকার নানা দ্রব্যে নিরূপিত বিশিষ্টতা দেখিতে পাইলে সেই দ্রব্য সকল সমজাতীয় বা সমাজস্থ বলিয়া পরিচিত হয়। সাধারণতঃ সমাজ শব্দ জড়বস্তুতে ব্যবহৃত না হইয়া চৈতন্যময় বস্তুতে প্রয়োগ হয়।

বিশেষত্ব হইতে পদার্থের দ্বৈততা সাধিত হইবার পর এই দ্বৈতভাব আবার অদ্বৈতাভিমুখে প্রভাবিত হয়। তখনই ইহাদের সমাজের প্রয়োজন হয়। দ্রব্যের একতা বিচ্ছিন্ন হইলে দ্বৈতধর্ম্মক্রমে তাহাদের সম্বন্ধ আপনাআপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। বিশেষ ধর্ম্মের অবলম্বনে প্রকৃতি দুইটী বিভাগে পরিলক্ষিত হন। শক্তি ও শক্তির আশ্রয় অথবা দ্রব্য ও তাহার শক্তি। দ্রব্যশক্তি বা প্রাকৃতশক্তিকেই কেহ কেহ চিদ্ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। কোন কোন দার্শনিক প্রকৃতিকোটরের বহির্ভূত অচিন্ত্যশক্তিমান্ অপ্রাকৃত বস্তুই চৈতন্যময় স্থির করেন। সেই চৈতন্যময় পুরুষের অসংখ্য শক্তির অন্তর্গত জড়পরিচায়িকা শক্তির আশ্রয়রূপা প্রকৃতি দেবী। প্রকৃতি হইতেই জড় জগৎ আবির্ভূত হইয়াছে। যাহা হউক বিশুদ্ধ চিদ্ধর্ম্মের স্বভাব প্রকৃতিরাজ্যে আসিয়া চিৎশব্দ প্রতিপাদক সমগ্র অর্থ ব্যক্ত করিতে নিশ্চয়ই অক্ষম। তথাপি চিৎশব্দ প্রাকৃত মলে আশ্লিষ্ট হইয়া চলধর্ম্মবশতঃ বিচিত্রতা সম্পাদন করিতেছে। দ্রব্য ও তৎশক্তি অভিন্ন ভাবে অবস্থিত। শক্ত্যাভাবে দ্রব্যের অস্তিত্বের লোপ হয় এবং দ্রব্যরাহিত্যে শক্তির সত্বা নষ্ট হয়। ত্রিগুণের সংযোগ ও বিয়োগে দ্রব্যের শক্তিপরিচয় হেতু উৎপত্তি। দ্রব্যগুলিকে বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বিচ্ছিন্ন করিলে পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতির দুইটী অবস্থার ন্যূনাধিক্য উপলব্ধি হইবে। অতএব এই দুয়ের সংমিশ্রণে দ্রব্যের বর্ত্তমান আকার। নানাবিধ বস্তুতে চিদ্ধর্ম্ম পরিমাণের স্বল্পাবস্থানহেতু অনেক চেতনাত্মক দ্রব্যকে চেতন শ্রেণীভুক্ত করা হয় না। সাধারণতঃ চেতনও অচেতন শব্দ নির্দ্দিষ্ট-কেন্দ্রান্তর্গত বস্তুর প্রতিই উপলক্ষিত হয়। ব্যবহারিক জগতে পঞ্চ চেতনেন্দ্রিয় সম্পন্ন প্রাণী জগতকে চেতন শ্রেণীর অন্তর্গত বিবেচনা করা হয়। তদ্ভিন্ন সমুদয়ই অচেতন বিভাগের বিবরীভূত হইয়াছে। উদ্ভিদাদি

শ্রেণীকে কেহ কেহ কনিষ্ঠ চেতন আখ্যা দিয়াছেন। কেহ বা অচেতন বলিয়া সুখী হইয়াছেন। চেতনাচেতনের সূক্ষ্মসূত্র নির্দ্দেশ তাৎকালিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। নির্ধূলি প্রদেশ বলিলে যেরূপ পরমসূক্ষ্মতা উপেক্ষা করা হয়। তদ্রূপ বৃক্ষাদি স্বল্প চিদ্‌গুণসম্পন্ন বস্তু অচেতনরাজ্যে স্থাপিত হইলে পরমসূক্ষ্মতার মর্য্যাদা হানি হয়।

চেতনজগতের শ্রেষ্ঠতমসোপানে মানব অবস্থিত। পশু পক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণী সকল মানবের সহিত সাদৃশ্য পরিমাণে উচ্চাবচ শ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত। মানব পশু পক্ষী প্রভৃতি চেতনজগতের প্রাণীগণ স্বধর্ম্মবিশিষ্ট প্রাণীগণকে স্ব স্ব সমাজে ভুক্ত করিয়া একতা সম্পন্ন করে। আবার এই সমাজের অধীনে স্বল্প সীমা পরিমাণে বিভাগীয় সমাজ স্থাপিত আছে। সেই ক্ষুদ্রতর শ্রেণী গুলি ও সমাজাখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। সমাজ বিস্তীর্ণ হইলে বিশেষধর্ম্মের পরিমাণ অবশ্যই ন্যূন হইয়া পড়ে। বিশেষধর্ম্মের প্রবলতার অনুপাতে সমাজ রূপ বৃত্তের পরিমাণ সঙ্কীর্ণ হয়। বিশেষের ক্ষীণতা নিবন্ধন সমাজবৃত্ত প্রসারিত হইয়া অধিক বিষয় বৃত্তান্তর্ভুক্ত করিতে অগ্রগামী হয়।

সমাজ বা শ্রেণীতে সমজাতীয় বহুদ্রব্যের সমাবেশ প্রতিপাদন করে। কতিপয় সদৃশশ্রেণীর সহিত বিভিন্ন পরিচয়ের জন্য সমাজের আবশ্যক হয়। এতদ্ভিন্ন সম্প্রদায় বা সমাজস্থাপনের অন্য উদ্দেশ্য দেখা যায় না। অতএব সম্প্রদায় বা সমাজস্থাপন দ্বারা অবশিষ্ট গুলি ইহাদের সহিত যোগ দানে অসমর্থ হইয়া স্বতন্ত্র সমাজে স্বাভাবিক স্থান অধিকার করিবে। একতার উদ্দেশ্যই দ্বৈতভাব প্রোজ্জ্বলীকরণ। যেরূপ ব্যক্তিগত স্বানুভূতিধর্ম্ম অপর ব্যক্তি হইতে পার্থক্য স্থাপন করে তদ্রূপ একসমাজ অপরসমাজ হইতে ভিন্নতা সাধন করে। ভিন্নতা সাধিত হইলে বস্তুর ধর্ম্ম সকল উহাতে যথাযথ সন্নিবিষ্ট হয়। দুইটী বস্তু সিদ্ধ হইলে অনেক ধর্ম্মবশতঃ বস্তুদ্বয়ের মধ্যে একটী ভাব আসিয়া স্থান অধিকার করে। তাহাই সম্বন্ধ নামে পরিচিত। একত্ব অবস্থায় সম্বন্ধের উৎপত্তি নাই। দ্বিত্ব অবস্থায় সম্বন্ধ স্বতঃ উৎপত্তি লাভ করে। বহু সমজাতীয় দ্রব্যের একতালাভের জন্য সমাজের আবির্ভাব কিন্তু আবির্ভাবের উদ্দেশ্য একীকরণ নহে। সুতরাং সমাজেরধর্ম্ম সম্বন্ধ-স্থাপন ব্যতীত আর কিছুই নহে। সমাজের অধীনস্থ ব্যক্তিগণের সহিত মৈত্রীকরণ সম্বন্ধ এবং সমাজ রেখার বাহ্যস্থ ব্যক্তিগণের সহিত অমৈত্র সম্বন্ধ নিরূপণ।

প্রাকৃতিক জগতে বিরোধধর্ম্ম অবশ্যম্ভাবী। বিরোধ ধর্ম্মই একত্বের বিনাশক। যেখানে একত্বের বিনাশ হইয়াছে দ্বৈত্বের উৎপত্তি হইয়াছে তখনই জানিতে হইবে বৈরিতার জন্য দ্বিত্ব আবির্ভূত হইয়াছে। একতা অবস্থায় বৈরিধর্ম্ম থাকিতে পারে না। অনেকত্ব অবস্থায় শত্রুতা ব্যতীত অনেকতার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। বস্তু অখণ্ড থাকিলে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না কিন্তু ব্যবচ্ছেদ, বিভাগ প্রভৃতি দ্বারা খণ্ডিত করিলে দ্রব্য উপলব্ধি হয়। ব্যবচ্ছিন্ন বিভক্ত নানাবস্তুকে শ্রেণীস্থ করিয়া পুনরৈক্যতা সম্পাদন না করিলেও বস্তুজ্ঞান হয় না। বস্তুগুলির সম্বন্ধভাবদ্বারা সংযুক্ত করিলে হৃদয় বিভিন্নবস্তু গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। যে বস্তুর সম্বন্ধ নিরূপিত হয় নাই তাহার কোন বস্তুগত

পরিচয় নাই। সম্বন্ধ দ্বারা বস্তুগুলি শ্রেণীকৃত হইয়া মানব ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হইয়াছে। পার্থিবজগতে যখন বিরোধধর্ম্ম পরস্পর এরূপ অপরিহার্য্যভাবে সূত্রিত তখন তাহার পরিহার প্রয়াস অজ্ঞতাবিজ্ঞাপী।

সাম্প্রদায়িকতা উদারমতবিরোধী। উদারতা পরিত্যাগ করিয়া সম্প্রদায়বিশেষে প্রবেশ লাভ করা অনেকে অনুমোদন করেন না। সকল বিষয়ে উদারতার সীমান্তবর্ত্তী হইয়া সমাজ বা সম্প্রদায় বিগর্হনের চেষ্টা সদ্‌যুক্তি বলিয়া সমাদর করা যাইতে পারে না। যে অবস্থায় আলো ও ছায়া, পাপ ও পুণ্য, জ্ঞান ও অজ্ঞান প্রভৃতি সামান্য ভাবমার্গ অতিক্রম করা সম্ভবপর নহে, বিভিন্নতা, বিরোধ সঙ্গোপন করিতে সামর্থ্য নাই সেস্থলে উদার মতের কি প্রকারে পোষণ সম্ভবপর? পরিমিত, পরিচ্ছিন্ন প্রভৃতি গুণের অধীনে ভ্রমণ পরায়ণ পথিকের বৃহত্ব, ক্ষুদ্রত্ব; সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি অশ্মসারময় নিগড় পাদবিক্ষিপ্তিতে বিদূরিত হইবে না। অসাম্প্রদায়িক বলিয়া উদার মতের পক্ষপাতী হইলে উদারমত স্বয়ং তাঁহাকে উদারতার পোষকতা নিবন্ধন বিরুদ্ধ সমাজের প্রতি অনুদারতা হইয়াছে বলিয়া দিবে। যিনি অসাম্প্রদায়িক, যিনি অসামাজিক হইবার বাসনা করেন তাঁহার উহাতে শ্রেষ্ঠতা ভাব আরোপ করাও সমধিক দূষিত মত। অসাম্প্রদায়িকের তুল্য সাম্প্রদায়িকতার তুচ্ছাংশ গ্রহণ লিপ্সা সাম্প্রদায়িকের নাই।

সমাজ্ শব্দ অচেতন জগতকে পরিত্যাগ করিয়াই নির্ম্মল হইতে পারে নাই। চেতনের মধ্যেও চেতন ধর্ম্মের অস্ফুট বিকাশকে ও আলিঙ্গন করিতে অসম্মত। বিবেকাশ্রিত উজ্বলিতচেতনকে আশ্রয় করিয়া স্বগৌরবে প্রতিভান্বিত। বিবেকপ্রসূত নীতিবলে সমধিক কদম্বায়িত। সৎকার্য্য সমূহের একমাত্র আশ্রয়দাতা বলিয়া সম্মানিত।

সমাজের ভিত্তি দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়াছে। ইহার সেনানী নিচয় দিগন্তব্যাপ্ত হইয়াছে। জীবনীশক্তি নিস্তেজভাব ধারণ করিলেও নানা বলে বলীয়ান্, সম্মুখবিগ্রহে পশ্চাৎপদ নহে। চেতনজগতের প্রদীপ সদৃশ বল (শক্তি) একান্তভাবে সমাজের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। এমন কি বিশুদ্ধ বল কেন সকল ধর্ম্মই সমাজের অন্তরালে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের অস্তিত্ব সংরক্ষণে চেষ্টিত আছে।

বর্ত্তমান জগতে যাহা কিছু সংঘটিত হইতেছে, হইয়াছে এবং হইবে সকলই সমাজের আশ্রয়ে। সমাজের আবশ্যকতা ইহা হইতেই সুন্দর চিত্রিত হইল।

যাঁহাদের লইয়া সমাজ গঠিত এবং যাঁহারা সামাজিক বিধির অনুবর্ত্তী তাঁহারাই সামাজিক। সমাজে বাস করিয়া যিনি পবিত্র বিধি উল্লঙ্ঘন করেন তিনি অসামাজিক। সমাজ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন না; সামাজিকগণের দ্বারা তাঁহার সমুচিত ফল বিধান করেন।

ভূমণ্ডলে নানা প্রাণীর বাস। তন্মধ্যে মানব সমগ্র ভূমণ্ডল তাঁহার সম্পত্তি বলিয়া কি জন্য অধিকার করেন। সামাজিকমানব সমাজের বলেই অন্যান্য প্রাণীর সত্ত্বাদি লোপ করাইয়া ধরামণ্ডল

স্বীয় ভোগ্যরূপে নির্ণয় করত হীনসমাজান্তর্গত মানবেতর জাতির অধিকার বিনাশ করিয়াছেন। মানব ও পশুর মধ্যে ভেদ কি? মানব স্বীয় বিবেক বলে সমাজকে উন্নত করিয়াছেন, পশুগণ তদভাবে সমাজের প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়াছে।

সামাজিকবলবিহীন পশুগণ স্ব স্ব ক্ষৌদ্র সামর্থ্যের প্রতি নির্ভর করিয়া সমাজের প্রতি উদাসীন আছে, তজ্জনিত ফলভোগ করিতেছে। প্রাকৃত অভাবই তাহাদের বৈমুখ্যের কারণ; সেজন্যই অসামাজিকের অভাব তাহাদিগকে জড়িত করিয়াছে।

ধরণীর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে মানব জাতির মধ্যে বিভাগীয় সমাজ প্রতিষ্ঠিত আছে। কোন সমাজ অপর সমাজ অপেক্ষা উন্নত। উন্নত সমাজের নিকট হীনবল সমাজ স্বভাবত নত। সমাজের যে অংশ দোষাবহবিধি পোষণ করে তদংশ জনিত ক্ষতি সেই সমাজকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সামাজিকতার অভাবই সমষ্টীকৃত বস্তুর বা সমাজের বিপর্য্যয়হেতু।

পৃথিবীর ইতিহাস হইতে জানা যায় যে এমন এক সময় ক্ষিতিপৃষ্ঠে অতিবাহিত হইয়াছে যখন মানবজাতির সামাজিকতার প্রতি দৃষ্টির সম্পূর্ণ অভাব ছিল। বিবেকপ্রভাবে মানব কার্য্যক্ষেত্রে সদসৎ বিচার পূর্ব্বক সমাজস্থাপন এবং তদুৎকর্ষসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সমাজের মঙ্গল করণে সমর্থ। প্রাচীনপূর্ব্বতন মহাত্মাগণের সৎফল আস্বাদনে এক্ষণে এতদবস্থা লাভ হইয়াছে। সামাজিক উৎকর্ষতার প্রতি যে সমাজের দৃষ্টির খর্ব্বতা পরিলক্ষিত হয় তাহারাই এক্ষণে সামাজিকগণ কর্ত্তৃক বর্ব্বর বা অসভ্য আখ্যা লাভ করেন। পৃথিবীর ইতিহাস পর্য্যালোচনায় জানা যায় যে কোন সময়ে যখন মানব জাতির অধিকাংশই পশু অপেক্ষা কোন অংশে উন্নত ছিল না, যখন সমাজ শব্দের অর্থ পর্য্যন্ত নরজাতির সঙ্কীর্ণবুদ্ধির আয়ত্তাধীন ছিল না, সেই সময়ে ভূমণ্ডলের কোন পরম পবিত্র স্থানে সামাজিকতার পরম স্বাদুফল জনসাধারণ পরমানন্দে ভোগ করিতেছিলেন। তথাকার পবিত্র অধিবাসীগণ তাৎকালিক সামাজিকতার পরমোচ্চশৃঙ্গে অবস্থিত হইয়া সামাজিক বন্ধনে ব্যবহারিক সকলকর্ম্মই আবদ্ধ করিয়া পরমসুখে অন্যান্য হীনসমাজের আদর্শ হইয়াছিলেন। বর্ব্বরজাতিগণ যে সমাজকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত তাহারাই এই সামাজিকগণের অনুকরণ করিয়া ক্রমশঃ মহৎ বলিয়া পরিচিত হইল। জগতের বিধি অনুসারে বিকারী দ্রব্যের চিরকাল অপরিণাম সম্ভব নহে বলিয়া সেই সামাজিক রজ্জু কালকবলে শ্লথ হইল। সামাজিকতার মূল তাৎপর্য্য বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইল। শব্দ মাত্র অবশিষ্ট ভাসিয়া উঠিল সেই সমাজজনয়িতা ভূমি আজও সামাজিক গৌরব লইয়া ব্যস্ত। আমরা সেই সমাজেরই কোন বিশেষ অংশের বর্ত্তমান পরিণাম আলোচনা করিয়া সামাজিকতার গতি পর্য্যবেক্ষণ করি। আনুসঙ্গিক কয়েকটী বিষয়ের অবগতি নিতান্ত প্রয়োজন এজন্য দেশের ইতিহাস, সামাজিক স্তরের স্থূল সূক্ষ্ম তত্ত্বদ্বয় স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা আবশ্যক। ইতিহাস হইতে সমাজের ক্রমোৎপত্তি ও অন্তঃস্থিত রহস্য সহজেই অনুমেয়। সমাজের লীলা [illegible] ও অধিনায়কগণের পূর্ব্বাপর পরিচয় না দিলে

সামাজিকতার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইতে পারে না এ জন্যই পরবর্ত্তী তিনটী বিষয় ভিন্ন ভিন্ন বিভাগদ্বারা প্রাসঙ্গিক জ্ঞানে লিখিত হইল।

বঙ্গদেশ।

ভারতবর্ষ প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত। হিমালয় পর্ব্বত হইতে বিন্ধ্যগিরির মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ ভারতের উত্তরাংশ। এই উত্তর খণ্ড আর্য্যাবর্ত্ত নামে পরিচিত। ভার্গবীয় মনুসংহিতায় উল্লিখিত আছে যে আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বসীমা সাগরোর্ম্মিনিষিক্ত এবং পশ্চিমেও সমুদ্র অবস্থিত। বিন্ধ্যগিরির দক্ষিণে কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড দাক্ষিণাত্য নামে অভিহিত। আর্য্যাবর্ত্তের অপর নাম গৌড় ও দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় বলিয়া অভিধান আছে। আর্য্যাবর্ত্তের সমুজ্বলিত পার্থিব গৌরব মন্দীভূত হইলে দাক্ষিণাত্য ভাস্করের ময়ূখে আর্য্যাবর্ত্ত আজ পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত। দাক্ষিণাত্য আর্য্যাবর্ত্তের স্মরণাতীত কালের গৌরব ভূষণ সহ তাহাকে ক্রোড়ীভূত করিয়া স্বীয় অঙ্গের শোভা বিস্তার করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্য ও আর্য্যাবর্ত্ত প্রাণদ্বয় মিলাইয়া একাত্মা বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত নহেন। আর্য্যাবর্ত্ত যেরূপ পুণ্যভূমি ও প্রথিতযশার লীলাক্ষেত্র দাক্ষিণাত্য ও অনুজের ন্যায় অনুসরণ করতঃ আর্য্যাবর্ত্তের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্য স্বীয় প্রতিভাবলে আর্য্যাবর্ত্তের সমকক্ষতা লাভ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন একথা বলিলে সত্যের মর্য্যাদা হানি হয়।

আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত অনেক গুলি দেশ। যেখানে পণ্ডিতনিবাস অথবা বিক্রমশালী রাজন্যনিবাস সেই প্রদেশগুলি অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা খ্যাতিলাভ করিয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বসীমা বঙ্গদেশ। বঙ্গদেশের পশ্চিমদক্ষিণে কলিঙ্গদেশ। বঙ্গদেশের পশ্চিমে অঙ্গ দেশ। কলিঙ্গ রাজগণের অধীনস্থ প্রদেশ রাষ্ট্র নামে প্রসিদ্ধ। রাষ্ট্রদেশ উত্তর ও দক্ষিণ ভেদে দ্বিবিধ। রাজমহেন্দ্রি সন্নিকটেই কলিঙ্গ নগর; ইহাই দক্ষিণ কলিঙ্গ। মেদিনীপুর তমলুক ও বর্ত্তমান উড়িষ্যা প্রভৃতি মধ্য কলিঙ্গ প্রদেশ। বর্ত্তমান রাষ্ট্র প্রদেশই উত্তর কলিঙ্গ বা উৎকল দেশ। মধ্য কলিঙ্গের অনেকাংশ আজকাল উৎকল বা উড়িষ্যা দেশ বলিয়া পরিচিত। পৌণ্ড্র রাজগণের রাজ্য বিস্তৃতির সহিত উৎকল দেশের সীমা দক্ষিণাবর্ত্তে গমনশীল হইল। কলিঙ্গরাজগণের দুর্ব্বলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কলিঙ্গ দেশের উত্তরাংশের সীমা বিন্ধ্যের দক্ষিণ ভাগে অবনমিত হইল। বৌদ্ধ বিপ্লবের প্রারম্ভেই আর্য্যাবর্ত্তবাসী ব্রাহ্মণ গণ দেশভেদ পঞ্চশ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। উৎকল ব্রাহ্মণগণ আর্য্যাবর্ত্তবাসীর পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণের একজন। সমগ্রকলিঙ্গ দেশ আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত নহে। দাক্ষিণাত্যের কলিঙ্গ ও মধ্যকলিঙ্গ প্রদেশের ব্রাহ্মণ অধিবাসীর সহিত উত্তরকলিঙ্গের ব্রাহ্মণগণের পার্থক্য স্থাপিত হইল। কিছু কাল গত হইলে পৌণ্ড্রগণের ও পালবংশীয় নরপতিগণের সমুত্থানকালে কলিঙ্গ রাজ্যের সীমা দক্ষিণ গামী হওয়ায় মধ্য কলিঙ্গই উত্তর কলিঙ্গ বা উৎকল

আখ্যা প্রাপ্ত হইল। বস্তুতঃ উৎকলদেশ বর্ত্তমান ওড্র দেশ নহে। ওড্র দেশের অধিবাসীগণের শারীরিক গঠন, আচার, ব্যবহার প্রভৃতি দর্শন করিলে তাঁহাদিগকে দ্রাবিড়ীয় শাখা বলিয়া বোধ হয়। সম্ভবতঃ মধ্য কলিঙ্গ দেশীয় নরপতিগণের অনুগ্রহে তদ্দেশীয় ব্রাহ্মণগণ সদাচার সংরক্ষণ করিয়া আপনাদিগকে তদবধি উৎকল ব্রাহ্মণ শাখায় পরিগণিত করিয়াছেন। বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধ বিপ্লবাত্মক ঘাতপ্রতিঘাতে স্বীয় শাখার নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের অস্তকাল উপস্থিত হইলে যে সকল ব্রাহ্মণতনয়ের উপবীত মাত্র অবশিষ্ট ছিল তাঁহারা অবৈদিক বৌদ্ধ বলিয়া পরিচয় দিবার প্রতিপক্ষে উৎকলিঙ্গ শাখার ব্রাহ্মণ পদ ভুলিয়া গিয়া আপনাদিগকে বৈদিক ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন। উৎকল দেশের পশ্চিমে মৈথিল দেশ, তাহার পশ্চিমে গৌড়দেশ, গৌড়দেশের পশ্চিমে কান্যকুব্জ প্রদেশ ও তৎপশ্চিমে সারস্বত প্রদেশ। আর্য্যাবর্ত্ত বা গৌড় দেশ পঞ্চ প্রদেশে বিভক্ত। বর্ত্তমান অযোধ্যা অথবা লক্ষৌ বা লক্ষ্মণাবতীই মূল-গৌড়। তথায় তাৎকালিক ব্রাহ্মণ রাজ্যের সম্রাটের বাসস্থান ছিল। পশ্চিমে সারস্বত প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বে উৎকল প্রদেশ পর্য্যন্ত পাঁচটী ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ ছিল। প্রাদেশিকবিভাগক্রমে আর্য্যাবর্ত্ত স্থিত ব্রাহ্মণ সমাজ পঞ্চ গৌড় ব্রাহ্মণে বিভক্ত। দাক্ষিণ ব্রাহ্মণ সমাজের সহিত বিশিষ্টতা রক্ষার মানসে দাক্ষিণাত্যেও ব্রাহ্মণ সমাজ পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে পঞ্চ দ্রাবিড় শাখায় ব্রাহ্মণ সকল পরিচিত।

মিথিলার পূর্ব্বে বিন্ধ্যগিরির উত্তরে উৎকল দেশ। উৎকলের দক্ষিণে কলিঙ্গ অর্থাৎ কলিঙ্গে র উর্দ্ধে উৎকল। পৌণ্ড্র রাষ্ট্র, বরেন্দ্র ও সমতত বা বঙ্গ প্রভৃতি কয়েকটী প্রধান বিভাগ বঙ্গদেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। অনেকে অজ্ঞতা নিবন্ধন বঙ্গদেশকে অতীব আধুনিকপ্রদেশ বলিয়া স্থির করেন বস্তুতঃ তাহা নহে।

মহাভারতে প্রাচীনকালের ইতিহাস বর্ণনায় লেখা আছে যে মহর্ষি কপিল সাগরে বাস করিতেন। আধুনিক পাশ্চাত্য বিদ্যাকুশলগণের নিরপেক্ষ তর্ক গ্রহণ করিলেও মহর্ষি কপিল পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই বঙ্গ দেশে সাগর বিবরীভূত কোন এক দ্বীপে বাস করিতেন। আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাৎ বাক্য হইতেই বঙ্গদেশ আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত পুণ্যভূমি ইহাতে আর সন্দেহ থাকে না। মহর্ষি কপিলকে অনার্য্য বলিতে কেহই সাহস করিবেন না। আর্য্যশিরোমণি কপিল দেব আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বসীমায় বাস করিয়া বেদানুগ যজ্ঞাদি ও তপশ্চরণ দ্বারা কালাতিপাত করিয়াছেন। গঙ্গার উভয়তীরেই ঐ সময় হইতে আর্য্যগণ স্বস্ববর্ণধর্ম্মোচিত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিতেন।

পুরাণে লিখিত আছে যে যযাতি তনয় অনু পূর্ব্বদিকে গমন করেন। অনু হৈতে একাদশ পুরুষে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, শুম্ভ, পুণ্ড্র ও ওড্র নামে বলির ছয়টী পুত্র এই ছয়টী প্রদেশ স্ব স্ব নামে আখ্যা প্রদান করতঃ অধিকার করেন। মহর্ষি রোমপাদ দশরথের জামাতা। রোমপাদের প্রপিতামহ খলপান এই বলির পুত্র বলিয়া পরিচিত হন। দশরথের ন্যায় উচ্চবংশীয়ের সহিত

রোমপাদের কুটুম্ব সম্বন্ধ হওয়ায় চন্দ্রবংশীয় বিখ্যাত বলিরাজের সহিত রোমপাদের সংলগ্ন করা প্রয়োজন ছিল। বলির পুত্র খলপানের অধস্তন রোমপাদ যেরূপ রাজবংশীয় এবং চন্দ্রান্বয় জাত প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন সেই প্রকার অঙ্গাদি রাজ্যের অধস্তন অধিনায়কগণ ও চন্দ্রবংশীয় বলির সন্তান বলিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছেন। ইহার দ্বারা অনায়াসে অনুমিত হইতে পারে যে তাৎকালিক অঙ্গাদিরাজ্যের নরপতিগণ আর্য্য সন্তান ছিলেন ও ব্রাহ্মণাদি পরিবেষ্টিত হইয়া বৈদিকাচারের অনুশীলন করিতেন। তাঁহারা তৎকালে চন্দ্র - সূর্য্য বংশীয় অন্যান্য রাজন্যবর্গের সহিত উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিতেন না যেহেতু চন্দ্র ও সূর্য্য বংশীয় প্রভাব সম্পন্ন নরপতি গণের বংশাবলী সর্ব্বদা রাজমুখাপেক্ষী ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক উদগীত হইত। সেই জন্যই বঙ্গরাজগণ ঐ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক বলির ক্ষেত্রজ পুত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। দশরথের সময়ে মিথিলায় মহর্ষি জনকের ন্যায় বিশুদ্ধ আর্য্য নরপতি বর্ত্তমান থাকিলে অঙ্গাদি দেশে ও আর্য্য নিবাস সেই সময় অগ্রসর হইতে পারে এই বিষয়ে কেন স্বার্থপরায়ণগণ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন বুঝিতে পারা যায় না। বঙ্গদেশ কি তখন এতই বর্ব্বর ও অনার্য্য জাতির বাস ছিল। কলিঙ্গ তো এই ছয়টী অধম প্রদেশের একটী। তথায় কিরূপে গৌড়ীয় উৎকল ব্রাহ্মণ অনেককাল হইতে বাস করিতেছেন। স্বার্থক্ষতির ভয়ে এরূপ অসঙ্গত বাক্যে বঙ্গবাসীর কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। এই ছয় প্রদেশে উহার অনেক পূর্ব্ব হইতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের বাস ছিল। বঙ্গ তখন উৎকল অন্তর্গত প্রদেশবিশেষ ছিল। প্রাচীনকালে বলবান্ রাজা দুর্ব্বল রাজগণের পরাজয় করিয়া তাহাদের কীর্ত্তি লোপ এবং সবংশে সংহার করিয়া স্ব স্ব বলের বিস্তার করিতেন। প্রাচীন রাজগণের কীর্ত্তিগান করিলে তখন রাজবিদ্রোহী বলিয়া দণ্ডার্হ হইতে হইত। বিধর্ম্মীবলবান্ রাজা পূর্ব্বধর্ম্মের রক্ষার প্রতি ও কোন প্রকারে কারুণ্য প্রকাশ করিতেন না। এজন্যই ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গ সভ্যতার চরম সোপানোপবিষ্ট হইয়া ধারাবাহিক প্রাচীন গৌরব গান করিতে অক্ষম। বিদ্যাবুদ্ধিপ্রসূত স্মৃতিদ্রব্য বিলুপ্তিসাধন-মানসে ও বিজয়ী রাজগণের উদ্যম প্রতিনিবৃত্ত হয় নাই। আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী বর্ণবিভাগাবস্থিত অঙ্গাদিদেশবাসী ও এককালে পঞ্চ গৌড়ান্তর্গত ব্রাহ্মণরাজ্যে বাস করিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত পশ্চিমদেশবাসী মানব তাঁহার পূর্ব্বদেশ বাসী গণকে তাহাদের অপেক্ষা নিম্নস্তরে স্থাপন করেন যেহেতু এই বিধি সর্ব্বত্র প্রবলভাবে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এমন কি সভ্যতাভিমানী ইংরাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতি অপেক্ষা মার্কিণগণ আপনাদিগকে সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট জ্ঞান করে। ইউরোপের পশ্চিম প্রদেশের জাতিনিচয় রুষ, তুর্ক প্রভৃতি জাতি অপেক্ষা আপনাদিগকে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ মনে করে। আবার তুরষ্ক প্রভৃতি মুসলমান জাতিগণ ও ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বিশ্বাস করে। বসুমতীর গোলত্ব নিবন্ধন ভারত প্রান্তের পশ্চিম দেশবাসীগণ পরম পূর্ব্বে অবস্থিত। অতএব ভারতীয় বিশ্বাসে পাশচাত্যদেশবাসীও তাঁহাদের চক্ষে সুনিম্নস্তরে স্থাপিত। ভারতবাসীগণ ব্রহ্মবাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করেন। এই বিধি ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন

প্রদেশেও বিশেষ বলবান পরিলক্ষিত হয়। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া বঙ্গবাসীকে ব্রহ্মাবর্ত্তবাসীগণ নিম্নদৃষ্টিতে দেখিবেন ইহাতে সন্দেহ কি? যাহাই হউক বঙ্গদেশে কিছুই ছিল না এবং ইংরাজ অধিকারের সময় হইতেই বঙ্গ-বাসীর মর্য্যাদা ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইয়াছে যাহারা মনে করে তাহারা ভ্রান্ত।

মহাভারত যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে ভীমসেন দিগ্বিজয় করিতে আসিয়া বঙ্গরাজ সমুদ্রসেনকে পরাজয় করেন। বঙ্গে এইকালে সভ্যতা বিরাজিত ছিল; ব্রাহ্মণগণও বাস করিতেন। এই সময় হইতে ৩৮০০ বৎসর বিগত হইয়াছে।

মগধরাজগণের অভ্যুদয় কালেও বঙ্গদেশে আর্য্যধর্ম্মের সমধিক গৌরব ছিল।

পালীভাষায় লিখিত মহাবংশ নামক সিংহলের প্রাচীন ইতিহাসে উল্লিখিত আছে যে বঙ্গ দেশে সিংহবাহু নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র বিজয়সিংহ প্রায় ২৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে সাত শত সহচর সঙ্গে লইয়া সিংহল অধিকার করিয়া তথায় রাজ্য করেন।

বৌধায়ন সূত্রেও লিখিত আছে যে বঙ্গ ও কলিঙ্গ রাজ্যে গমন করিলে প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিতে হয়। পাশ্চাত্য বিদ্যা-কুশলীগণের মতে ইনিও ২৪০০ বর্ষ পূর্ব্বে জীবিত থাকিয়া তদীয় সূত্র রচনা করিয়াছেন।

গ্রীসিয় যবনগণ ও পরে রোমীয়গণ বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। তৎকালে বঙ্গ দেশে সুবর্ণগ্রাম, গৌড় ও সপ্তগ্রামই প্রধান নগর ছিল।

কেহ বলেন যে ঢাকা নগরীকে তখন যবনগণ বেঙ্গলা বলিত। যবনগণ ঢাকাই মশ্‌লিন লইয়া স্বদেশে গমন করিত। বর্ত্তমানকালে যাহাকে সভ্যতা বলে সেইরূপ সভ্যতা বঙ্গবাসীগণ বহুকাল হইতে অভ্যস্ত। তাঁহারা অতি সুন্দর সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্র পরিধান করিতে জানিতেন। সপ্তগ্রামে ইউরোপীয় বণিকগণের সহিত তাঁহারা সর্ব্বদাই ব্যবসা করিতেন। সেইকালে বঙ্গদেশীয় শিল্পের ইউরোপে বিশেষ আদর ছিল। তখন ইউরোপীয়গণ অসভ্য থাকিলেও বঙ্গবাসীর সভ্যতার আদর জানিত।

মেগেস্থেনীস্ কলিঙ্গরাজেরও রাজ্যের বর্ণন করিয়াছেন। মধ্যকলিঙ্গ শব্দেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাও ২২০০ বৎসর পূর্ব্বের কথা।

সপ্তগ্রাম সরস্বতী নদীকূলে অবস্থিত। তথাকার অধিবাসীগণ বিশুদ্ধ আর্য্যাবর্ত্তবাসীও ধর্ম্মানুরাগী না হইলে কখনই "সরস্বতী" নদীর নাম হইত না। বৌদ্ধ বিপ্লবের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ নিবাস ছিল।

পৌণ্ড্রগণ ত্রিসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে গৌড়-নগর স্থাপন করিয়া বঙ্গের অনেকাংশ করায়ত্ত করিয়াছিল।

অধুনা এই পৌণ্ড্রগণের অবস্থা বিশেষ শোচনীয়। প্রায় সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ইহাদের সৌভাগ্য তপন সম্পূর্ণ অস্তমিত হইয়াছেন।

শুম্ভগণ ২১০০ বর্ষ পূর্ব্বে মৌর্য্যবংশীয় বৃহদ্রথের পরে মগধ সাম্রাজ্য অধিকার করে।

ইহার পূর্ব্বে শুম্ভজাতি পৌণ্ড্রগণের অধীন ছিল। পুরাণে লিখিত আছে যে শুম্ভগণ ১১২ বর্ষকাল সাম্রাজ্য ভোগ করেন।

তিন হাজার বৎসর হইতে কলিঙ্গ ও পৌণ্ড্ররাজগণ এককালে ভারতের পূর্ব্ব উপকূলে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া সভ্যতার পরিচয় দিয়াছিল।

অঙ্গরাজ্যের কথা মহাভারতে উল্লিখিত আছে। এই রাজ্য দুর্য্যোধন কর্ণকে প্রদান করেন। তদবধি অঙ্গরাজ্য কর্ণ সৌবর্ণ নামে প্রচলিত। অনেকের মতে বর্ত্তমান ভাগলপুর প্রভৃতি প্রদেশ অঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত। জহ্নু মনি অন্যুন ৪৫০০ বর্ষ পূর্ব্বে অঙ্গরাজ্যে আর্য্য নিবাসের কেতনস্বরূপ ছিলেন।

বর্ত্তমান উড়িষ্যা এবং ছোটনাগপুরের কিয়দংশ ওঢ্র দেশ। বর্ত্তমান উড়িষ্যাবাসী ওঢ্রজাতি বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেয়। ওঢ্র ব্রাহ্মণগণ উৎকল ব্রাহ্মণ।

কেহ কেহ বলেন বর্ত্তমান বুনোজাতির বাসস্থান হইতেই দেশের নাম বঙ্গ হইয়াছিল। বর্ত্তমান পোঁড় জাতিই পৌণ্ড্র ও সাঁওতাল জাতিই শুহ্ম।

ওঢ্র(উড়িশ্যা) সাম্রাজ্য যযাতিকেশরী হইতে আরম্ভ হইয়া ৪৫ জন সম্রাট্ পর পর রাজা হন ও তৎপরে গঙ্গাবংশীয় ২৩ জন সম্রাট্ সাম্রাজ্য ভোগ করেন। ওঢ্র সাম্রাজ্য প্রবল হইলে বঙ্গের অনেকাংশ উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল। সম্রাট্ যযাতি কেশরীর পূর্ব্বে বৌদ্ধরাজগণ ওঢ্রদেশে সাম্রাজ্য করিতেন। ওঢ্র দেশে যযাতিকেশরীর বহু পূর্ব্ব হইতে আর্য্যনিবাস ও আর্য্য ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ রাজগণের প্রভাবে অঙ্গাদি ছয়টী আর্য্যাধ্যুষিত রাজ্য আর্য্যাবর্ত্তস্থিত হইয়াও অনার্য্য বলিয়া বৌধায়নাদি তাৎকালিক ঋষিগণ কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়াছে। বস্তুতঃ আর্য্য জাতির বাস না হইলে কখনই বৌদ্ধনির্ম্মূলতা সাধিত হইত না। বৌদ্ধধর্ম্ম মাগধ শূদ্র সম্রাটগণের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া ক্রমে ক্রমে নিকটস্থ ছয়টী প্রদেশকে বৌদ্ধপ্রধান করায় অপেক্ষাকৃত আধুনিক ঋষিগণের দ্বারা গর্হিত হইয়াছে। এতদ্দেশবাসীগণ সকলেই যে আর্য্য ছিলেন একথা বলা যায় না। কিন্তু আর্য্য উপনিবেশ বহুকাল হইতে ক্রমান্বয়ে স্থানে স্থানে বর্ত্তমান ছিল ইহাও বলিয়া রাখা আবশ্যক।

অঙ্গ বঙ্গাদি প্রদেশে এক্ষণেও অনার্য্য প্রাচীন অধিবাসী আছে। যাহাদিগকে এক্ষণে শূদ্রাভিধানে ভূষিত করা হয় তাহাদের মধ্যে অনেকেই এ দেশের প্রাচীন অধিবাসী নহেন। যাহাদিগকে অন্ত্যজ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় তাহারাই অধিকাংশ এতদ্দেশের আদিম অধিবাসী।

পৌণ্ড্ররাজ ও পালবংশীয় নৃপতিগণের গৌড়াধিকারকালে আর্য্যধর্ম্মের পতন হয়। মহর্ষি কপিলের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া জহ্নু আদি ঋষি ও অন্যান্য রাজন্যবর্গ অঙ্গাদি দেশে বাস করিতেন। ব্রহ্মাবর্ত্তবাসীগণের সহিত যেরূপ লক্ষ্মণাবতী বারাণসী প্রভৃতির অধিবাসী অথবা মৈথিলাদি জাতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল সেই প্রকার সম্বন্ধে বঙ্গ কলিঙ্গাদি দেশ গুলিও বন্ধুতা সূত্রে গুম্ফিত ছিল। কালে নীচজাতীয় মাগধ নরপতিগণ প্রাচীন আর্য্যবশ্যতা অস্বীকার করায় মাগধ-পূর্ব্ব-প্রদেশগুলি অনার্য্যগণের বাসস্থান ও প্রায়শ্চিত্তার্হ হইল। বস্তুতঃ মাগধভূপতিবৃন্দ বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচার বাসনার প্রাগ্‌দেশস্থিত আর্য্যগণের উপর কিছু অধিক আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইলেন। মূল আর্য্যাবর্ত্তের সহিত অভিন্ন সূত্র বিচ্ছিন্ন হইল। বিন্ধ্যের দক্ষিণ দেশে উৎকল নাম গ্রহণ করিয়া বিপ্রগণ পলায়ন করিল। বৌদ্ধ বিপ্লব যে সকল বিপ্রের শিরের উপর পুরুষানুক্রমে চলিতে লাগিল তাহারা ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া নিজ পরিচয় পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেল। বৌদ্ধবিপ্লবের পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়রাজকুমারগণ দিগ্বিজয় উপলক্ষে এতদ্দেশে আগমন করিতেন।

পালবংশীয় নরপতিগণের উচ্ছেদসাধক মহারাজ আদিশূর। অনেকের মতে বীরসেনের আদিশূর উপাধি ছিল। যাহাই হউক আদিশূর হইতে বঙ্গে পুনরায় আর্য্যধর্ম্মানুগ রাজ্য স্থাপিত হয়। বৌদ্ধঝটিকায় যে কিরূপ ক্ষতি হইয়াছিল তাহার ফল আজিও প্রত্যেক বঙ্গবাসী বিশেষ বুঝিতে পারিতেছেন। মগধের পশ্চিমদেশবাসীগণ এক্ষণে অজ্ঞতা বশতঃ বঙ্গবাসীকে আর্য্যাবর্ত্তবাসী বলিয়া গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে তর্পনকালীন বঙ্গের আর্য্যাবর্ত্ততা স্বীকার করিতে আজিও বাধ্য।

বঙ্গদেশের নাম ঋগ্বেদে নাই বলিয়া পাশ্চাত্য বিদ্যাভিমানীর চমকিত হইবার আবশ্যক নাই। ভাষা সংজ্ঞা প্রভৃতি পরিবর্ত্তন বিপ্লবে রূপান্তরিত হওয়া অসম্ভব নহে। যদি সাইবেরিয়ায় আর্য্যতীর্থ উত্তর জ্বালামুখী থাকিতে পারে ও তথায় ভারতীয় সন্ন্যাসীগণের অধ্যক্ষতায় পরিচালিত হয় তখন আর ব্রহ্মাবর্ত্তবাসী কয়েকজন ব্রহ্মাবর্ত্তে সভ্যতা বিরাজ কালে বঙ্গের দিকে আসিবেন ইহাতে বিচিত্র কি? বাঙ্গালা দেশে আর্য্যাবর্ত্তবাসীগণ আসিয়া অবধি দেশের অস্বাস্থ্যতা নিবন্ধন প্রাকৃতিকবলে দরিদ্র হইয়াছেন। রোগে শোকে আত্মপরিচয় বিস্মৃত হইয়াও ব্রহ্মাবর্ত্তের গৌরব গান করিয়া আত্মায় আনন্দ ভোগ করেন। ব্রহ্মাবর্ত্তের অতিপ্রিয় স্রোতস্বিনীকে তাঁহাদের সঙ্গে আনিতে না পারিয়া বঙ্গদেশে সপ্তগ্রাম স্থাপন করিবার পূর্ব্বে সরস্বতী নামে নদীকে অভিহিত করিয়াছেন। এমন কি পৌণ্ড্র শাসনকালেও তাৎকালিক পণ্ডিত ও রাজন্যনিকেতন লক্ষ্মণাবতী প্রভৃতি পুরীর নামে পৌণ্ড্ররাজ্যের রাজধানী গৌড় আখ্যা প্রদান করিয়া আর্য্য গৌরবে ভূষিত হইয়াছেন।

বৌদ্ধ বিপ্লবের পূর্ব্বে পরমপবিত্র ক্ষত্রিয়জাতি কেবল বঙ্গাদি ছয়টী প্রদেশে বাস করিতেন না এমন নহে। মিথিলা, মগধ ও অন্যান্য সর্ব্বজন প্রশংসিত রাজ্যে ও বঙ্গাদি দেশের ন্যায় ক্ষত্রিয়

নিবাস ছিল না একথা বলা যাইতে পারে না। বৌদ্ধগণের প্রভাবে বর্ণধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে সঙ্কোচিত হইয়াছিল ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বৌদ্ধ শূদ্রনরপতিগণের ক্ষত্রিয় দর্শন করিলে ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইত। কালে বৌদ্ধগণের অত্যাচারে ক্ষত্রিয়ত্বের বা বীরত্বের পরিচয় দিয়া আত্মপ্রাণবিসর্জ্জন দিতে কেহই সম্মত হইলেন না। কতকগুলি ক্ষত্রিয়কুমার প্রাণ দিতে পশ্চাৎপদ না হইয়া ক্ষত্রিয় আখ্যা রক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে অসংখ্য ক্ষত্রিয়ান্তক দুরন্ত বৌদ্ধ নরপতিগণের দ্বারা নির্য্যাতিত হইয়াও তাঁহাদের দৃঢ়সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না। অনেক রাজন্যবর্গ তৎকালে ক্ষাত্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়া বণিক্ ক্ষেত্রী বলিয়া পরিচয় দিলেন। কেহবা শূদ্র নরপতিগণের নিকট আপনাদের ক্ষত্রিয়ত্ব ত্যাগকরতঃ করণবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। অনেক স্থলে ক্ষত্রিয় সংস্কার কাযে কাযেই ত্যাগ করিতে হইল। কিন্তু করণজীবিমাত্রেই সমগ্র সংস্কার ত্যাগ করেন নাই। বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণগণ কেহ বা উৎকলশাখা লইয়া কলিঙ্গরাজ্যে বাস করিতে লাগিলেন কেহ বা প্রাগ্‌জ্যোতিষাদি দেশে পলাইয়া গেলেন কেহ বা ব্রাহ্মণত্ব সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে পারিলেন না। এইভাবেই পৌণ্ড্রও পালবংশীয়গণের সময় বঙ্গদেশের অবস্থা বিধাতা কর্ত্তৃক নিরূপিত হইল। মহাত্মা আদিশূর ও পালবংশীয় নরপতিগণ সকলেই সংস্কার বর্জ্জিত ক্ষত্রিয়; করণবৃত্ত্যাশ্রিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। রাজদণ্ড গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াও বৌদ্ধধর্ম্মবশতঃ ক্ষত্রিয়াদি সংজ্ঞাদ্বারা আত্ম পরিচয় দিতে সম্মানিত বোধ করেন নাই। পালবংশীয়গণের ও মহারাজ আদিশূরের জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলেই কায়স্থ আখ্যায় পরিচয় দিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য আদিশূরের ব্যক্তিগত চেষ্টায় পুনঃ ক্ষত্রিয় সংস্কার পাওয়া বিলক্ষণ দুরূহ হইল। মহারাজ আদিশূর ক্ষত্রিয় সমাজের আশা ত্যাগ করতঃ অপেক্ষাকৃত সংস্কারযুক্ত বিশুদ্ধ ব্রহ্মাবর্ত্তবাসী পাঁচজন কায়স্থ দ্বিজ আনাইয়া বঙ্গদেশে বাস করাইয়া ছিলেন। যজ্ঞের উদ্দেশে বিশুদ্ধ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ অভাবে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনাইয়া বাস করাইলেন। দেশীয় ব্রাহ্মণ গুলিকেও উহাদের দ্বারা সংস্কৃত করাইয়া লইলেন। বৌদ্ধবিপ্লবে আর্য্যাবর্ত্তের বৈশ্যজাতির ও সংস্কার বিচ্যুত হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সংস্কারহীন হইয়া বণিক্‌বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। কেহ কেহ অন্যান্য সদ্বৃত্তি অবলম্বন করিয়া নবশাখায় বিভক্ত হইল। কালে ইহাদের মধ্যে উদ্বাহাদি বন্ধ হইয়া তাহারা স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইল।

বীরসেন হইতে পঞ্চম পুরুষে বল্লালসেন নামক নরপতি বঙ্গের রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। আদিশূরের সময় হইতে এতদ্দেশীয় কায়স্থগণের মধ্যে কথঞ্চিৎ সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল কিন্তু বিধাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধচেষ্টা অধিকদিন স্থায়ী হইল না। কথিত আছে যে বিজয়সেন অল্প বয়সে মানব লীলা সম্বরণ করেন। ব্রহ্মপুত্র নদের নিকট বাসকালীন বিজয়ের অবর্ত্তমানে তাঁহার পত্নী বল্লালসেনকে প্রসব করেন। বল্লালসেন বয়োবৃদ্ধির সহিত রাজবলে বলী হইয়া উঠিলেন বঙ্গ রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া সমগ্র সমাজের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে মানস করেন। সেইকালে তাঁহার পিতৃজাতীয় কায়স্থগণ অনেকেই বল্লালসেনের অবৈধ জন্ম অবগত হইয়া তাঁহাকে সামাজিক বলিয়া গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাজানুগ্রহলোভী কতিপয় ব্যক্তি তাঁহার সহিত

যোগদান করিল। এই সকল ব্যক্তিগণও বল্লালের সহিত সমাজ হইতে বিচ্যুত হইল। বল্লাল আপনাকে চিকিৎসা ব্যবসায়ী অম্বষ্ঠ প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত করিলেন এবং কায়স্থ জাতি হইতে পৃথক্ হইলেন। জাতীয় উপাধি কিছুই পরিবর্ত্তিত হইল না বটে কিন্তু কায়স্থ জাতির প্রতি তাঁহার বৈরানল প্রজ্বলিত হইল। বল্লাল রাজ্যশাসনের পরিবর্ত্তে সমাজস্রষ্টা হইয়া যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতে লাগিলেন। বল্লালের পঞ্চম অধস্তন লক্ষ্মণের বৃদ্ধ বয়সে মুসলমানগণ বঙ্গসিংহাসন অধিকার করেন। তদবধি মুসলমানগণই রাজ্য করিতেছিলেন। বঙ্গদেশে এই সময়ে নেপাল, আসাম ও চট্টগ্রামাদি দেশে তন্ত্রশাস্ত্র রচনা প্রভূতভাবে হইতে লাগিল। বঙ্গদেশের গৃহে গৃহে তান্ত্রিক আচারের আদর বাড়িল। আদিশূরের কাল হইতে নবদ্বীপ নগর রাজধানী হইল। উত্তর রাষ্ট্রের রাজধানী গৌড়ের ন্যায় দক্ষিণরাষ্ট্রে নবদ্বীপনগর সমৃদ্ধ হইতে লাগিল। সেনবংশীয়গণের সুবর্ণগ্রামে ও বঙ্গের রাজধানী ছিল। সেনরাজগণ অনেক সময় সুবর্ণগ্রামেও থাকিতেন। এই সময় হইতেই পূর্ব্ব পৌণ্ড্র বরেন্দ্র দেশ ও পশ্চিম পৌণ্ড্র উত্তর রাষ্ট্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল। দক্ষিণ পৌণ্ড্রের পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশ দক্ষিণ রাষ্ট্র ও পূর্ব্বদেশ বঙ্গ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিল। দক্ষিণ রাষ্ট্রের দক্ষিণে কলিঙ্গদেশ ও কলিঙ্গের পশ্চিমে ও দক্ষিণে ওড্র দেশ।

রাজধানী নবদ্বীপ পণ্ডিতমণ্ডলীর বাসস্থান ও বঙ্গে সংস্কৃতিবিদ্যাচর্চ্চার কেন্দ্র হইয়া উঠিল। মৈথিলগণের পরম আদরের ন্যায়শাস্ত্র মিথিলা হইতে বঙ্গে (নবদ্বীপে) আসিয়া উপস্থিত হইল। সমগ্র ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বঙ্গদেশে ন্যায়পাঠী আসিয়া জুটিতে লাগিল। বঙ্গের রাজসিংহাসন হস্তান্তরিত হইলেও নবদ্বীপনগরের সরস্বতীর আরাধনা আর কিছুদিন চলিয়াছিল। এক্ষণে স্রোত কিছু কম পড়িয়াছে। চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে নবদ্বীপগগনে বঙ্গবাসীর গৌরব ঋক্ষগুলি একত্রে সমুদিত হইয়াছিলেন। তন্ত্রশাস্ত্র সংগ্রাহক কৃষ্ণানন্দ, স্মৃতিশাস্ত্র সংগ্রাহক রঘুনন্দন ন্যায়শাস্ত্রের অদ্বিতীয় পণ্ডিত রঘুনাথ, বৈদান্তিক বাসুদেব সার্ব্বভৌম সকলেই নবদ্বীপ নগরের শোভাবর্দ্ধন করিতেছিলেন। এতদ্ব্যতীত এই সময়েই বঙ্গের পারলৌকিক বিশ্বাসরাজ্যেও অভিনবকাল উপস্থিত হইয়াছিল। যাঁহার আবির্ভাবে প্রায়শ্চিত্তার্হ বঙ্গদেশে তীর্থের আবির্ভাব হইল ও যাঁহার মধুর নাম আজ চারি শত বর্ষ কাল আবাল বৃদ্ধ বনিতার জীবনে মরণে আনন্দ বিধানে সক্ষম হইয়াছে সেই গৌড়ীয়গণের শিরোভূষণ সর্ব্বজন বিদিত নবদ্বীপচন্দ্র এই নবদ্বীপ মহানগরে জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গবাসীর হৃদয়ে বিশাল ধর্ম্মতরু বিস্তার করিয়াছেন। ইঁহারই পবিত্র শিক্ষাগুণে তান্ত্রিক কদাচার সমাজ হইতে বিদূরিত হইয়াছে। মানব স্বভাব কলুষপ্রবণ অযোগ্যহৃদয় ক্ষেত্রে অনীপ্সিত ধর্ম্মাঙ্কুর পড়িয়া কোন কোন স্থলে পুনরায় কদাচার গঠন করিয়াছে। তাহাও সুবিমল শিক্ষার বিস্তৃতি দ্বারা সম্মার্জ্জিত হইবে আশা করা যায়।

প্রায় দেড় শত বর্ষ হইল বঙ্গদেশে মুসলমান রাজ্য অন্তর্হিত হইয়াছে। বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা ইংরাজগণের সময় হইতে বঙ্গদেশেই ভারতের সাম্রাজ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বর্ণ।

আধুনিক নরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ পৃথিবীস্থ মানবগণকে তাহাদের শারীরিক বৈষম্যদ্বারা পরস্পর বিভেদ কল্পনা করিয়াছেন। স্থানবিশেষে অধিককাল বাসের জন্যই হউক বা স্থানীয় অলক্ষিত কোন কারণ বলেই হউক প্রাকৃতিক গঠনে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে পার্থক্য আছে ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। সাধারণতঃ তাঁহাদের মতে ছয় প্রকার বিভিন্ন জাতিতে মানবমণ্ডলী বিভক্ত। ককেসিয়াস্ জাতি ইউরোপ ও এশিয়ার তুরস্ক, পারস্য, ভারত প্রভৃতি স্থানে বাস করে। মঙ্গোলিয়ান্ জাতি এশিয়ার পূর্ব্বখণ্ডে বাস করে। মার্কিনজাতির ও মঙ্গোলিয়ানজাতির ন্যায় কেবল গাত্রের বর্ণ তামার ন্যায়। কাফ্রিজাতির সহিত মঙ্গোলিওগণের বর্ণগত বৈষম্য। মালয়জাতি ককেসিয় ও মঙ্গলিওজাতির মধ্যগত বর্ণ। অষ্ট্রেলিয়বাসীকেও স্বতন্ত্র জাতিমধ্যে পরিগণিত করা হয়। প্রাকৃতির গঠনের বৈচিত্র্যানুসারে সাধারণতঃ ছয়ভাগে বিভক্ত করিলেও বস্তুতঃ দুইভাগ স্পষ্টই বুঝা যায়। ককেশিয় ও মঙ্গোলিও জাতির মধ্যে স্থূলপার্থক্য আছে। ককেশিয় প্রভৃতি স্থানগত গঠনগত ভেদজনিত বর্ণ নির্ব্বাচন না করিয়া আর্য্য ও অনার্য্য ভেদে দুই বিভাগ বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এই ভেদ বাহ্যিক না হইলেও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

কোন কোন পণ্ডিত বিশেষ গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে ভারতবর্ষীয় আর্য্য সন্তানগণ প্রাগৈতিহাসিককালে ককশ পর্ব্বতের সন্নিকটে বাস করিতেন। তথা হৈতে পূর্ব্ব দক্ষিণাভিমুখে আগমন করিয়া ক্রমশঃ উপনিবেশ স্থাপন করেন। এই গবেষণা উদ্ভুত বাক্যগুলি স্বার্থপ্রণোদিত না হইলে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে কোন বাধা থাকে না। মানবের সভ্যতার মূলস্থান ককেশাশ শৈল। এই স্থান হইতে সভ্যতা লইয়া বর্ত্তমান সভ্য জগৎ নানা বর্ণে বিভক্ত হইয়াছেন। কোন পণ্ডিত প্রবল স্বার্থে অন্ধ হইয়া স্বীয় আবাস ভূমিকেই পৃথিবীর আদিসভ্য স্থান বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি তদ্বিষয় কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলা যায় না। এই প্রকার স্বার্থের জন্য আলোচনার নিরপেক্ষ ফলভোগ মানবজাতি সর্ব্বদা বঞ্চিত।

সম্ভবতঃ ককেশাশ শৃঙ্গ স্বার্থের বিষময় ফল নহে। কেহ কেহ অনুমান করেন বর্ত্তমান কৃষ্ণসাগর ও কাশ্যপহ্রদের অন্তর্গত ভূখণ্ডই প্রাক্ আর্য্যাবর্ত্ত। আর্য্য সন্তানগণ চিরকাল পুরুষানুক্রমে পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যবর্তী প্রদেশকে আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া অবগত ছিলেন। এমন কি ভারতবর্ষে বাসকালে সেই বাক্যই পুনরায় প্রয়োগ করেন। যাহা হউক এস্থলে এবিষয় আলোচনার কোন ফল নাই। ককেশাশের নিকট -- এরিয়া নামক একস্থান ও এরাস নামে এক নদী আছে। কেহ কেহ ঐ প্রদেশকে আর্য্যদিগের প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া অনুমান করেন।

মানবের আদি পুরুষ ব্রহ্মা। তাঁহার পৌত্র কশ্যপ। কশ্যপের পুত্রগণ কাশ্যপ নামে খ্যাত। ঐ কাশ্যপগণের বাসস্থানের সন্নিকটেই বর্ত্তমান কাশ্যপীয় হ্রদ। যাহাই হউক এই কশ্যপ সন্তানগণেরই একশাখা তক্ষশিলা প্রদেশে বাস করেন। তাঁহারা সর্প বলিয়া ক্রমে পরিচিত হন। যদি এই অনুমানের অভ্যন্তরে কিছু নিগূঢ় সত্য থাকে তাহা হইলে উহা জগতে বিদ্বমণ্ডলীর মধ্যে সাদরে গৃহীত হইবে সন্দেহ নাই।

বেদের সংহিতা অংশ সংগ্রহকালে ব্রিটিশ ভারতের উত্তর পশ্চিমকোণে আর্য্যগণ সগৌরবে বাস করিতেন। তাৎকালিক ভাষায় রচিত দেবস্তুতি ও ব্যবহারাদি এক্ষণে সংহিতারূপে মহাভারত যুদ্ধের কিয়ৎ পূর্ব্বেই সংগৃহীত হইয়াছিল। তৎকালে সমগ্র বেদ, সংহিতাগুলিতে যে সংগৃহীত হয় নাই তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। মহাভারত যুদ্ধের কিয়ৎকাল পরে সেই সকল অংশ হইতে তাৎকালিক সংবাদ ও প্রাচীন জনশ্রুতি সংগ্রহ করিয়া পুরাণের আদর্শ স্বরূপ মহাভারত রচিত হয়। মহাভারত যুদ্ধের কিছু পূর্ব্বে ভারতবর্ষে জ্ঞানপ্রিয়তার আতিশয্য হইয়াছিল। তৎকালে প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলি অপেক্ষাকৃত সংস্কৃত করিয়া রচিত হয়। জ্ঞানাত্মক বেদশাস্ত্রের সমাদরে অতি প্রাচীন দেবস্তুতি ও ব্যবহারিক বেদমন্ত্র সকলের প্রতি আগ্রহ শিথিল হইয়াছিল। তাহার অনতিবিলম্বেই বর্ত্তমান আকারে সংহিতাগুলি সংগৃহীত হয়। যে সকল ইতিহাস সর্ব্বজনমান্য ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় যাহা সংহিতাগুলিতে স্থান পায় নাই বেদের সেই অংশগুলি ঐ ভাবে পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করা সুখকর না হওয়ায় সংস্কৃতভাষায় সাধারণের বোধের জন্য লিখিত হয়। বর্ত্তমানকালের পাশ্চাত্য বিদ্যাভিমানীগণ মনে করেন যে ইতিহাস পুরাণগুলি সকলই আরব্য পারস্য উপন্যাসের ন্যায় অপ্রয়োজনীয় গল্পে পরিপূর্ণ। পুরাণ পাঠ করিলে যদি তাঁহাদের পূর্ব্ব সঞ্চিত চিন্তায় ব্যত্যয় ঘটে এই আশঙ্কায় পুরাণাদি ইতিহাসগুলি কপোল কল্পিত বলিয়া আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করেন। যাহাহউক তাহাদের তীক্ষ্ণধী বৈদিকগ্রন্থ আলোচনা করিয়া পাণ্ডিত্য সমুদ্রের পরপারে গিয়াছে এক্ষণে পুনরায় স্রোতের বিপরীতে আনিবার চেষ্টা করা নিষ্ফল। মহাভারতের যুদ্ধের সময় বা তাহার পূর্ব্বে ভারতীয় আর্য্যগণ গান্ধার, উদ্যান, স্বর্গ প্রভৃতি রাজ্য সকল তৎপশ্চিম প্রদেশের সহিত ঘনিষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। সেইকালে ককেশাস্ ও হিন্দুকুশের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে বৈদেশিক আচার ব্যবহার উপস্থিত হয় নাই। হস্তিনাপুরে মহারাজ জন্মেজয় রাজা হইয়া তক্ষশিলা প্রদেশবাসী কাশ্যপ ব্রাহ্মণগণকে উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। গান্ধার প্রভৃতি রাজ্য সকল ভারতান্তর্গত প্রদেশ ছিল। পাণিনি মুনি বেদ সকল সংগৃহীত হইলে ঐ বেদের অর্থ ক্রমশঃ অবুদ্ধ হইতেছে দর্শন করিয়া প্রাচীন ব্যাকরণ প্রণয়ন করিলেন। পাণিনি অবশ্যই বর্ত্তমান ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্গত প্রদেশে বাস করেন নাই। স্বর্গাদি ইন্দ্রাধ্যুষিত রাজ্যগুলি বৌদ্ধবিপ্লবে, গ্রীসিয় যবনাগমনে ও পরিশেষে নবীন ধর্ম্মের প্রচারে ভারতের সহিত ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। যাহাদের লইয়া ভারতবাসী এরূপ সনাতন গৌরবে প্রতিভান্বিত তাহারা আজ আত্মহারা হইয়া স্বীয় পরিচয় বিস্মৃত হইয়াছে।

আর্য্যজাতির আদি পুরুষের নাম ব্রহ্মা। আর্য্যগণের প্রধান কর্ম্ম যজ্ঞ; যজ্ঞ অনুষ্ঠাতার নাম ব্রহ্মা। জগতের সৃষ্টি যজ্ঞদ্বারা ব্রহ্মা হইতে সম্পন্ন হইয়াছে। যাবতীয় নরজাতি ব্রহ্মার সন্তান বলিয়া বিখ্যাত। ব্রহ্মা হইতে ক্রমান্বয়ে কাশ্যপবর্ণের উৎপত্তি হয়। কাশ্যপজাতীয় সকলেই ব্রহ্মার পুত্র কশ্যপের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতেন। এই কাশ্যপজাতিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বর্ণ ছিল।

এই কাশ্যপজাতি দক্ষিণদেশে দক্ষকন্যাদিগকে উদ্বাহ করিয়া আদিত্য-দৈত্যাদি সুরাসুর উৎপত্তি করেন। কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে সিরিয়া ও এসিরিয়া সুর ও অসুরগণের আবাসস্থান। কাশ্যপজাতি স্থানান্তরিত হইয়া সুর ও অসুর নামে বিভক্ত হইলেন। ক্রমশঃ সুর ও অসুরগণ পুনরায় কাশ্যপগণের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। কাশ্যপগণ বহুকাল পরে ক্রমশঃ পূর্ব্বাভিমুখে ও সিন্ধুনদীর নিকটে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। সিন্ধু প্রদেশজাত কাশ্যপগণ এক্ষণে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। হিন্দুকুশের সুদূর উত্তরের আর্য্য অধিবাসীগণ ক্রমে আপনাদিগকে ইরাণী বলিতে লাগিলেন। কাশ্যপগণ হইতেই দেব ও অসুর উভয় আর্য্যজাতিই উৎপত্তি লাভ করিয়াছে।

তৎকালে কাশ্যপজাতি ব্যতীত আরোও কয়েকটী জাতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সর প্রভৃতি জাতিগুলি সুরাসুরের ন্যায় বাস করিত। নাগ প্রভৃতি ইহারাও কাশ্যপজাতির অন্তর্গত অতএব আর্য্য। কাশ্যপজাতি ব্যতীত আরোও নয়টী সুসভ্য জাতি ছিল। অত্রি হইতে চন্দ্র। অঙ্গিরা হইতে বৃহস্পতি। পুলস্ত্য হইতে বিশ্বশ্রবা। ভৃগুর বংশে শুক্র। প্রচেতার বংশে দক্ষ। বশিষ্ট, পুলহ ও নারদ আরো তিনটী প্রজাপতি। কাশ্যপগণের সহিত ইহাদের সমাজ স্থাপিত হওয়ায় সকলেই ব্রহ্মার সন্তানরূপে স্বীকৃত হইয়াছেন। যক্ষরক্ষাদি কাশ্যপগণের সহিত সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। এই দশটী প্রজাপতির সহিত কাশ্যপগণের নানাপ্রকার সম্বন্ধ ক্রমে ঘনীভূত হইতে লাগিল। কাশ্যপগণের আচার, ব্যবহার, দেবার্চ্চনপ্রক্রিয়া ও যজ্ঞানুষ্ঠান ইঁহারা সকলেই নিজের বলিয়া গ্রহণ করিলেন। কাশ্যপগণ সুরগণকে যজ্ঞ করিয়া যেরূপ নিমন্ত্রণ করিতেন সেই সামাজিক প্রক্রিয়ার সহিত তাহারা হিন্দুকুশপর্ব্বতের সন্নিকটে বাস করিলেন। তথায় সুরগণের ন্যায় তাঁহারাও দেবলোক স্থাপন করিলেন। এইখানে তাঁহাদের লীলাক্ষেত্র চতুর্দ্দশ ভাগে বিভক্ত হইল। স্বর্গে সাতটী ভুবন ও পাতালে সপ্তভুবন। কাশ্যপগণও সুরগণ হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উপত্যকায় বাসকালে দুই জাতিতে বিভক্ত হইলেন। ইঁহারা কেহ কেহ সুরগণের ন্যায় গ্রাম নগরাদি দ্বারা স্বীয় বাসস্থান কৃত্রিম শোভায় শোভিত করিলেন। অনেক পূর্ব্বের ন্যায় কাশ্যপ অভিমানে অরণ্যে সামান্য গ্রামে বাস করিতেন লাগিলেন।

নগরবাসীগণ ক্রমশঃ দৃঢ় সমাজস্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়া স্ব স্ব আধিপত্য বিস্তার করিলেন। নগরবাসী দেবগণের সুখ সৌভাগ্যদর্শন করিয়া অরণ্যবাসী ঋষিগণ আপনাদিগের অপেক্ষা

তাঁহাদিগকে অধিক সৌভাগ্যবান্ গণনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ঋষিগণ দেবগণের শরণাপন্ন হইলেন। দেবগণও তৎকালে অরণ্যাশ্রিত ঋষিগণকে স্নেহদৃষ্টিতে অবলোকন করিতেন। ঋষিগণও দেবগণকে যজ্ঞ করিয়া আহ্বান করতঃ স্তব ও পরিশেষে যজ্ঞের ঘৃতপক্কাদি প্রদান করিতেন। সেইকালে দেব ও ঋষি এই দুই প্রকার বর্ণ মাত্র ছিল। পরিশেষে এই জাতি দুইটী রাজা প্রজা সম্বন্ধে পরিণমিত হইল। ইন্দ্রপদাভিষিক্ত দেব, ব্রহ্মা পদাভিষিক্ত পুরোহিতের নিকট করস্বরূপ সম্মান ও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন।

একের সৌভাগ্য, অপরের উপর আধিপত্য চিরকাল সহ্য করা মানব প্রকৃতির অনুকূল নহে। ঋষিগণ অনেককাল হইতে দেবগণের প্রতি সম্মান করিয়া আসিতেছিলেন। ক্রমশঃ দেবগণের অধঃস্তন পুরুষগণ নররূপে পরিণত হইলেন। ঋষিগণ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া পূর্ব্ব দেবগণকে আহ্বান করতঃ সামাজিক প্রক্রিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ দেবগণের সন্তানগণ মানব হইয়া এক্ষণে রাজসম্মান প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিলেন। অরণ্যনিবাসী ঋষিগণ ব্রহ্মার অন্বয়জাত ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইলেন। দেশরক্ষক সম্মানিত দেবসন্ততিগণ ভূপতি বা নরপতি হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণের বল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাঁহারা বিদ্যাচর্চ্চা ও নানাবিধ বিষয়ে নরপতিগণের অপেক্ষা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিলেন। এমন কি ভূমধ্যকারীগণ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা ব্রাহ্মণের রক্ষক পদ লাভ করিলেন। এইকাল অবধি তাঁহারা ক্ষত্রিয় আখ্যা গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণগণ ভূদেব; ভূসত্ত্ব নিজস্ব করিয়া রক্ষণভার তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। কোথাও কোথাও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বিশেষ পরিণয় স্থাপিত হইল; কোথাও বিষম বিবাদ ধূমায়িত হইতে আরম্ভ করিল। ভূমির সত্বাধিকারিত্ব ব্রাহ্মণ স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। রাজ্যরক্ষণভার ক্ষত্রিয়ের প্রতি প্রদত্ব হইল। এই ক্ষত্রিয়গণ ভূমির তাৎকালিক সত্ব (এখনকার পত্তনী সত্বের ন্যায়) ভোগ করিবার অধিকার পাইলেন। রাজার অধীনস্থ মুখাপেক্ষী ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তিকে তাহার সত্ব হইতে ক্ষণিক সত্ব প্রদান করিলেন। বাস্তবিক ভূখণ্ড সকল যে শ্রেণীর লোকের হস্তে গেল তাহারাই বৈশ্য বলিয়া আখ্যাত হইল। স্থানীয় বর্ব্বর অন্ত্যজ অধিবাসীগণের দ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় স্ব স্ব কর্ম্ম করাইতেন। তাহারা ক্রীতদাসের ন্যায় বর্ণত্রয়ের সেবায় জীবন অতিবাহিত করিত। ব্রহ্মাবর্ত্তে বাসকালে কাশ্যপগণ ও অন্যান্য আর্য্য সন্তানগণ তিনবর্ণে বিভক্ত হইয়া রাজ্য বিস্তারের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাবর্ত্ত পূর্ব্বভাগে বর্দ্ধিত হইয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত সসাগরা পৃথিবী আর্য্যাবর্ত্ত নামে খ্যাত হইল। বিন্ধ্যের দক্ষিণেও আর্য্যগণের চাতুর্বর্ণাত্মক সমাজ কিরণ ধাবিত হইল। দাক্ষিণাত্যেও ব্রাহ্মণসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় যে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে কাহারও কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে একথা বলা যায় না। কার্য্যগতিকে আর্য্যগণ আপনা হইতেই তিনভাগে বিভক্ত হইলেন। ক্রমশঃ যাহারা একবৃত্তি

অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করিত সকলে দলগঠনে প্রবৃত্ত হইল। ব্রাহ্মণগণ একদল ও অপরদল ক্ষত্রিয়গণ। বৈশ্যগণ তাদৃশ বললাভ করিতে পারিল না যেহেতু তাহাদের রাজনৈতিক বল ও বুদ্ধি উভয়েরই অভাব ছিল। শূদ্রদল দুর্ব্বল হইলেও তিনটী প্রধান দলের মধ্যে গণনীয়।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ পরস্পর একে অন্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে গিয়া বিষম সমরানল প্রজ্বলিত করিলেন। পরশুরামের সময়ে ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়গণের নিকট হইতে সমস্ত সত্ব গ্রহণ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। পরিশেষে ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়গণকে সংহার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার অল্পকাল পরেই ক্ষত্রিয়গণের চেষ্টায় পরশুরামকে বিন্ধ্যের দক্ষিণে আশ্রয় করিতে হইয়াছিল। পরশুরামের চেষ্টায় দাক্ষিণাত্য অধিবাসীগণের মধ্যে ক্ষত্রিয়ের সম্যক্ অভাব হইয়াছিল, কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তে ক্ষত্রিয় দমন চেষ্টা ততদূর কার্য্যকারী হয় নাই। আজকাল দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ও স্বল্প পরিমাণ বৈশ্য অধিবাসী আছে। ক্ষত্রিয় অভিমানী বর্ণের সংখ্যা নিতান্তই অল্প।

ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংসের অব্যবহিত পরেই শকগণ ভারতবর্ষে আগমন করে। সম্ভবতঃ শকগণ কাশ্যপগণের শাখা অথবা কাশ্যপ সভ্যতায় পরে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক এতবড় প্রবলপ্রতাপসম্পন্ন একটী জাতির ইতিহাস এরূপ বিরল যে তাহাদের কোন প্রাচীন ইতিহাস কিছুই নিরূপিত হয় না। কে বলেন ইহারা সিদিয়ান্স্ কেহ বলেন টিউরেনীয়ন্স্। যাহা হউক ভারতের সহিত শকজাতির বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সম্বন্ধ অল্প দিনের নহে। গ্রীসীয় যবনগণের আগমনেরও পূর্ব্বে ইহাদের সহিত ভারতের সম্বন্ধ। গ্রীসিয় যবনগণ ভারতে স্থায়ী নিদর্শন কিছুই রাখিয়া যাইতে পারে নাই। কিন্তু শকগণ ভারত ইতিহাসে একটী প্রধান কর্ম্মক্ষম জাতি বলিয়া পরিচয় দিয়াছে। যে সময় ব্রহ্মণ্য ধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল সেইকালে শকগণ এদেশে আগমন করে। অনেক প্রামানিক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে জম্বুদ্বীপের পরে শাকদ্বীপ অবস্থিত। মধ্যে সমুদ্র ব্যবধান। মহাভারতেও অর্জ্জুনের উত্তর দিগ্বিজয় কালে শকরাজের সহিত যুদ্ধ বর্ণিত আছে। বাহ্লীক, শকদেশ ও চীনদেশ প্রভৃতি ভারতের উত্তরে অবস্থিত মহাভারতে বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে উত্তর পশ্চিম প্রদেশেও শাকলদ্বীপি ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব অনুভূত হয়। এই শকজাতি হইতেই গৌতমবুদ্ধ উৎপন্ন। শকগণ ভারতে অনেক স্থলে বাস করিয়াছেন। অনেক শকজাতীয় ব্যক্তি আজকাল ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত হইয়াছেন। এক্ষণে জম্বুদ্বীপী হইতে শাকদ্বীপির পার্থক্য স্থাপন কঠিন হইয়াছে। অনেকে বলেন যে রাজপুত্রগণই শকজাতি। যাহাই হউক শকগণ যে ভারতে ক্ষত্রিয়ের স্থান অধিকার করিয়াছে ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

শকগণ অনেকবার ভারত আক্রমণ করেন। কথিত আছে ভোজবংশীয় বিক্রমাদিত্যের সহিত কোন শক-নরপতির বিশেষ সংগ্রাম হয়। এই সমরে বিক্রম জয়লাভ করে। শকনরপতিগণ ভারতে এরূপ প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি হইয়াছিলেন যে আজ পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষের আর্য্যাবর্ত্ত

ও দাক্ষিণাত্য উভয় প্রদেশেরই সকল অধিবাসীই শকাবনীপতে রতীতাব্দাঃ সর্ব্বকার্য্যে ব্যবহার করিয়া থাকেন। কি উপলক্ষে এই শকাব্দার গণনা করা হইয়াছে তদ্বিষয়ে আধুনিক ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতদ্বৈধতা পরিলক্ষিত হয়। কাশ্মীর দেশীয় অনেকগুলির প্রধান শকবংশীয় নরপতি রাজ্য করিয়াছেন এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ভারতবর্ষে মুসলমান আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আর্য্যজাতির সহিত শকজাতির পার্থক্য পদে পদে কল্পিত হইত। এক্ষণে বহুকাল অবধি শকজাতি ত্রিবর্ণাত্মক আর্য্যগণের সহিত বৃক্ষের ন্যায় যুগ্মতা লাভ করিয়া আর্য্যাবর্ত্তের মৌলিক অধিবাসীরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছেন।

শকাগমনের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের মধ্যে উদ্বাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। পিতামাতা একবর্ণীয় হইলে সন্তান পিতার বর্ণ লাভ করিয়া পিতৃব্যবসা অবলম্বন করিত। ভিন্নবর্ণীয় পিতামাতা হইলে তাহার ব্যবসাও সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইত। এই সকল সন্তানগণের জন্য তত্তৎ সমাজ ও ক্রমশঃ উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণ পিতার ঔরসে ক্ষত্রিয়া মাতার গর্ভে সন্তান মূর্দ্ধাভিষিক্ত নামে বিখ্যাত হইত। কোন কোন প্রদেশে এই প্রকার অসবর্ণ বিবাহে জাতপুত্র পিতৃবর্ণ গ্রহণ করিত। কোথাও বা মাতৃবর্ণ গ্রহণ করিয়া মাতামহালয়ে বর্দ্ধিত হইত। কোন কোন সময়ে সঙ্কর বর্ণজ্ঞানে উভয়কুল হইতে ত্যক্ত হইয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যবসা অবলম্বন করিতে হইত। ব্রাহ্মণ পিতার ঔরসে বৈশ্যামাতার গর্ভজাত সন্তান কোন কোন দেশে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন। কোথাও সঙ্করবর্ণ বিবেচনায় অম্বষ্ঠ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। অম্বষ্ঠগণ চিকিৎসা দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। অগত্যা পিতৃমাতুকুলে নিগৃহীত হইয়া অম্বষ্ঠজাতি মধ্যে বিগণিত হইতে হইয়াছে। ব্রাহ্মণ শূদ্রাপরিণয় করিলে তাহাদের সন্তান পারষব নিষাদ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাজাত সন্তান মাহিষ্য। ক্ষত্রিয় ও শূদ্রাজাত সন্তান উগ্রজাতি। বৈশ্য ও শূদ্রজাত সন্তান করণ নামে সংজ্ঞিত হইত। পিতা উচ্চবর্ণ ও মাতা নিম্নবর্ণের হইলে সেই সময়ে বিশেষ দোষের বিষয় হইত না। নিম্নবর্ণ পিতা ও উচ্চবর্ণীয়া মাতা হইলে জাত সন্তান বিশেষ নিন্দনীয় হইত। অনুলোম সঙ্করগণ কোন প্রকারে সমাজে অপসদ বলিয়া খ্যাত হইয়া জীবন যাপন করিতেন। কিন্তু প্রতিলোম জাতিগুলি অধিকাংশই অতি নিকৃষ্ট শূদ্র অপেক্ষাও নিম্নস্তরে স্থান পাইত।

ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণীতে সন্তান উৎপন্ন করিলে সন্তান সূতজাতি হইত। তাহার বর্ণধর্ম্ম সারথীত্ব। বৈশ্য পিতার ঔরসে ব্রাহ্মণী মাতার গর্ভে জাত সন্তান বৈদেহ জাতি বলিয়া সংজ্ঞিত হইত। শূদ্রের ব্রাহ্মণী পত্নীতে উৎপন্ন সন্তান বর্ণসঙ্করের মধ্যে অতি নিকৃষ্ট; তাহার জাতি চণ্ডাল। বৈশ্য পিতার ঔরসে ক্ষত্রিয়া মাতার গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হইলে মাগধ জাতি হইত। শূদ্র পুরুষের ঔরসে ক্ষত্রিয়া কন্যার গর্ভে জাতপুত্র ক্ষত্তা এবং শূদ্র পিতার ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে উৎপন্ন সন্তান আয়োগব নামে প্রসিদ্ধ হইত। ভারতের সর্ব্বত্রই যে এরূপ বিধি জাতিবিষয়ে প্রচলিত ছিল তদ্বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ। প্রয়োজন হইলে ধর্ম্মশাস্ত্র দর্শন করিয়া এই সকল বিধি কখন কখন পরিচালিত হইত।

চাতুর্বর্ণের অন্তর্গত নহে এরূপ জাতির মধ্যে শক ও গ্রীসিয় যবনগণ ভারতে আসিয়াছিলেন। গ্রীসিয়গণ যবন অন্ত্যজবর্ণ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ম্লেচ্ছ প্রভৃতি কয়েকটী বিশেষণ দ্বারা চাতুর্বর্ণ বহির্ভূত জাতিনিচয়কে সংজ্ঞিত করা হয়। শকজাতি ক্রমশই চাতুর্বর্ণে বিভক্ত হইয়া শকত্ব লোপ করিয়াছে। গ্রীসিয় যবনগণ এদেশে বাস করে নাই। পরে মুসলমানগণ যখন ভারত আক্রমণ করেন সকলেই যবন সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছেন। যে সকল জাতি ত্রিবর্ণের অধীনতা স্বীকার করিল না সকলগুলিই ক্রমশঃ অন্ত্যজ যবন প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত হইল। ঐ সকল বর্ণগুলি যদি আর্য্যবশ্যতা স্বীকার করিত তাহা হইলে তাহারাও শূদ্রান্তর্গত জাতি বলিয়া অভিহিত হইতে পারিত। ক্রমশঃ ত্রিবর্ণের সেবাকারী অনার্য্যশূদ্রগুলি আনুগত্য ধর্ম্মবশতঃ অন্ত্যজযবনাদি স্বাধীনজাতির উপরিস্তরে স্থাপিত হইল।

মেগেস্থেনীস্ ভারতবর্ষে সাত প্রকার জাতি দেখিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রেণী বিভাগ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, উল্লেখযোগ্য নয়। বৌদ্ধধর্ম্মপ্রবল হওয়ায় চাতুর্ব্বর্ণিক জাতির মূলে ক্রমশঃ কুঠারঘাত হইল। শাক্যসিংহের কুলগৌরব বর্ণন করিতে গিয়া ললিতবিস্তার রচয়িতা তাঁহাকে অত্যুত্তম ক্ষত্রিয় শ্রেণীতে স্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে তৎকালে বৌদ্ধমাত্রেই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন না। ঐ কালের অব্যবহিত পরেই শূদ্র মাগধবংশীয় নরপতিগণ বৌদ্ধধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করিলেন। সম্ভবতঃ ঐকাল হইতে বর্ণধর্ম্মের প্রতি বৌদ্ধগণ রাজানুগ্রহের জন্য বিতৃষ্ণ হইতে বাধ্য হইলেন। বিশেষতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম যখন ভারতবর্ষের বাহিরে চাতুর্ব্বর্ণাতীত চীনহুনাদি জাতির মধ্যে প্রচার হইল তখন বর্ণের উৎকর্ষতা সাধনে ক্ষতি ব্যতীত লাভের সম্ভাবনা রহিল না। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল হইয়া ভারতের উত্তর ও পূর্ব্ব নানাদেশে বিস্তৃত হইল। সেইকালে তাহাদের সহিত সৌখ্যতা স্থাপনমানসে বর্ণের প্রতি তাদৃশ লক্ষ্য রাখিতে ভারতীয়গণ সমর্থ হইলেন না। ভারতীয় বৌদ্ধ সমাজ এককালে অবশ্যই চাতুর্ব্বর্ণের মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন। কালে বর্ণাত্মক রজ্জু শ্লথ হইল, বর্ণবিশিষ্টবৌদ্ধগণের প্রভাবও হীনবল হইল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলেই তাঁহাদের মূলভিত্তিরূপ সমাজের উপর হস্তক্ষেপ সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। যে সকল রাজন্যবর্গ ব্রাহ্মণ অধীনতায় সঙ্কুচিত ছিলেন তাঁহারা এই সুযোগ পাইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম আলিঙ্গন করতঃ রাজ্যের শাসন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। ক্ষত্রিয়ত্বের সম্মান প্রবল রাখিবারও ক্রমশঃ প্রয়োজন হইল না। ব্রাহ্মণগণের ভূমির সত্বাধিকারিত্ব অস্বীকৃত হইল; দণ্ডধর রাজাই সম্পূর্ণ সত্বাধিকারী হইলেন। রাজার স্ববংশজ্ঞাতি ও কুটুম্বের মধ্যেই রাজ্যশাসন ও মন্ত্রণাভার বিভক্ত হইল।

অনেক রাজন্যবর্গ রাজনীতি আশ্রয় করতঃ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম আলিঙ্গন করিলেন, কেহ বা বৌদ্ধগণের নিকট পরাজিত হইয়া তাহাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। কেহ কেহ সম্পূর্ণরূপে বৌদ্ধ না হইয়াও ব্রাহ্মণ শাসন হইতে রাজনৈতিক আলোচনা প্রিয়ব্যক্তিগণের

হস্তে অর্পণ করিলেন। যেখানে যেখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রবল প্রতাপ কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হইয়াছে পরিলক্ষিত হয় সেইখানেই রাজবংশস্থিত ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মণের রাজ্য সংক্রান্ত অনেক কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন। এই রাজ্যশাসকগণ ক্রমশই ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক বিশেষ গর্হিত হইয়াছেন। ভারতের অনেক স্থলেই ঐ সময় হইতে ব্রাহ্মণগণের রাজনীতিবিদ্যা ক্ষত্রিয়করে হস্তান্তরিত হয়। ব্রাহ্মণগণ ক্ষুণ্ণমনোরথ হইয়া রাজনৈতিকবলের অভাবে অবশিষ্ট বৃত্তি বিদ্যানুশীলন কার্য্যে ব্রতী হইলেন। অনেকগুলি স্মৃতিশাস্ত্র এইকালে পূর্ব্ব ঋষিগণের নামে এই অপসৃত বটুগণের দ্বারা রচিত হয়। তাহারা সাধারণ প্রজাগণের সহায়তা গ্রহণ করিবার বাসনায় স্বকপোলকল্পিত নিন্দা আর্য্যগ্রন্থের অন্তর্গত বলিয়া সাধারণে প্রচার করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু যে বর্ণের নিন্দা করা তাহাদের প্রয়োজন হইয়াছিল তাঁহারা সেইকালে রাজনৈতিক বলে বলীয়ান্। এজন্য তাহাদের আশা তাদৃশ ফলবতী হইতে পারে নাই। কোন কোন স্মৃতিশাস্ত্রে ঐ শ্রেণীর বাক্য অদ্যাপিও দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের মূলস্থান মৈথিলদেশে ও বর্ত্তমান বেহার ও বঙ্গ-দেশে এই রাজানুগৃহীত রাজসদৃশ বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ, ক্ষত্রিয় নরপতি হইতে বিভিন্ন জাতিতে শ্রেণীত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ এই রাজকর্ম্মচারীগণকে কোথাও করণ কোথাও শূদ্র ইত্যাদি নীচ সংজ্ঞায় অভিহিত করিতেও ক্রুটী করেন নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত দেশগুলিতে প্রাচীন চাতুর্বর্ণ বিনাশ কামনায় স্ব স্ব বৃত্তিসূচক বর্ণ স্থাপনের চেষ্টা হইল। ব্রাহ্মণগণও ঐ বৃত্তিজীবি জাতিগুলিকে নিম্নস্তরে স্থাপন করিতে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। এই ত্রিবর্ণ হইতেই অধিকাংশ জাতি নবীন নাম প্রাপ্ত হইল। ক্রমে ক্রমে চাতুর্বর্ণ খট্টাঙ্গের ন্যায় দ্বিপাদ বিহীন হইল। ব্রাহ্মণ ও শূদ্র দুইটীমাত্র বর্ণ চলিতে লগিল। যে কাল পর্য্যন্ত যে যে স্থলে বৌদ্ধ নরপতিগণ রাজ্য করিলেন সেই সময় ব্রাহ্মণগণের যথেচ্ছাকল্পিত শূদ্রাদিসংজ্ঞা তাহারা বিষময় বলিয়া বোধ করিত না। কিন্তু যে স্থানে বৌদ্ধধর্ম্মের আদর অপেক্ষা হিন্দুধর্ম্মের আদর অধিক ছিল বা হইতে লাগিল তথায় দণ্ডধর ক্ষত্রিয়গণ চন্দ্র সূর্য্যবংশের সহিত সম্বন্ধ হওয়া প্রয়োজনবোধ করিলেন। অনেক শকজাতিও বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতিকালে ক্ষত্রিয় অভিধান সাদরে গ্রহণ করলেন। ব্রাহ্মণের অন্নাপহারী ক্ষত্রিয়গুলি কায়স্থ বর্ণ বলিয়া এক নূতন বর্ণের আশ্রয় হইলেন। মাগধ শূদ্রনরপতিগণ অনেক নির্ব্বিরোধী ক্ষত্রিয়গণকে ক্ষত্রিয়বৃত্তি পরিত্যাগ করাইলেন। তাহারা ক্ষাত্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়া বণিক্‌বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। পঞ্জাবপ্রদেশে এখনও ইহাদের অনেকে অবস্থান করিতেছেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতিকালে ভারতে জৈন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। এইকালে বণিক্‌গণ অনেকেই এই নবীনধর্ম্মে প্রবিষ্ট হন। হিন্দুধর্ম্মে ব্রাহ্মণগণের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবে ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ সমধিক লাভবান হন। এক্ষণে বৈশ্যগণ জৈনধর্ম্মাবিকাশ করিয়া স্বীয় উন্নতি বিধানে চেষ্টিত হইলেন। তীক্ষ্ণধী ব্রাহ্মণগণ দেখিলেন যে বৈশ্যগণ কুবের সদৃশ ধনী। ভারতের ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডারের তাহারাই একমাত্র নায়ক। এইরূপ বর্ণ যদি ব্রাহ্মণ্য সমাজ সম্যক্

পরিত্যাগ করতঃ জৈন সমাজ প্রতিষ্ঠা করে তাহা হইলে ব্রাহ্মণ্য সমাজের সমূহ ক্ষতি হইবে সন্দেহ নাই। বেদাতীত বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করায় ব্রাহ্মণসমাজ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ক্ষত্রিয়গণকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিতে বাধ্য হইয়াছেন। যদি এখনও সেই নীতি অবলম্বন করেন তাহা হইলে ব্রাহ্মণ সমাজের থাকিবে কি? তাঁহারা রাজবলে বঞ্চিত হইয়াছেন এক্ষণে যদি অর্থবল ও তাঁহাদের নিকট হইতে হস্তান্তরিত হয় তাহা হইলে ব্রাহ্মণ সমাজের সমূহ ক্ষতি হইবে। ব্রাহ্মণগণ রাজনীতিতে কুশল ছিলেন। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বেদ বহির্ভূত জৈনধর্ম্মাবলম্বীকে ব্রাহ্মণ সমাজরূপ বিশালতরুর আশ্রয়ে থাকিতে আপত্য করিলেন না। তদবধি আজ পর্য্যন্ত বেদ নিন্দুক জৈনগণ বৈশ্যসংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া আর্য্যহিন্দুসমাজে অবাধে বাস করিতেছেন। বৌদ্ধবিপ্লবে অনেক বৈশ্যের সংস্কার বিচ্যুত হইয়াছে তথাপি তাহারা বৈশ্য সংজ্ঞায় অভিহিত হয়।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণসংজ্ঞা উৎপত্তিলাভ করিবার পর হইতে ধারাবাহিকরূপে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে চলিয়া আসিতেছে এরূপ বলা যায় না। অল্পকালের মধ্যে হইলে অনেক বংশ বিশুদ্ধ থাকিবার সম্ভাবনা ছিল। কত শত প্রবল ঝটিকায় আলোড়িত হইয়া ব্রাহ্মণসূত্র যে আদিমকাল হইতে অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়া আসিতেছে এরূপ কথায় সম্পূর্ণ আস্থা করা যায় না। ব্রাহ্মণাদি সংজ্ঞা গঠিত হইবার সময় এবং তাহার পরও কিছুকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ্যবৃত্তি অবলম্বিত ব্যক্তিকেই ব্রাহ্মণ সংজ্ঞা দেওয়া হইত। ক্ষত্রিয়াদি বর্ণও তত্তদ্ বৃত্তিজীবি বলিয়া ক্ষত্রিয়াদি সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিল। এক বৃত্তিজীবিগণের সমীকরণ বাসনায় সৃষ্টি হইয়াছিল। ক্রমে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বর্ণে বিভক্ত হইয়া স্বতন্ত্রজাতিতে পরিণত হইল। এইকালে অনেক ক্ষত্রিয় তনয়কে ব্রাহ্মণ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণ হইতে দেখা যায়। এইরূপে ক্ষত্রিয়নন্দনগণ অনেকেই ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। পুরাণে ইহাও লেখা আছে যে ব্রাহ্মণাদি হইতে অন্যান্য বর্ণের উদ্ভব হইয়াছে। ব্রাহ্মণাদি সংজ্ঞা যখন বৃত্তিগত সংজ্ঞা তখন ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য প্রভৃতি বর্ণ সকল উৎপন্ন হওয়ায় বিরোধ দেখা যায় না। অনেক সময় ব্রাহ্মণগণ ক্ষাত্রধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক রাজ্যাদি শাসন করতঃ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছেন। পরশুরামের পর হইতেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে পার্থক্যসূত্র দৃঢ়রজ্জুরূপে স্থাপিত হইল। তখন আর ব্রাহ্মণগণ ক্ষাত্রবৃত্তি অবলম্বন করিলে ক্ষত্রিয়ত্বে পরিণত হন না। এইকালে পূর্ব্ব ব্যবহার সংরক্ষণ করিবার জন্য স্মৃতিশাস্ত্রকার অত্রি ব্রাহ্মণগণকে দশটী শ্রেণীতে নামমাত্র বিভক্ত করিয়াছেন। কার্য্যকালে সকলেই ব্রাহ্মণের ন্যায় সুফল ভোগ করিতেন। অত্রির মতে দেব, মুনি, দ্বিজ, রাজা, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পশু, ম্লেচ্ছ ও চণ্ডাল প্রভৃতি দশটী উপ-বিভাগে ব্রাহ্মণগণকে বৃত্ত্যনুসারে বিভাগ করা উচিত। স্মার্ত্ত অত্রি মহাশয় এই দশ প্রকার বিভাগের লক্ষণও নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। বর্ত্তমান অত্রি-সংহিতা অতি প্রাচীন গ্রন্থ নয়। এমন কি চাতুর্বর্ণ ধর্ম্মের উপসংহারকালে সম্ভবতঃ এই গ্রন্থ লিখিত হয়। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে দেব ও মুনি দুইটী বর্ণ সর্ব্বাগ্রে বর্ত্তমান ছিল। কিছুকাল পরে উহাই চাতুর্বর্ণে

রূপান্তরিত হইল। এই বর্ণ চতুষ্টয়ও ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া নিষাদ, পশু, ম্লেচ্ছ ও চণ্ডাল প্রভৃতি পদ ভবিষ্যতে প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হইতেছে।

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আদর্শে ভারতের যে সকল প্রদেশে সমাজ গঠিত হইত সেই সকল দেশের অধিবাসীগণের সহিত অনেক বিষয়ে ব্রহ্মাবর্ত্তবাসীর সহানুভূতি থাকিত। এই সকল জাতি কাশ্যপ হউক বা না হউক, প্রাকৃতিক গঠন ব্রহ্মাবর্ত্তবাসীদিগের হইতে ভিন্ন হউক বা না হউক তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত ছিল না। চাতুর্বর্ণাত্মক ধর্ম্ম দৃষ্ট হইলেই ব্রহ্মাবর্ত্তাবাসী সেরূপ ঘৃণার চক্ষে আর দেখিতেন না। আপনাদের ন্যায় কিঞ্চিৎ নিম্নস্তরে স্থাপিত সুসভ্য শিষ্ট আর্য্যজাতি জ্ঞান করিতেন।

আজকাল পাশ্চাত্যযুক্তি পাশ্চাত্যচিন্তা ভারতবাসীর হৃদয়াকাশে ন্যুনাধিক পরিমাণে বিস্তারিত হইতেছে। সুতরাং তাঁহারা এক্ষণে প্রাচীন বন্দোবস্তে সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। দেশকাল পাত্র বিবেচনা করিলে তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্রতা দেওয়ায় ও অযৌক্তিক নহে। যে ভূমির উপর দাঁড়াইয়া অস্বতন্ত্রবাদী যে সম্বন্ধ আলোচনা করিতেছেন তাহা তো স্রোতস্বিনীর প্রবাহে অনেকক্ষণ অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বস্মৃতি অবশ্যই মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম তাহার আলোচনা দোষাবহ নহে কিন্তু এখন যে স্থানে আছেন সেইরূপভাবে আলোচনাও কর্ত্তব্য। ছিন্নকন্থার উপর শয়ন করিয়া লক্ষাধিপজ্ঞানে ব্রাহ্মণ্য সমাজের পূর্ব্ব গৌরবে আপনাদিগকে ভূষিত করিবার প্রয়াস শোভনীয় নহে। এই চেষ্টাও স্বার্থপ্রণোদিতচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নহে। এক্ষণে যাঁহারা ব্রাহ্মণপদাসীন তাঁহাদের গৌরব গান, তাঁহাদের সম্মান করাই কর্ত্তব্য। বৃথা সামাজিক গৌরবকে ধর্ম্মান্তরালে স্থাপন অক্ষমতার পরিচয় মাত্র। একপক্ষে যেরূপ সত্যযুগের প্রারম্ভের সামাজিক অবস্থার সহিত এখনকার সামাজিক অবস্থার সমতা স্থাপন বাসনা পক্ষান্তরে বর্ত্তমান সামাজিকতাকেও কলিযুগের শেষভাগের ভবিষ্যত অবস্থার দিকে টানিয়া লইবার ইচ্ছাও সমধিক দূষণীয়। ভারতীয় প্রাচীন বিধি সকল তুলিয়া দিয়া জাতীয়তা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বংস করিয়া পূর্ব্ব কথা ভুলিয়া গিয়া নবীন বৈদেশিকের ভাব গ্রহণও আদরণীয় নহে। বৈদেশিকচিন্তাও স্বার্থশূন্য নহে। স্বার্থটুকু বাদ দিয়া যথার্থ ন্যায়পক্ষ গ্রহণ করিলেই সত্যের সম্মান বর্দ্ধিত হইবে। চাপের দুই প্রান্তে শরসংযোগে কোন ফল নাই। যেস্থানে যতদূর হওয়া আবশ্যক ততটুকুই ভাল। পাশ্চাত্য বিদ্যাকুশলী পাশ্চাত্য শিক্ষায় গা ভাসাইয়া হয়তো বলিবেন দাক্ষিণাত্য দ্রাবিড়জাতি কোল ভীল খণ্ডের ন্যায় অসভ্য, বর্ব্বর, সভ্যতাবর্জ্জিত। সম্যক আলোচনা করিয়া দেখিলে দ্রাবিড়জাতির সভ্যতার সুস্বাদু ফলই এখনকার আর্য্যবর্ত্তবাসী ভোগ করিতেছেন। তাহারাই যে এখনকার ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পিতৃ স্বরূপ, ইহা যেন কোন আর্য্যাবর্ত্তবাসী এক মুহূর্ত্তের জন্য স্মৃতিপথ হইতে বিচ্যুত না করেন। মাদ্রাজের পার্ব্বত্য অধিবাসী অবশ্যই বিশুদ্ধ বর্ণ ধর্ম্মাশ্রিত নহে। আর্য্যাবর্ত্তের সকল গৌরবই লোপ হইয়াছিল, প্রাচীন প্রথার সম্মান অস্তমিত হইয়াছিল, আর্য্যাবর্ত্ত নবীন পরিচ্ছদ লাভ করিয়াছিল,

কেবল দ্রাবিড়ীয়গণের ওজস্বীতা ধর্ম্মপরায়ণতা ও নৈতিকবলে আর্য্যাবর্ত্তে এই মৃত সমাজ পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহা কিছু লইয়া আজ আর্য্যাবর্ত্তবাসী আপনার জ্ঞান করিয়া বিগতস্মৃতি পুনরুদ্দীপিত করিতেছেন তাহার ন্যূনাধিক প্রায় সমস্তই দ্রাবিড়ীয়। দ্রাবিড়গণকে নিন্দা করা আর্য্যাবর্ত্তবাসীর কৃতঘ্নতার পরিচয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের স্তম্ভ সদৃশ শঙ্করারণ্য নিজেই একজন দ্রাবিড়ীয়। বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ্যসমাজ তাঁহার অনুগ্রহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। দ্রাবিড়গণের সভ্যতাও শিষ্টতার কথা বলাই বাহুল্য। তাঁহারা স্বগুণেই প্রতিভান্বিত। পবিত্র দ্রাবিড় দেশেই পূত সলিলা সপ্তনদীর তিনটী নদী প্রবাহিতা হইতেছেন।

দাক্ষিণাত্য হইতেই বৌদ্ধধর্ম্ম অন্তর্হিত হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে আর্য্যাবর্ত্তে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। কিয়ৎকাল ব্রাহ্মণাদি বর্ণের আদর ও সমাজ পুনর্গঠিত হইল বটে কিন্তু ইহার অনতিবিলম্বেই ভারতের বিষম দুর্দ্দিন উপস্থিত হইল। ভারতের পশ্চিম প্রদেশগুলিতে একটী নবীনধর্ম্ম প্রচণ্ড উৎসাহে বর্দ্ধমান হইতে লাগিল। কিছুকালের মধ্যেই ধর্ম্ম-প্রসারিণী প্রবৃত্তিবলে ভারতে নবীন ধর্ম্মীগণ পুনঃ পুনঃ আক্রমণ ও রাজ্য বিস্তারে যত্নবান হইলেন। বিজেতাগণ কিছুকাল পূর্ব্বেই তাঁহাদের পিতৃপিতামহগত বর্ত্ম হইতে দুর্ব্বলতা বশতঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে প্রাচীন সভ্যতা, ধর্ম্ম ও সমাজ তাঁহাদের বিদ্বেষানলে ভষ্মীভূত হইবার ইন্ধনস্বরূপ হইল। ইঁহাদের কৃপায় অনেক ঋষিবংশ, ব্রাহ্মণসন্তান, সূর্য্যচন্দ্রবংশজাত রাজন্যবর্গ স্ব স্ব পিতৃপ্রদর্শিত পথ হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় লইতে বাধ্য হইলেন। ভারতের শত্রুগণ সমাজের চিরপ্রচলিত নিয়মের প্রতিরোধকারীকার্য্যের দ্বারা সামাজিকতা বিনাশ করিয়া দুর্ব্বলব্যক্তিগণকে নানা উপায়ে ভারতের সনাতন অধিবাসীগণের বিপক্ষে আয়োজন করিতে নিযুক্ত করিলেন। এই সকল কারণে ভারতে কতকগুলি মুসলমান অধিবাসীর পত্তন হইল। ক্রমে ক্রমে নানা উপায়ে নবীন মুসলমানজাতির সংখ্যা ভারতের সর্ব্বত্র বৃদ্ধি হইল। মুসলমানরাজ্য যতকাল ভারতে ছিল মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সৈয়দ, মোগল, পাঠান ও সেখ ভেদে মুসলমানগণ চতুঃশ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। সেখগণ স্থানীয় মুসলমান। সৈয়দগণ মহম্মদের সহিত সম্পর্কিত জ্ঞান করেন। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের ন্যায় মুসলমান বর্ণচতুষ্টয় এক বৃক্ষের বিভিন্ন শাখায় স্থাপিত হইল।

ভারতের বর্ণ সম্বন্ধে সাধারণত কয়েকটী কথা বলা হইয়াছে এক্ষণে বঙ্গদেশের বর্ণ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। সাধারণ বর্ণ বিচারে যে ক্রম অবলম্বিত হইয়াছে ঐরূপভাবে আলোচনার পরিবর্ত্তে বিপরীত ক্রম গ্রহণ করা সুবিধাজনক। এক্ষণে যে সকল বর্ণ বঙ্গে দেখা যায় তাহাদের সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দেওয়া অযৌক্তিক নহে। ইংরাজজাতির সম্বন্ধে ভারতীয় বর্ণগত সমাজ তাদৃশ জড়িত নহে তজ্জন্য ইংরাজও অন্যান্য ইউরোপিয়ান এবং ফিরিঙ্গি বর্ণগণের সাধারণ আলোচনা কালানুসারে সংক্ষেপে লিখিত হইল।

বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণবর্ণ সর্ব্ব প্রধান বর্ণ বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত। মানব ধর্ম্মশাস্ত্র লিখিত ব্রাহ্মণগণের বর্ত্তমানকালে বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণের কতদূর তারতম্য তাহা এখানে বলিবার প্রয়োজন নাই। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ ভারতের অপরাপর স্থানের ব্রাহ্মণগণের নিকট নিরপেক্ষ দর্শনে দৃষ্ট হন না। বঙ্গদেশে বর্ণ নিচয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণবর্ণাখ্য মানব অপরাপর বর্ণের নিকট প্রভূত সম্মান প্রাপ্ত হন।

বঙ্গদেশের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে দেশভেদে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র দুইটী প্রধান সমাজ আছে। তদ্ব্যতীত বৈদিক ব্রাহ্মণ সংখ্যাও কম নহে। বঙ্গের দক্ষিণ পশ্চিম প্রদেশে উৎকল ও মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরও বাস দেখিতে পাওয়া যায়।

রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বলিয়া যে সম্প্রদায় আজকাল পরিচিত তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই কান্যকুব্জাগত। কায়স্থকুলতিলক বঙ্গাধিপতি মহারাজ আদিশূর কর্ত্তৃক পাঁচটী ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন বিশুদ্ধ ক্ষত্র সংস্কার সম্পন্ন কায়স্থ আনীত হন।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে মধ্যকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ব্রাহ্মণ সমন্বয় ব্যাপার সংঘটিত হয়। যদিও এই সমন্বয় ব্যাপারে সামাজিক ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হয় নাই তথাপি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রাদেশিক নামানুসারে সকলেই তত্তদ্দেশে সর্ব্বজন সমাদৃত ব্রাহ্মণ সম্মান ও সুবিধা লাভের যোগ্য হইয়াছিলেন। আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য ভেদে দশ প্রকার ব্রাহ্মণ প্রাদেশিক নাম লাভ করেন। এই প্রাদেশিক ব্রাহ্মণগণের মধ্যে আভ্যন্তরিক সামাজিকতা প্রচলিত হইয়াছিল। একের সহিত অপরের ব্যবহারিক বাহ্যিক ভদ্রতা ব্যতীত সামাজিকতা চিরদিনের জন্যই সম্পূর্ণ পৃথক আছে। এই প্রকারে দশ শ্রেণীতে ভারতীয় সমগ্র ব্রাহ্মণ সমাজ সর্ব্ব দেশবাসী কর্ত্তৃক শ্রেণীত হইয়াছেন এবং আজ পর্য্যন্তও এই বিভাগ সম্যক্‌ভাবে গৃহীত হইতেছে।

বর্ত্তমান রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্ব পুরুষ পাঁচজন মহারাজ আদিশূর কর্ত্তৃক বঙ্গ দেশে আনীত হইয়া এতদ্দেশে অধ্যুষিত হন। যদিও অধস্তন ব্রাহ্মণগণের সুচতুরতায় এই কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও সন্তান নিচয় অবিমিশ্র ভাবে অদ্যাবধি অবস্থিত প্রতিপন্ন হইয়াছেন মনে করেন তথাপি এই সকল কথায় অধিক সারবত্তা নাই স্পষ্টই দেখা যায়। এতদ্দেশের পূর্ব্ব অধিবাসী ব্রাহ্মণগণের সহিত কুটুম্বিতা না করিয়া উঁহারা বিশুদ্ধভাবে অবস্থান করিতেছেন এবং পঞ্চব্রাহ্মণ এই দেশে আসিবার কালে তাঁহাদের পুত্র কন্যাদির উদ্বাহাদি কার্য্যের জন্য তাহাদের সহিত বিপুল সংখ্যক স্ত্রী ও জামাতা সঙ্গে আনিয়াছিলেন এই প্রকার যুক্তিরও অধিক মূল্য নাই। অবশ্যই পূর্ব্বাগত নানা আচার সম্পন্ন স্থানীয় ব্রাহ্মণকন্যা গ্রহণ করা তাদৃশ দোষের বিষয় মনে করেন নাই।

মহারাজ আদিশূর হইতে বল্লালসেনের রাজ্যকাল পর্য্যন্ত এই পাঁচটী ব্রাহ্মণবংশ যে প্রকারেই হউক নানা শাখায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলেন। আদিশূর হইতে বল্লালসেনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কেহই

সমাজের প্রতি হস্তক্ষেপ করেন নাই। কথিত আছে শ্রীমান্ বল্লালসেনের সময় এই আদিশূরানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ হইতে ৫৬ টী পৃথক পৃথক গৃহপতি দক্ষিণরাঢ়ে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। বারেন্দ্র দেশেও ইঁহাদের সন্তানগণ এই ৭/৮ পুরুষের মধ্যে একশত স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণবংশে পরিণত হন।

পঞ্চ ব্রাহ্মণের আট পুরুষ পরে যে কেবল ১৫৬ টী পুরুষসন্তান পাঁচটী বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন তাহা নহে। দক্ষিণরাঢ়ে, পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশধরগণের মধ্যে যাঁহারা স্বতন্ত্র পরিচয়াকাঙ্খী হইয়া বল্লালের সভায় রাজদত্তগ্রামের ভিক্ষু হইয়াছিলেন তাঁহাদের সংখ্যাই ৫৬ টী। এই ৫৬ টী দলপতির বংশ, অনুগত, সম্পর্কিত ব্রাহ্মণনিচয়, পালিত, দত্তকগৃহীত ও নানা উপায়ে সংগৃহীত সকলেই দলনেতার ভিক্ষা প্রাপ্ত গ্রামে বাস করিয়া দলপতির গোত্রে প্রবিষ্ট হইয়া অন্য পরিচয় লোপ করিয়াছিলেন। বারেন্দ্র দেশেও ঐ প্রকারে ১০০ শত রাজদত্ত গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া গ্রামের নামানুসারে স্ব স্ব উপাধি ভূষণে ভূষিত হইয়াছিলেন। বল্লালসেন স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধি বাসনায় কূটরাজনীতি অবলম্বনে সদ্ ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণকে অবৈধ উপায়ে হস্তগত করিলেন। সম্রাটের দণ্ডের ভয়ে অবৈধ উপায়ে ভূসম্পত্তি লাভ করিয়া সমগ্র ব্রাহ্মণ সমাজ অগত্যা রাজমুখাপেক্ষী হইয়া নানা নীতি বিরুদ্ধ কার্য্যে সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন। নীচজাত বল্লাল ব্রাহ্মণগণকে স্বীয় ভূমিদান করিয়া ধর্ম্মনাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার মনোগত দুরভিসন্ধি অবগত হইলেন তাঁহারাই উহাঁর সহিত সম্যক্ যোগদান করিলেন। রাজানুগ্রহ লাভ করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে উহাঁরাই অপেক্ষাকৃত দরিদ্র অপরাপর ব্রাহ্মণের নিকট মানার্হ হইলেন। কূটরাজনীতির ছায়াপোষিত বটুগণ বল্লালানুগত্য ধর্ম্ম বশতঃ স্বাভাবিক অধিক কৌলীন্য লাভ করিলেন।

গঙ্গাতীরবাসী ও পদ্মাবতীতীরনিবাসীদিগের মধ্যে দ্বৈতভাব স্বাভাবিক। গাঙ্গগণ স্বীয় মর্য্যাদা স্থাপন করিতে গেলেই পদ্মাতটাবলম্বীগণের বারেন্দ্রাখ্যা গ্রহণও দোষার্হ নহে। বঙ্গদেশে বল্লালের প্ররোচনায় ৭/৮ পুরুষ বাস করিয়া রাঢ় ও বরেন্দ্রবাসীর মধ্যে ভেদ এতই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে পরস্পর দ্বেষবশতঃ কেহ কাহারও সহিত সামাজিক বন্ধনেও আবদ্ধ না হইয়া স্বতন্ত্র বর্ণের ন্যায় আচরণ আরম্ভ করিয়া পার্থক্য স্থাপন করিলেন। বল্লালের নবদ্বীপে বাসকালে সামাজিকতার উপর হস্তক্ষেপ হয়।

কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণের মধ্যে রাঢ়ীয় মাত্রেই প্রকাশ্যভাবে তাঁহার ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বারেন্দ্র সমাজ এই প্রকার নীচোদ্ভবের প্রদত্ত গ্রাম ভয় অথবা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া গ্রহণ করিয়াছেন কিনা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণাভাব। বারেন্দ্রগণের সহিত রাঢ়ীয় প্রথা অনেক বিষয়ে ভিন্ন। সম্ভবতঃ বারেন্দ্রসমাজে ইহার কিছু পরেই ব্রাহ্মণ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল ও যে যে গ্রামে কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণগণ বাস করিয়াছিলেন তদনুসারে রাঢ়ীয়গণের অনুকরণে গ্রামের নাম দ্বারা বংশ নির্ণয়ের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেন।

বল্লালসেনের রাঢ়ীয় ছাপান্ন গ্রাম দ্বারা বংশ পরিচয় প্রথা প্রবর্ত্তনের অনেক পরে আবার ইহাঁদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দলপতির উদয় হয়। তাঁহাদের তাৎকালিক বাসস্থান হইতে তদীয় নানা গ্রামাভিধ ব্রাহ্মণগণ একত্রিত হইয়া নিজ নিজ করণীয় সঙ্কীর্ণ সমাজ নির্ম্মাণ করিলেন। এই দলপতির অধীনে ৫৬ গ্রামবাসীর কতক বংশধর আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই নবীন গঠিত দল মেল নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ক্রমে ক্রমে রাঢ়ে এই প্রকার ৩৬ টী ভিন্ন দলের সৃষ্টি হইল। শ্রীমান্ দেবীবর ও যোগেশ্বর ঘটকের সময়ে অর্থাৎ চারিশত বর্ষের কিছু পূর্ব্ব হইতে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজ, মেল বহির্ভূত কোন ক্রিয়াই করেন নাই। দেবীবর ঘটক, বংশ মর্য্যাদা ও বংশের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ স্বাপক্ষে যে সকল কথা আলোচনা হইত তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া বাদানুবাদের ভিত্তির দৃঢ়ীকরণ করিলেন। এইকাল হইতে সমাজ কৌলীন্য প্রথার পর্য্যুষিত ফলভোগ করিতে আরম্ভ করিল। কুলীনগণ নিজের যথেষ্ট সুবিধা করিতে গিয়া সামাজিক কলঙ্কের পথ উন্মুক্ত করিলেন।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ কুলীন, শ্রোত্রিয় গৌণ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। কুলীনগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, শ্রোত্রিয়গণ মধ্যম ও গৌণগুলি অধম শ্রেণীস্থ। কুলীনগণ ক্রিয়াদোষে কুল নষ্ট করিলে বংশজ আখ্যা লাভ করেন।

বারেন্দ্রগণের মধ্যে ৮ প্রকার পটী আছে। ইহা রাঢ়ীয়গণের মেলের মত। বারেন্দ্রগণেরও কুলীন, শ্রোত্রিয় ও কাপ এই তিন বিভাগ আছে। কাপগণের সামাজিক সম্মান নিতান্ত হেয় নহে।

রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্যতীত আর একটী প্রবল ব্রাহ্মণ সমাজ বঙ্গদেশে আছেন। তাঁহারা আপনাদিগকে বৈদিক বলিয়া পরিচয় দেন। বৈদিক দুই প্রকার। পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য। বঙ্গ দেশের পশ্চিম ও দক্ষিশ অংশে বাস করিয়া বৈদিকগণ বিভাগীয় প্রাদেশিক নাম যোজনা করিয়াছেন। বৈদিক ব্রাহ্মণগণই প্রকৃত উৎকল বিশুদ্ধ স্থানীয় ব্রাহ্মণ। যদিও কেহ কেহ দাক্ষিণাত্য বৈদিক শব্দের সহিত ভারতীয় দাক্ষিণাত্যের সংযোজন প্রয়াস করেন তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও ইতিহাস বিরুদ্ধ। শ্যামলবর্ম্মাদি আসাম বা পূর্ব্ববঙ্গের কোন রাজার নিকট প্রকৃত বঙ্গদেশ হইতে কয়েক ঘর বৈদিক তত্তৎ প্রদেশে বাস করিয়াছিলেন অনুমিত হয়। বৈদিকগণের দ্বারা নানা তন্ত্রশাস্ত্র কল্পিত হয়। ইহাদের তান্ত্রিকতার প্রভাবে অনেক ব্রাহ্মণই তাঁহাদের নিকট মন্ত্রাদি গ্রহণ করিয়াছেন। স্থানে স্থানে বৈদিকের সহিত অভ্যাগত ব্রাহ্মণগণের সামাজিক ক্রিয়াও হইয়াছিল কিন্তু তাহা নিতান্ত বিরল। বৈদিকগণের আগমনকাল রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের অতি পূর্ব্বে। বৈদিকগণের মধ্যে অনেকেই বল্লালের সময় তাহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত প্রদেশের বাহিরে বাস করিতেন। যে সকল বৈদিক তাঁহার রাজ্যাভ্যন্তরে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই সম্ভবতঃ ৫৬ গাঁইর মধ্যে বিলীন হইয়াছেন অথবা সাতশতী বা মৌলিকবিপ্রাদি অভিধানে পরিজ্ঞাত হইয়া সামান্যভাবে বাস করিতেছেন। বৈদিকগণ বল্লাল সাম্রাজ্যের দক্ষিণে ও পশ্চিমে বাস করায় তাঁহাদের পরিচয়ে দিক্‌নিরূপিত আছে। ভিক্ষালব্ধ গ্রাম দ্বারা পরিচয় দিবার আবশ্যক হয় নাই।

বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যার মধ্যস্থল মধ্যদেশ বলিয়া খ্যাত। এতদ্দেশবাসী মৌলিক ব্রাহ্মণনিচয় মধ্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিয়া থাকেন। বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বা উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ যেরূপ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ সম্ভবতঃ মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণও তাঁহাদের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন। ইহাও সম্ভবপর যে পঞ্চ গোত্রস্থ মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরই শাখামাত্র। দেশ বিশেষে বাসের জন্য তাঁহাদের পরিচয়ের সামান্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ৫৬ গাঁই ব্রাহ্মণগণকে কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তান বলায় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ শ্রেণীর অবিমিশ্র বিশুদ্ধতার উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। এই ৫৬ গ্রামী ব্রাহ্মণগণ মৌলিক ব্রাহ্মণ গণনাকালে সাতশতী, বর্ণ ব্রাহ্মণ ও ব্যাসোক্ত ব্রাহ্মণ প্রভৃতি দেখাইয়া নিজকুলের সম্মান বৃদ্ধি করেন। বস্তুতঃ এই সকল ব্রাহ্মণ গুলিই যে কেবল এতদ্দেশের মৌলিক ব্রাহ্মণ এরূপ নহে। অনেক মৌলিক ব্রাহ্মণ যেরূপ এককালে ৫৬ গ্রামীর মধ্যে রাজনীতি বলে প্রবেশলাভ করিয়াছেন তদ্রূপ আবার এই ৫৬ গ্রামীর অধস্তন শাখায় কর্ম্ম ফলে কতিপয় ব্রাহ্মণবংশ এই প্রকার বর্ণ ব্রাহ্মণাদি সংজ্ঞায় বর্ত্তমানকালে ভূষিত হইয়াছেন।

উৎকল ব্রাহ্মণ, শাসন ও সাধারণ ভেদে দ্বিবিধ। শাসন ব্রাহ্মণগণ বিশেষ আচারবান্ যজ্ঞাদি কর্ম্মনিপুণ। সাধারণগণ পাণ্ডা পড়িহারি ইত্যাদি ভেদে নানা প্রকার। শাসন ব্রাহ্মণ গণের নিকট এই সাধারণ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ সম্মান প্রদান করেন। তাঁহারা ও ইহাদের প্রতি স্নেহ চক্ষে অবলোকন করেন। বঙ্গের পশ্চিম দক্ষিণে কতকগুলি উৎকল ব্রাহ্মণবাস করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণোচিত জীবিকা ত্যাগ করতঃ যাঁহারা অস্পৃশ্য জাতির যাজনাদি কর্ম্ম দ্বারা আপনাদিগকে নিন্দিত করিয়াছেন অথবা নিষিদ্ধ জীবিকা অবলম্বনে দিন পাত করেন তাঁহারা মূল সমাজ হইতে নিম্নস্তরে অবশ্যই স্থাপিত। গোপ ব্রাহ্মণ, সুবর্ণবণিক ব্রাহ্মণ, শৌণ্ডিক ব্রাহ্মণ, গ্রহাচার্য্য ইত্যাদি নানা শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়।

এতদ্ব্যতীত আর্য্যাবর্ত্তবাসী পঞ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে ন্যূনাধিক সকল শ্রেণীরই কতিপয় ব্রাহ্মণ বঙ্গ- দেশে ক্রমশঃ নানাসূত্রে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের শ্রেণীস্থ সভ্যসংখ্যা নিতান্তই অল্প ও বাস কাল পরিমাণে ন্যূনাধিক। দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে অতি অল্প সংখ্যকই আগমন করিয়াছেন।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের গ্রামের নাম হইতে উপাধ্যায় সংযোগে বংশগত নাম হইয়াছে। শাণ্ডিল্য ভট্টনারায়ণ হইতে বন্দ্য, গড়গড়ি, কুসুম, দীর্ঘাঙ্গী, ঘোষালী, বটব্যাল, পারিহা, কুলকুলী, কুশারী, কুলভী, সেরক, আকাশ, কেশরী, বসুয়ারী, করাল এবং মাষ চটক। কাশ্যপ দক্ষ হইতে চট্ট, ভট্ট, সিমলায়ী, পীতমুণ্ডী, পলশায়ী, কয়ারী, মূলগ্রামী, পুষলী, পাকড়াশী, পালধী, ভূরিষ্টাল, গুড়, হড়, পোড়ারি, তৈলবাটী ও অম্বুলী। সাবর্ণ বেদগর্ভ হইতে গাঙ্গুলি, সিদ্ধল, বালী, পারী, নন্দী,

পুংসিক, ঘন্টা, কুন্দ, সিয়ারিক, সাট দায়ী ও নায়ী। বাৎস ছান্দড় হইতে কাঞ্জিবিল্বী, ঘোষাল, শিমলাল, কাঞ্জারী, মহিন্তা, পূতিতুণ্ড, পিপ্পলাই ও বাপুলী। ভারদ্বাজ শ্রীহর্ষ হইতে মুখটী, ডিণ্ডি সাহরী ও রাই গাঁই।

বারেন্দ্র শ্রেণীর শাণ্ডিল্য ভট্টনারায়ণ হইতে রুদ্র ও সাধু বাগিচী দ্বয়; লাহিড়ী, চম্পটী, নন্দনাবাসী, কালিন্দী, সুবর্ণ তোটক, শ্রীহরি, চট্টগ্রামী, চম্পশঙ্খক, মৎস্যাশী, বিশি, পূষণ ও বেলুড়ী। কাশ্যপ দক্ষ হইতে মৈত্র, ভাদুড়ী, ভাদ্রগ্রামী, সর্ব্বগ্রামী, সর্ব্বগ্রাম কোটী, অশ্রু ধোসক, বেলগ্রামী, চমগ্রামী, পরেশ, অশ্রুকোটী, বীজকুঞ্জ, কেরল, মোয়ালী, বলিহারী, মধুগ্রামী, বালযষ্টিক ও করঞ্জ। সাবর্ণ বেদগর্ভ হইতে লেধুড়ী, পাকড়ী সিংহভালকী, শৃঙ্গী, খণ্ডবটী, যশোগ্রামী, লোম, সেতু, কেতুগ্রামী, পঞ্চবটী, সমুদ্র, তাতোয়া, পুণ্ডরীক পেটর, ধুন্দূড়ী, ভাদুষী, পুস্পক, নিকড়ি, কপালি ও উন্দুড়ী। বাৎস ছান্দড় হইতে ধোসলী, তানুড়ী, ভাড়িয়াল, বৎস, দেউলী শীতলী, জামরুখী, কুড়মুড়ি, লক্ষক, কামকালী, ভট্টশালী, ভীমকালী, আদিত্য, বোড়গ্রামী, সংযামিনী, নিদ্রালী, কুক্কুটী, শ্রুতবটী, চাক্ষুষী, সিহরি, কালি, পৌড়ীকানি, কালিন্দী ও চতুরান্দী। ভরদ্বাজ শ্রীহর্ষ হইতে লাড়লী, ঝম্পটী, ক্ষেতিরি খনি, দধিয়াল, পংক্তি, বিরতি, খাজুরী, চেঙ্গা, পিপ্পলী ভাদড়, আথু, উরিআহি, রত্নাবলী, পিশিনী, কাঞ্চন গাই, রাজগাই, অসৃক, বিশালা, নন্দিগাই, উগ্ররেখা, গোস্বা, শিরাথ, ও শাকোট এই ১০০ শত ভিন্ন ভিন্ন শাখা প্রশাখা হইয়াছে।

কেবল ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পরিচয় মাত্র দ্বারাই প্রসিদ্ধ জাতি বঙ্গদেশে বিরল। যদি কেহ থাকেন তাহা হইলে তাঁহারা অবশ্যই নবাগত অথবা তাঁহাদের বংশগত পরিচয় স্থানীয়। প্রাদেশিক ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে উৎকল ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ। ছোটনাগপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি বঙ্গের প্রান্ত-প্রদেশও এই প্রকার ক্ষত্রিয় আছেন। বঙ্গের পূর্ব্বে ও পূর্ব্বোত্তরে ত্রৈপুর-ক্ষত্রিয় ও মণিপুরীয় মেখল-ক্ষত্রিয়গণ বাস করেন।

ব্রাহ্মণ বর্ণের অব্যবহিত নিম্নে স্থাপিত বিশুদ্ধ ভদ্র বংশ বলিয়া সর্ব্ববাদী প্রসিদ্ধ দুইটী বর্ণ; কায়স্থ ও বৈদ্য। এই দুই বর্ণের একটী বঙ্গে ক্ষত্রিয় স্থলাভিষিক্ত অপরটী বৈশ্য স্থলগত অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে ক্ষত্রিয়াভিমান ও বৈশ্যাভিমান করিয়া থাকেন।

উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ, বারেন্দ্র ও মধ্যশ্রেণী এই পাঁচটী স্বতন্ত্র কায়স্থ সমাজ আছে। এই সমাজের একের সহিত অন্যের কোন সামাজিকক্রিয়া বিধিমত সিদ্ধ নহে। এতদ্ব্যতীত বঙ্গের নানাদেশে বর্ণানভিজ্ঞ গোলাম শূদ্র সম্প্রদায় কায়স্থ সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে রাজনীতি অনুশীলন প্রভৃতি সর্ব্বকর্ম্মের শীর্ষাংশ যাঁহারা স্বীয় করতল গত করিলেন তাঁহাদের উপর বঞ্চিত দলের আক্রোশ স্বাভাবিক। বঙ্গদেশে এই আক্রোশ পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হয়। বর্ণব্রাহ্মণ, গোপব্রাহ্মণ ও আধুনিক অজ্ঞবটুগণ কায়স্থ জাতির

মর্য্যাদা শিক্ষাদোষে নিরপেক্ষভাবে বুঝিতে পারেন না। উত্তররাঢ়ীয় ও অন্যান্য কায়স্থগণের মধ্যে ক্ষত্রিয়ের ন্যায় ঠাকুর উপাধি অদ্যাপিও প্রচলিত আছে।

সৌকালীন ঘোষ, বাৎস্য সিংহ, বিশ্বামিত্র মিত্র, মৌদগল্যদাস, কাশ্যপদত্ত, শাণ্ডিল্য ঘোষ, ও কাশ্যপদাস এই সাতঘর ও ভারদ্বাজ সিংহ এবং মৌদগল্য কর প্রত্যেকে এক পদ করিয়া অর্দ্ধ সর্ব্বসমেত ৭।।০ ঘর উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ আছেন। তন্মধ্যে প্রথম দুই ঘর মাত্র কুলীন ও শেষ ৫।।০ ঘর মৌলিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রথম পাঁচ ঘরের মধ্যে সামাজিকক্রিয়া হইলে কুলদোষ ঘটে না। কুলীনের শেষ আড়াই ঘরের সহিত ক্রিয়ায় কৌলীন্যের ন্যূনতা হয়। তিন পুরুষ কুল ভঙ্গ হইলে কুল নষ্ট ও তিন পুরুষ কুল ক্রিয়াদ্বারা কৌলীন্য লাভ ঘটে। সাধারণের বিশ্বাস যে বল্লাল সেনের স্বার্থচক্রে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজ নিষ্পীড়িত হন নাই। তাঁহারা বল্লালী মর্য্যাদার কোন মূল্যই দিতে প্রস্তুত নহেন। বাস্তবিক তাহা নহে। রাঢ়ীয়ব্রাহ্মণ সমাজ অবৈধ ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া উত্তর ও দক্ষিণরাঢ় উভয় সমাজেই বল্লাল পক্ষ সমর্থনে কায়স্থের সম্মান খর্ব্ব করিবার অযথা চেষ্টা করিয়াছিলেন। বল্লাল যে দেশে যেরূপ উৎকোচগ্রাহী মতাবলম্বী পাইলেন তাহাদের সমাজ সংগঠন কালেই বলবান্ বিশেষ সম্প্রদায়ের সুবিধা করিয়া স্বীয় দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিলেন।

দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ সমাজ অদ্যপিও রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের ন্যায় একই সমাজ বলিয়া পরিচিত। তবে সামান্য ভেদও আছে। এই ভেদের প্রয়োজন কি? অবৈধ উপায় দ্বারা যেন তেন প্রকারেণ প্রতিদ্বন্দ্বী পরাজয় যাহাদের মূলমন্ত্র ছিল এইরূপ শ্রেণীর লোকের অনুরোধেই ভিন্ন ভিন্ন সমাজ দক্ষিণরাঢ়ে ও বঙ্গজীয়ের মধ্যে গঠনের আবশ্যক হইয়াছিল।

দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে সৌকালিন মকরন্দ ঘোষের বংশধর, গৌতম দশরথ বসুর অধস্তন, ও বিশ্বামিত্র কালিদাস মিত্রের কুলান্বয় এই তিনটী কুলীন। ভরদ্বাজ পুরুযোত্তম দত্ত বংশধর অবৈধকার্য্যের পক্ষপাতী না হওয়ায় তাঁহার বংশে কৌলীন্য হয় নাই। তাঁহার বংশধর বল্লালী কৌলীন্য প্রাপ্ত হন নাই এজন্য নিষ্কুলীন সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। দক্ষিণরাঢ়ে কাশ্যপ দাশরথি গুহের বংশধর কূটরাজনীতি চক্রে বিমর্য্যাদ হইয়া দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজ ভুক্ত না হইয়া বঙ্গজ সমাজের কৌলীন্য স্থাপন কালে বঙ্গজ সমাজ গ্রহণ করিয়াছিলেন এজন্য দক্ষিশরাঢ়ীয় সমাজে কান্যকুব্জাগত গুহবংশের অভাব হইয়াছে।

দক্ষিণরাঢ়ে দে, দত্ত, কর, পালিত, সেন, সিংহ, দাস ও গুহ এই আট উপাধীধারী কায়স্থগণ সন্মৌলিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই আটজনের কেহই কান্যকুব্জাগত পঞ্চকায়স্থের সন্তান নহেন। ইহাঁরা বঙ্গদেশের মৌলিক কায়স্থ। এতদ্ব্যতীত সাধ্য মৌলিক ৭২ সংখ্যক দক্ষিণরাঢ়ে আছেন। তাঁহাদের উপাধি যথা।

ব্রহ্ম, বিষ্ণু, ইন্দ্র, রুদ্র, আদিত্য, চন্দ্র, সোম। রক্ষিত রাহুত রাজ খাম খোম হোম। বন্দি

অর্জ্জুন কই রাহা দাহা দাম। উই পুই গুই শীল সাল পাল সাম। নন্দী লাল গুহরী গোল মাল গঞ্জ। ধনুক বাণ গুণ ধাম ভদ্র ভূত ভঞ্জ। রাণাদানা সানা নাথ রই পই ভক্ত। খিল পিল মিল শূর নাগ নাদ গুপ্ত। ধরণী অঙ্কুর সুত বিন্দু কুণ্ড ঘর। টেক গক্তি ক্ষেম বর বেশ ধর। হড় দাড় বহর কীর্ত্তি চার নার চাকি।

দক্ষিণরাঢ়ীয়ের কুলীনের জ্যেষ্ঠপুত্র অপর কুলীন বংশের কন্যা গ্রহণ করিবেন। এই প্রকার কুলপ্রথা চতুঃশতাব্দী পূর্ব্বে তদানীন্তন নবাব সরকারের বিশিষ্ট কর্ম্মচারী বসু বংশীয় পুরন্দর খাঁর প্ররোচনায় বল্লালী কৌলীন্যের সাহায্য করিয়াছে। ভারদ্বাজ পুরুষোত্তম দত্তের বংশধরগণ বঙ্গ দেশে আগমন কাল হইতে পুরন্দর খাঁর সময় পর্য্যন্ত কান্যকুব্জাগত কায়স্থ ব্যতীত অপর মৌলিক কায়স্থের সহিত কোন আদান প্রদান করেন নাই। এক্ষণে পুরন্দর খাঁর নববিধান মতে আটঘর মৌলিকগণও পুরুষোত্তম বংশধর গণের সদাচার অনুসরণ করিতে বাধ্য হইলেন। বঙ্গ দেশের প্রাচীন অধিবাসী মৌলিকগণ স্বীয় বংশের গৌরববিধানার্থ আদান প্রদান তিন ঘর কুলীনের সহিত করিয়া থাকেন। ৭২ সংখ্যক দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ সম্প্রদায়ের কুলীনকায়স্থের সহিত ক্রিয়া হইলে কায়স্থ রূপে দৃঢ়ীকৃত হন। মৌলিকের সহিত অপর মৌলিকের ক্রিয়াও হইয়া থাকে তবে ইদানীন্তন ঐ প্রকার ক্রিয়া ক্রমশই অল্প হইয়াছে।

কুলীনগণ জন্মমুখ্য, বাড়ীমুখ্য, সহজমুখ্য, কোমলমুখ্য, মধ্যাংশ, তেওজ, ছভায়া ভেদে ক্রমান্বয়ে মর্য্যাদাবান্। জন্মমুখ্যের জ্যেষ্ঠ সন্তান জন্মমুখ্য, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সন্তান বাড়ীমুখ্য, চতুর্থ সন্তান কোমলমুখ্য, পঞ্চম হইতে কনিষ্ঠ পুত্র পর্য্যন্ত সকলেই মধ্যাংশ। বাড়ীমুখ্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র সহজমুখ্য, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র তেওজ। কোমল মুখ্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র ছভায়া। এই প্রকার পুত্রগত কুল কায়স্থ সমাজে প্রচলিত হইয়াছে। বল্লালী কৌলীন্য পরিপুষ্টির জন্য পৌরন্দরী প্রথা অর্থাৎ নবীন কৌলীন্য নয় ভাগে বিভক্ত হইল। কুলীনের কুল সমাপ্ত হইয়া গেলে উঁহারা বংশজ আখ্যা লাভ করেন।

বঙ্গজ সমাজে ঘোষ, বসু ও গুহ এই তিন উপাধিধারীই কুলীন। তন্নিম্নেই দত্ত, নাথ, নাগ ও দাস। তৎপর সেন, সিংহ, দে ও রাহা। এতদ্ব্যতীত নন্দী ভদ্রাদি ৬৪টী বা ততোধিক নিকৃষ্ট কায়স্থ বঙ্গজ সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়। সামান্য কায়স্থ সংখ্যানে স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন তালিকা দেখা যায়। দক্ষিণরাঢ়ীয়ের তালিকার মধ্যে ও নানা প্রকার ৭২ ব্যতীত নবীন উপাধিও দেখিতে পাওয়া যায়। কুলীনগণের সহিত ক্রিয়া করিয়া এই সামান্য শ্রেণীর কায়স্থগণ কায়স্থত্ব সংরক্ষণ করিয়া থাকেন।

বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের কুলীন দাস, নন্দী ও চাকী। শরমা উপাধিধারীরও কৌলীন্য গন্ধ আছে। নাগ, সিংহ, দেব ও দত্ত ক্রমান্বয়ে পর পর হীনমর্য্যাদা মৌলিক বলিয়া পরিচিত। বারেন্দ্র কায়স্থ সংখ্যা অধিক নহে।

মধ্য শ্রেণীর কায়স্থগণের মধ্যেও দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের ন্যায় উপাধি প্রচলিত আছে। ইঁহারা বলেন শতবর্ষের কিছু পূর্ব্বে পশ্চিম দেশ হইতে কলিঙ্গ ও ওড্রের মধ্য দেশে বাস করায় পূর্ব্ব পরিচয় লোপ করিয়া এক্ষণে মধ্য শ্রেণীস্থ কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। ইঁহাদের সংখ্যা নিতান্তই অল্প।

আসামেও পূর্ব্বদেশে কায়স্থ ও বৈদ্যে বিবাহাদি প্রচলিত আছে। কোন কোন স্থলে এইরূপ কায়স্থ সংজ্ঞক ব্যক্তিগণের সহিত বঙ্গজ সমাজের সামাজিক ক্রিয়াও হইয়া থাকে। বঙ্গজ সমাজের সহিত গৌণ সূত্রে এই সমাজ জড়িত হইলে কায়স্থ সম্মান বঙ্গজের সেই পরিমাণে ক্ষতি হইতেছে বলিতে হইবে।

বঙ্গদেশে বৈদ্য নামক একটী স্বতন্ত্র বর্ণ পরিলক্ষিত হয়। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এবম্প্রকার বর্ণ কোথাও দেখা যায় না। বৈদ্য উপাধিধারী বৈশ্য শ্রেণীস্থ একটী সম্প্রদায় বোম্বাই প্রদেশে আছে বটে কিন্তু বঙ্গ-দেশের বৈদ্যের সহিত তাহাদের কোন প্রকার সম্বন্ধ গন্ধ নাই। বঙ্গদেশেরও সর্ব্বত্র বৈদ্য জাতি দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল কয়েকটী জেলাতে ইঁহাদের বাসস্থান। লোক গণনায় দৃষ্ট হয় ভারতে সর্ব্বসমেত একলক্ষেরও অল্প সংখ্যক বৈদ্যবর্ণ আছেন। শূদ্রকমলাকরে লিখিত আছে যে আদি পুরাণ লেখকের মতে ব্রাহ্মণের ঔরসে আগুরির কন্যার গর্ভে অম্বষ্ঠের উৎপত্তি। এই অম্বষ্ঠজাতি রুগ্নমানবের চিকিৎসার দ্বারা জীবন যাপন করেন। বর্ণসঙ্কর নির্ণয়স্থলে মন্বাদি প্রাচীন স্মৃতিকৃদ্গণ ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যা উৎপন্ন সন্তানকেই বৈদ্যকজীবি বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। বঙ্গীয় অম্বষ্ঠ বৈদ্যগণ চিকিৎসাজীবি, শাস্ত্রানুশীলনকারী, ব্রাহ্মণের দাসাভিমানী ও নানা সদ্গুণে বিভূষিত। ইঁহাদের বঙ্গীয় সমাজে বিশেষ সম্মান আছে। এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রানুশীলনের প্রাচুর্য্যে বৈদ্যের মধ্যে অনেকেই উপবীত ধারণ ও বৈশ্যোচিত সঙ্কর-সংস্কার সম্পন্ন হইতেছেন। বঙ্গ দেশীয় বৈদ্যগণ সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র বংশোৎপন্ন। বঙ্গীয় ভদ্র সন্তান বলিলে কায়স্থ, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য এই তিন বর্ণকেই বুঝায় ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। শাস্ত্রবিদ্ বৈদ্য মহোদয়গণও মনূক্ত দুইটী বচন পূয়ংচিকিৎসকস্যান্নং ইত্যাদি ৪।২২০ চিকিৎসকস্য মৃগয়োঃ ইত্যাদি ৪।২১২ সম্যক্ পরিজ্ঞাত আছেন। তাহাতে তাঁহারা আপনাদিগকে মনূক্ত সঙ্কর বর্ণ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াও তাঁহাদের বর্ত্তমান গৌরব অপেক্ষা অধিক উচ্চবর্ণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া লাভবান্ হইবেন না। যে প্রকারেই উৎপন্ন হউন না কেন তাঁহারা কয়েক পুরুষ হইতে চিকিৎসাব্যবসা ও ব্যবসার উদ্দেশ্যে আনুসঙ্গিক শাস্ত্র চর্চ্চাবলে বঙ্গদেশে তিনটী প্রধানবর্ণের একটী আছেন ইহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহাদের প্রতি এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণগণেরও যথেষ্ঠ দয়া দেখা যায়। বৈদ্যগণ অনেকেই বৈশ্য স্থলগত হইবার প্রয়াসী ছিলেন কেহ কেহ আবার ব্রাহ্মণ হইবার আয়োজন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। স্বীয় বর্ণের উন্নতি সাধন করা দোষের বিষয় না হইলেও সত্যের প্রতি কিঞ্চিল্লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

বৈদ্যগণকে দেশ ভেদে কায়স্থ ব্রাহ্মণের ন্যায়ও ২/৩ সমাজে শ্রেণীত করা যায়। রাঢ়ীয়, বঙ্গ

জ ও বারেন্দ্র। ইঁহাদের মধ্যে রাঢ়ীয়গণের সন্তানগণ বিশিষ্টরূপে বৈদ্যবংশ সমুজ্জ্বলিত করিয়াছেন। শ্রীখণ্ড প্রভৃতি স্থানের বৈদ্যগণ বিশেষ সম্মানিত। কুমারহট্ট, গুপ্তিপাড়া, সোমড়া, সুক্‌ড়ে প্রভৃতি স্থলেও বৈদ্যগণের অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বিশিষ্ট গণ্ড গ্রাম মাত্রেই ইঁহাদের ২/১ ঘর চিকিৎসাসূত্রে বাস করিয়া ক্রমশঃ বঙ্গের নানা স্থানে ব্যাপ্ত হইতেছেন। বঙ্গ জগণের সহিত রাঢ়ীয় বৈদ্যের সামাজিক ক্রিয়া হয় না। বঙ্গজ বৈদ্যগণের বাস যশোহর জেলায় ও পদ্মাপারে বিক্রমপুরে দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চকোটীয় বা গৌড়ীয়গণ রাঢ়ীয়ের শাখা বলিয়া বোধ হয়। দেশভেদে সমাজ ভেদ হইয়াছে। ভরত মল্লিক নামে কোন ব্যক্তি রত্নপ্রভা নামক বৈদ্যান্বয় তালিকা এক খণ্ড গ্রন্থে বৈদ্যের বিভাগ ও বংশাবলী কতক কতক লিখিত আছে। তদ্দ্বারাই রাঢ়ীয় বৈদ্যগণের কুলনির্ণয়ের সুবিধা হইয়াছে। তাহাতে বঙ্গজ ও বারেন্দ্র বৈদ্যের উল্লেখ আছে।

রাঢ়ীয় বৈদ্যের ৮ প্রকার উপাধি — গুপ্ত, সেন, দাস, দেব, দত্ত, কর, সোম ও রাজ। নন্দী, চন্দ্র, ধর, কুণ্ডু ও রক্ষিত এই পাঁচ এবং কর, দত্ত ও দাস এই তিন একুনে আট বারেন্দ্র বৈদ্যের উপাধি। বঙ্গজ বৈদ্যের উপাধিও রাঢ়ীয়গণের ন্যায়। সর্ব্ব সমেত ১৩ প্রকার উপাধি বৈদ্যের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে প্রচলিত আছে। বৈদ্যগণের মধ্যে কুলীনাদি ভেদ হইয়াছে বটে কিন্তু তাদৃশ বাঁধাবাধি নাই। বৈদ্যগণের ঘটকের প্রচলনও অধিক নাই।

কোন কোন স্থলে কায়স্থ ও বৈদ্যের মধ্যে কে উচ্চবর্ণ নির্ণয়ের জন্য বৃথা বিতর্ক হইয়া থাকে। বঙ্গ-দেশে বিদ্যাচর্চ্চা ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতি কার্য্য ব্রাহ্মণগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইত। রাজনীতি অনুশীলন, রাজকার্য্য সম্পাদন ও গ্রামের মধ্যে প্রাধান্য, বৈষয়িক সকল কার্য্যে পরামর্শ দ্বারা সহায়তা, নানা প্রকার গণিত ক্রিয়া প্রভৃতি অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কার্য্য কায়স্থগণের দ্বারা সম্পন্ন হইত। সর্ব্ব বর্ণের চিকিৎসা বৈদ্যের দ্বারা হইত। শিল্প ও নানাব্যবহারোপযোগী দ্রব্যের ব্যবসাসূত্রে নবশাখা, প্রভৃতি জাতি স্বীয় বৃত্ত্যুপজীবিনাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। কায়স্থ ও বৈদ্যজাতির বিদ্যাচর্চ্চা না থাকিলে তাঁহারা উভয়েই একাদশ শাখার মধ্যে পরিগণিত হইতেন। রাজনীতিচক্র সৌভাগ্য বলে বৈদ্যের বিশেষ সাহায্য করিয়াছে সন্দেহ নাই। ব্যবসায়ী শিল্পজীবি প্রভৃতি বর্ণগুলি সঙ্কর বর্ণ বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত। কায়স্থ, নবশাখা, বৈদ্য প্রভৃতি বর্ণগুলি একই বিভাগে শ্রেণীত হইলেই নিশ্চয়ই বিজ্ঞান পোষিত হইত না।

বঙ্গদেশের শূদ্র সংজ্ঞক বৈশ্যস্থানীয় ব্যক্তিগণ নবশাখা নামে পরিচিত। তিলি, মালী, তাম্‌লী, সদ্‌গোপ, নাপিত, বারুই, কামার, কুমার ও পুঁটুলী এই নয়টী বর্ণ ভদ্র ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যগত বর্ণ। ইহারা বৈশ্য স্থানীয় হইলেই বিশুদ্ধ শূদ্র সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। কাহারও মতে তাম্‌লী ও পুঁটুলীর স্থানে ময়রা ও তন্তুবায় নবশাখা অন্তর্গত বলিয়া গৃহীত হয়। বঙ্গদেশের মৌলিক অধিবাসীগণ নয়টী বিভিন্ন বৃত্তি গ্রহণ করিয়া পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়া আবদ্ধ রাখিয়া ভিন্ন

জাতি রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছেন। এই প্রকার বিভাগ বঙ্গে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ সমাজ গঠনকালেই হইয়াছিল।

১) তিলি জাতির কার্য্য রবিখণ্ডাদি তিল শস্যাদি উৎপাদন সংরক্ষণ ও তাহার ব্যবসা। ইহাদের মধ্যে একাদশ তেলি প্রভৃতি বিভাগ পরিলক্ষিত হয়।

২) মালী বা মালাকার পুষ্পাদি উৎপাদন সংরক্ষণাদি করিয়া থাকে। অন্যান্য বিলাস সহচর শিল্প কর্ম্ম ও ইহাদের বৃত্তি।

৩) তাম্‌লী বা তাম্বুলী পান বিক্রেতা। ইঁহারা অন্যান্য দ্রব্য লইয়া ব্যবসাও করিয়া থাকে।

৪) সদ্‌গোপ বা কৃষক। শস্য উৎপন্ন সংরক্ষণাদি তাহার বৃত্তি।

৫) নাপিত ক্ষৌরকর্ম্ম দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে।

৬) বারুই বা গোছালী পানের বরজ প্রস্তুতকারী।

৭) কামার বা কর্ম্মকার লৌহের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করে।

৮) কুমোর বা কুম্ভকার মৃত্তিকার দ্রব্যাদি প্রস্তুত করে।

৯) পুঁটলী বা অন্যান্য মধ্যশ্রেণীস্থ সমস্ত সজ্জাতিনিচয় একত্রে পুঁটলী শ্রেণীর অন্তর্গত। তন্তুবায়, গন্ধবণিক, শাঁখারি, কাসারি, ময়রা প্রভৃতি কতকগুলি জাতির পৃথক্ সংজ্ঞা হয় নাই। বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্ত আট প্রকার শ্রেণী ব্যতীত আরোও কতকগুলি ঐ প্রকার সামাজিক মর্য্যাদা সম্পন্ন জাতি আছে। তাহারা সকলেই নবশাখা শ্রেণীতে স্থান পাইবার বিশেষ যোগ্য। বৈশাখে ও আশ্বিনে ভেদে কৌলিকগণ দ্বিবিধ।

মানসিক শ্রম দ্বারা সরস্বতী দেবীর ন্যূনাধিক আরাধনা বঙ্গদেশে তিনটী বর্ণ করিয়া থাকেন তজ্জন্য তাঁহারা ভদ্রাখ্যা লাভ করিয়াছেন। মনূক্ত ব্রাহ্মণের ছায়া অবলম্বনে যাঁহারা জীবিকা সংগ্রহ করিতেন তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। যজন যাজনাদি ছয়টী ধর্ম্ম ন্যূনাধিক পালন করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে রাজ্য সংরক্ষণাদি বাহুবলে সম্পন্ন হইত। বিদ্যা সংক্রান্ত ক্রিয়ার আবশ্যক হইলে ব্রাহ্মণ সহায়তা গ্রহণ করিয়া রাজকার্য্য নিষ্পন্ন হইত। ঐ কার্য্য রাজন্যগণ স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। গ্রহণকারীগণ স্বতন্ত্রাখ্যায় পরিচিত হইয়া কায়স্থ সংজ্ঞা লাভ করিলেন ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। ইঁহারা ক্ষত্রিয় হইয়া সরস্বতীর উপাসনা বলে ভদ্র জাতি বলিয়া পরিচিত আছেন। বিদ্যাগন্ধ না থাকিলে বঙ্গদেশে ইহারাও নিতান্ত হেয় হইতেন সন্দেহ নাই। বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় সংস্কার যুক্ত বর্ণ যেরূপ বঙ্গে নাই বিশুদ্ধ বৈশ্যেরও তদ্রূপ অভাব। চিকিৎসা জীবিগণ শাস্ত্রে অম্বষ্ঠ বা বৈশ্য স্থলাভিষিক্ত বলিয়া উক্ত আছেন। বঙ্গদেশে বৈদ্যগণ শাস্ত্রচর্চ্চা বলে ন্যূনাধিক বৈশ্যত্ব অভিমান লাভ করিয়াছেন। যে বর্ণের মধ্যে শাস্ত্র বা বিদ্যাচর্চ্চার অভাব সেই বর্ণগুলিই সর্ব্ববাদী সম্মত হীন সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে।

বঙ্গদেশে মানসিক বৃত্তি জীবি বর্ণ ত্রয় ভদ্র আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রমজীবি, শিল্পজীবি ও সৎকার্য্য সম্পন্নকারী কতিপয় বর্ণ মাধ্যমিক বর্ণ বলিয়া সমাজে গণ্য।

তদ্ব্যতীত ভারতীয় আর্য্যগণ যে সকল কর্ম্মকে হীন দৃষ্টিতে অবলোকন করিতেন তত্তজ্জীবিগণকে সৎ শূদ্রে পরিগণিত করেন নাই। তাহাদেরও বর্ত্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষালোকে দর্শন করিলে এই নবশাখা অপেক্ষা কোন অংশ হীন প্রতিপন্ন হন না। বরং কেহ কেহ বা উচ্চস্থান পাইবার যোগ্য।

১) সুবর্ণ বণিক, ২) শৌণ্ডিক, ৩) স্বর্ণকার, ৪) কৈবর্ত্ত, ৫) গোপ, ৬) সূত্রধার, ৭) কলু, ৮) পাটনী, ৯) রজক ইত্যাদি কতিপয় বর্ণ নিজ কর্ম্ম দোষে মাধ্যমিক বর্ণে স্থান না পাইয়া তন্নিম্ন স্তরে স্থাপিত হইয়াছে।

আগুরী, যুগী, চাষাধোপা, চাষীকৈবর্ত্ত প্রভৃতি কয়েকটী বর্ণও মাধ্যমিক শ্রেণীর সদৃশ স্থান পাইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত চণ্ডাল, হাড়ি, বাগ্দী, পোদ, ডোম, ডোকলা, বুনো, দুলে, চামার, তিওর প্রভৃতি বর্ণ নিম্ন শ্রেণীস্থ বলিয়া খ্যাত।

বৃত্তিজীবি বর্ণগুলিকে শাস্ত্রে সঙ্কর বর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ বর্ত্তমান বর্ণগুলি সঙ্কর বর্ণ নহে। বৃত্ত্যনুসারে বর্ণগত বিভেদ স্বতঃ উৎপন্ন হইয়াছে। বেন রাজের বর্ণসঙ্করের সহিত ইহাদের উৎপত্তি নির্ণয় করা যাইতে পারে না। ইহাদের মধ্যে পণ্ডিত অথবা শাস্ত্র চর্চ্চায় ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিলে উহারাও সকলে মনূক্ত সঙ্কর বর্ণের দোহাই দিয়া শ্রেষ্ঠ বর্ণ প্রতিপন্ন করিবার জন্য ব্যস্ত হইত।

বঙ্গদেশে বর্ণগত শ্রেষ্ঠাপকর্ষ ভেদ থাকিলেও ব্রাহ্মণ স্পৃষ্ট অন্ন ব্যতীত এক বর্ণ অপর বর্ণের স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করে না। মাধ্যমিক বর্ণ ও ভদ্র বর্ণ ত্রয়ের জল ব্যবহার করিলে দোষ হয় না। তদ্ব্যতীত বর্ণের স্পৃষ্ট জল দুষ্য ও সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য হইয়াছে। আজকাল মাধ্যমিক শ্রেণীস্থ নবশাখাগণ নিজ নিজ স্তর উন্নত করিয়া ভদ্র সংজ্ঞা লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে সংস্কৃত শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় কুশলী হইলে শিক্ষিত ব্যক্তি অবশ্যই আদৃত হইবেন সন্দেহ নাই। যদিও ব্যক্তিগত শিক্ষা প্রভাবে সমগ্র বর্ণের কিছু উন্নতি হউক বা না হউক শিক্ষিত ব্যক্তির ভদ্র জনোচিত সমাদর লাভ ঘটিবে আশা করা যায়। নিরক্ষর ব্রাহ্মণ সন্তান যেরূপ শিক্ষার অভাবে স্বীয় সম্মান বিনাশ করিতেছেন কালপ্রভাবে হীনবর্ণোদ্ভব শিক্ষাগুণে তাঁহার স্থান পূর্ণ করিবে ইহাও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে অভ্যুন্নত। তবে আভ্যন্তরিক সামাজিক প্রক্রিয়া গুলি স্বীয় প্রাগ্বর্ণগত থাকিবে। সামাজিক সংস্কারের কর্ম্ম ক্ষমতা সম্বন্ধে এখনও এরূপ কোন চিহ্নই দেখা যায় নাই যাহাতে আভ্যন্তরিক প্রচলিত সামাজিকবন্ধন সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইবে।

ভাঙ্গিলে পুনরায় পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হওয়া নিতান্ত কঠিন। যে সমাজ জীবিকা বৃত্ত্যনুসারে বিভক্ত হইয়াছে তাহা যে বৃত্তি ক্ষয়ে পুনঃ একত্র সংযোজিত হইবে এরূপ আশা করা যায় না।

ইউরোপীয় বর্ণ বস্তুতঃ অত্যল্পই ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া পুরুষানুক্রমে বাস করিয়াছেন। তবে তাঁহাদের ভারতে কর্ম্মোপলক্ষে অবস্থানকালীন এতদ্দেশীয় নিতান্ত নীচ শ্রেণীর সহিত বৈধ ও অবৈধ উভয়বিধ সামাজিকবন্ধনে কেহ কেহ জড়িত হইয়াছেন। এই শ্রেণীর বংশধরগণই আজকাল ইউরেশিয়ান আখ্যা লাভ করিয়াছেন। ইহারা লেখা পড়ার প্রভাবে সমাজে ন্যূনাধিক মান্যগণ্য হইয়া থাকেন। শ্বেতত্বগের সহিত কৃষ্ণাধিবাসীর বৈধ উপায়ে সংমিশ্রণ বিরল। যাহা হউক কলিকাতায় ইউরেশিয়ান সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইবার বাসনায় যাঁহারা ভারতবর্ষ অতিক্রম করতঃ বিদেশে গমনপূর্ব্বক দেশীয় আচার ব্যবহার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করতঃ স্বজাতীয়গণের দ্বারা সমাজ হইতে পরিত্যক্ত হন। এই শ্রেণীর লোক ব্যবহারিক জগতে উচ্চস্তরে স্থাপিত হইলেও সমাজে তাঁহাদের আসন প্রাপ্তি সহজে ঘটে না। ঘটিলেও সঙ্কীর্ণভাবে হীনাভিধানে ভূষিত হইতে হয়। ইঁহাদের মধ্যে পরস্পর পূর্ব্ব বর্ণভেদ বিনাশ করিয়া বিলাত প্রত্যাগত শিক্ষিত বর্ণ নামে নবীন উপাধিতে ভূষিত হইয়া সামাজিক ক্রিয়া করিয়া থাকেন। অনেকে আবার এই প্রকার সঙ্কর বর্ণের পক্ষপাতী নহেন। বিলাত প্রত্যাগত শিক্ষিত বর্ণ ব্যতীত দেশীয় খ্রীষ্টান বর্ণও আর একটী নবীনবর্ণের আশ্রয় স্থল। দেশীয় খ্রীষ্টানগণ উচ্চবর্ণস্থিত হইলেও তাঁহাদের স্ব স্ব বর্ণস্থ খ্রীষ্টানগণের সহিত সামাজিক ক্রিয়া করিয়া থাকেন। বিলাত প্রত্যাগত শিক্ষিতবর্ণ আজকাল দেশীয় শিক্ষিতম্মন্য ব্রাহ্মণবর্ণ একই সমাজ লাভ করিতেছে। মুসলমান রাজ্য সময়ে পিরালি বর্ণ নামে ব্রাহ্মণ হইতে একটী স্বতন্ত্র বিভাগ ব্রাত্যের ন্যায় স্থাপিত হইয়াছে। পিরালি, বিলাতি, খ্রীষ্টানী প্রভৃতি নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ণগত সমাজ ক্রমশঃ আপনা হইতেই স্থাপিত হইতেছে। সামাজিক শাসনের বহির্ভূত ক্রিয়া করিয়া বৈরাগী নামক এক জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। বিগত কয়েক শত বর্ষের মধ্যে নানাবর্ণোৎপন্ন সন্তান সন্ততি নিচয় কর্ত্তৃক এই বর্ণের পরিপুষ্ট হইতেছে। সম্ভবতঃ বৈরাগী জাতির সৃষ্টির পূর্ব্বে এই শ্রেণীর লোকের একটী সাধারণ বর্ণাভিধান ছিল। তাহা কোন বর্ণ জানিতে চাহিলে অনেকে চণ্ডাল বর্ণ দেখাইয়া দিবে।

বর্ণগত সম্মান অসম্মান পরিহারকরণ আজকালকার আলাপ যোগ্য বিষয় হইয়াছে। অনেকেই স্বীয় উদারতা পোষণ করিবার বাসনায় বর্ণগত সম্মান সময়ে সময়ে চাপিয়া যান কখনও বা বর্ণ সম্মান দ্বারা স্বীয় সম্মান স্থাপনে প্রয়াস পান কিন্তু সামাজিক ক্রিয়াকালে বর্ণই প্রধান লক্ষ্যের বিষয় হয়। বিবাহ ও শ্রাদ্ধই সামাজিক ক্রিয়ার মূল ভিত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সময়েই বর্ণাবর্ণের আবশ্যক হয়। বর্ণগত আচার কিছুকাল হইতে বিশেষরূপে পরিগণিত হইতেছে না। প্রকাশ্যরূপে আচার বহির্ভূত ক্রিয়া সম্পাদিত হইলেও তাহা অপ্রকাশ্যভাবে সম্পন্ন হইতেছে ধরিয়া লইয়া

বর্ণ-গত সামাজিকতার পিত্ত রক্ষা করা হয়। যাহা হউক আজ কাল জনসাধারণ নিজ নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কর্ম্ম করিয়া বর্ণাচার বিচার করিবার সময় পান না। তাঁহাদের লক্ষ্য আজকাল কিঞ্চিৎ স্থানভ্রষ্ট হইয়াছে।

ধর্ম্ম।

মানবের দুই প্রকার বৃত্তি আছে। বৃত্তিদ্বয় ইন্দ্রিয় দ্বারা ব্যক্ত হয়। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম্ম সাধিত হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়। প্রাকৃত জগতে জ্ঞান ও কর্ম্ম পঙ্গু ও অন্ধের ন্যায় পরস্পরের মুখাপেক্ষী হইলেও ভিন্ন রূপে দেখিতে গেলে সর্ব্বত্রই জ্ঞানের প্রাধান্য আছে। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে কিছু মহৎ কার্য্য সাধিত হইয়াছে তাহা মহৎ হইলেও জ্ঞানেন্দ্রিয় সাধিত কর্ম্মগুলি তাহাদের উপর আপন হইতেই অধিক সম্মান পাইয়া আসিয়াছে। ভারতবাসীর প্রতিকর্ম্মেই ইহার পরিচয় বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। অধুনাতন দ্বিচক্র যানারোহণে পটু হইলে, ব্যবহারোপযোগী যন্ত্রাদির স্ক্রুপ বসাইতে পারিলে, ক্রিকেট খেলায় নিপুণ হইলে, ঘোড়ায় চড়া, শারীরিক ব্যায়ামে কৃতকর্ম্মা হইলে, নৌকার দাঁড় বহিতে পারিলে সম্মানার্হ হইতেছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা তাঁহাদের বলিয়া দিতেছে মনোরাজ্যে উন্নতি করিয়া যে ফলোদয় হয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে ব্যবহারিক ফল লাভ করিতে পারিলেও তদপেক্ষা অধিক ফল হইতেছে। তর তমতা বিচার করা ব্যক্তিগত স্বানুভূতি ধর্ম্ম হইতে উদয় হয়। রুচি পরিবর্ত্তন করিয়া সকলেই যে সমরুচি সম্পন্ন হইবে এরূপ আশা করা যায় না। তবে সামাজিক সোপানের ঊর্দ্ধতম স্তরে স্থাপিত ভারতবর্ষের সামাজিকগণের মতে মানসিক রাজ্যে পারদর্শিতা ও অন্যান্য বিষয়ে নৈপুণ্যের সহিত তুলনা করিলে তাঁহারা মানসিক পারদর্শিতারই পক্ষপাতিতা করিবেন। পূর্ব্বেই বলা হইল যে ব্যক্তিগত রুচি হইতে শ্রেষ্ঠ বা অপকর্ষ প্রভৃতি নির্ব্বাচন হয়। মানব ব্যতীত অপর প্রাণীতেও ঐ সকল বিষয়ে বাহ্যিক পারদর্শিতা দেখা যায়। যে সকল মানবের রুচি এ বিষয় ভারতীয় রুচির বিপরীত দিকে প্রধাবিত হইতে দেখা যায়, যে সকল স্থলে তাঁহাদের মানবেতর প্রাণীর সহিত সহানুভূতি আছে বলিতে হইবে। গেরেলা প্রভৃতি পশুতে মানব অপেক্ষা বাহ্যিক চাঞ্চল্য অধিক দেখা যায় মানব ঐ প্রকার চাঞ্চল্যের দিকে গেলেই যে অধিক পৌরুষবিশিষ্ট হন যাঁহারা মনে করেন সেইরূপ উন্নতি প্রয়াসীর নিকট ভারতবাসী নিতান্ত অলস সামাজিক শক্তিবিহীন নিস্তেজ ও মনুষ্য নামের অযোগ্য হইয়া পড়িতেছেন। ইঁহারা বলেন কেবল মানসিক অনুশীলনই এই ব্যাধির আকর। যাহা হউক তাঁহাদের খর্ব্বদৃষ্টি সুদূরে কার্য্যক্ষম হইলে সুখের বিষয় হয়। যে চাঞ্চল্য জ্ঞাপিকা বৃত্তিগুলির অনুকরণ অখিল মঙ্গলের কারণরূপে প্রতিভাত হইতেছে ভবিষ্যতে সেই প্রকার চাঞ্চল্যের দ্বারা মানব ধর্ম্মের উদ্দেশ্য কতদূর সাধিত হইবে বুঝিয়া রাখিতে দোষ নাই। বালচাপল্য যেরূপ

বালকেরই শোভা পায়, প্রৌঢ় সমীচীন বিজ্ঞ ব্যক্তিতে দেখা গেলে দোষের বিষয় হয় তদ্রূপ বন্য পশুজীবনের পরেই উত্থানশীল প্রাণী নবীন সভ্যতায় মনুষ্য বলিয়া আত্মাভিমান প্রকাশে সুখী হন। তাঁহাদের পক্ষে পাশব জীবনের দুই চারিটা বৃত্তি সঙ্কুচিত না হইলেও ঐ বৃত্তিগুলিকেও নিজ নিজ সম্মান রক্ষার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় বৃত্তি বলিয়া স্থাপনের আবশ্যক হয়। ভারতের ঐ অবস্থা অনেক দিন হইল গত হইয়াছে। চপলতার গতি দেখিয়া শুনিয়া একটু শান্তিময় জীবনই ভারতবাসীর ভাল লাগে। তাঁহাদের মধ্যে বিবুধগণ বালোচিত চাঞ্চল্য দূর হইতে দর্শন করেন। অনধিকারীর যোগ্যতা লাভের পূর্ব্বে বিরুদ্ধ উপদেশ করিতেও প্রয়াস পান না। পক্ষান্তরে মানসিক অনুশীলন ত্যাগ করতঃ শৃঙ্গোৎপাটন পূর্ব্বক গোবৎস হইবারও বাসনা করেন না।

মানসিক ক্রিয়া ব্যতীত বাহ্যিক মানব ক্রিয়া অধিককাল স্থায়ী হয় না। ভারতে দাঁড় বহিয়া, কাপড় বুনিয়া, ধনুর্বাণ ছুড়িয়া, মৃত্তিকা খনন করিয়া, ঘট নির্ম্মাণ করিয়া তত্তৎকালোপযোগী অনেক ব্যবহারিক ক্রিয়া সাধন পূর্ব্বক অনেকে অবশ্যই বিবরাদি শিল্পী পশুগণের ন্যায় মহৎ হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই কিন্তু তাঁহাদের সমাচরিত ক্রিয়া ভারতের চিন্তাশীল মনীষীগণের ক্রিয়া ফলের সহিত তুলনায় ভারতবাসীমাত্রেই ন্যূনাধিক মনোজীবিগণকে আদর করিবেন। তাঁহারা শিল্প জীবিগণকে হীন চক্ষে দেখিতেন এবং তজ্জন্য শিল্পজীবিগণ তাঁহাদের নিকট উৎসাহ পান নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রুচিভেদে গুণের আদর সম্পূর্ণ বিভিন্ন তৌলমানে পরিমিত হয়।

চেতন বিশিষ্ট জীবের চিদভিমানই প্রয়োজন। চৈতন্য বিশিষ্টের যে সকল অচেতন পদার্থ আয়ত্তাধীন হইয়াছেন তাহার প্রভু বলিয়া অভিমান করা অপেক্ষা সঙ্কুচিত চেতন ধর্ম্মকে স্বাভাবিক করিবার প্রয়াস পাওয়াই চৈতন্যের সদ্ব্যবহার। দুর্ব্বল অচেতন পদার্থ অবশ্যই চেতন পদার্থের অধীন। তাহার উপর আধিপত্য করিবার প্রয়াস করিলে কৃতকার্য্য হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু সেজন্য আত্মবিস্মৃতি বাঞ্ছিতকর নহে। চৈতন্য রূপ সুবর্ণের দ্বারা সৌবর্ণোচিত ক্রিয়ার পরিবর্ত্তে গহ্বর পূরণ করিতে যাওয়া বিশেষ প্রশংসার বিষয় নহে। পাশ্চাত্য রাজ্যের কোন দার্শনিকপ্রবর বলিয়াছেন যাহা তোমার আছে তজ্জন্য অভিমানের আবশ্যক নাই, তুমি যে বস্তু তজ্জন্যই শ্লাঘা কর। বাক্যটী বিশেষ সারবান্।

কর্ম্ম সকল জ্ঞানের অধীন। জ্ঞান, কর্ম্মাদি অপর কোন বস্তুর অধীন নহে। তবে জ্ঞানের আদর না করিয়া কর্ম্মাদিকে অযথা বাড়িতে দিলে জ্ঞানের পূর্ণ সত্তাকে খর্ব্ব করিয়া কর্ম্মের অধীন প্রতিম করিবার প্রয়াস পাইবে। জ্ঞেয় পদার্থ জ্ঞানাত্মক হইলেই বিশুদ্ধ জ্ঞানের বিকাশ হয়। জ্ঞেয় পদার্থ জড়ের সংসর্গজনিত হইলে, জ্ঞান ও জড়ীয় বা প্রাকৃত জ্ঞানে পরিণত হয়। এই সিদ্ধান্তে প্রকৃতিবাদী ও অধ্যাত্মবাদী দ্বিবিধ বিভাগে পরিলক্ষিত হন। অধ্যাত্মবাদী জড় দ্রব্য ব্যতীত বা জড় সহায় বিহীন হইয়া জ্ঞানের ক্রিয়াই বিশুদ্ধ জ্ঞানের পরিস্ফুরণ বলিয়া থাকেন। প্রকৃতিবাদীর মতে জড়ই নিত্য এবং জড়ের নানা ধর্ম্মের মধ্যে জ্ঞাতৃত্ব একটী মাত্র।

প্রকৃতিবাদী ও অধ্যাত্মবাদী উভয় সম্প্রদায়ই সামাজিক বা ঐহিক এবং অপ্রাকৃতিক বা পারলৌকিক ধর্ম্মদ্বয়ের পার্থক্য দেখিতে পান। অধ্যাত্মবাদী প্রথমটীর অপেক্ষা শেষটীর উপাদেয়ত্ব উপলব্ধি করেন। প্রকৃতিবাদী শেষটীকে উপেক্ষা করেন।

ধর্ম্ম বলিতে কি বুঝায় তদ্বিষয়ে একটু পূর্ব্বেই আলোচনা আবশ্যক। কোন পণ্ডিত বলেন ধৃ ধাতুর অর্থ ধারণ করা। এই প্রকার ধাতুর অর্থ হইতে ধর্ম্ম শব্দের এক প্রকার ভাব আসিয়া পড়ে। কেহ কেহ বলেন ইতিহাসে এবং ব্যবহারিক জগতে ধর্ম্ম শব্দে যেরূপ ভাব পাওয়া যায় তাহাই ধর্ম্ম শব্দের প্রকৃত অর্থ। আবার অপর শ্রেণী বলেন যে ধর্ম্মশব্দে জগতে যাবতীয় জাতির মধ্যে যে সকল ভাব বুঝায় ঐ সকল গুলি একত্র করিয়া একটি নির্দ্দোষ সংজ্ঞা দ্বারা ধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা নিরূপণ আবশ্যক। মুরারেশ্চতুর্থপন্থাবলম্বীগণ এই তিনটীতে সন্তুষ্ট না থাকিতে পারিয়া তাঁহাদের নিজের নিজের ধারণাকেই ধর্ম্ম, তদতিরিক্তকে অধর্ম্ম জ্ঞান করেন। এই প্রকার সর্ব্ববাদীর মনস্তুষ্টি করিয়া সংজ্ঞা করিতে গিয়া গোলোযোগ অধিক বাড়িয়া যায়। ধর্ম্মশব্দের সাধারণ বিচার লইয়া এস্থলে গোলোযোগ বৃদ্ধি করিবার পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষে বিশেষত বঙ্গদেশের ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনাই উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষীয় এবং বিশেষতঃ বঙ্গদেশীয় ধর্ম্ম আলোচনা প্রসঙ্গ হইতেই আমাদের ধর্ম্ম শব্দের ব্যবহার দ্বিতীয়বিধির অনুগামী হইল বলিতে হইবে।

কাশ্যপজাতির ভারতে প্রথম অবস্থান কাল হইতে তাঁহাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ দ্রব্যগুলি তাৎকালিক সংজ্ঞায় অভিহিত হইতে লাগিল। দেবাসুর যক্ষরক্ষাদির অভ্যুদয় কালের অব্যবহিত পরেই তাঁহাদের অধস্তনগণ কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বস্তু ও ব্যবহারের পক্ষপাতী হইলেন। অংশুমানের তেজ, অগ্নির দাহিকাশক্তি, মরুদগণের সঞ্চালনশক্তি প্রভৃতি বিশিষ্টতা তাহাদের নিকট আদরের সামগ্রী হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন শক্তিবিকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদের মহত্ত্ব চমৎকারিতা ও উপাদেয়ত্ব অন্যদ্রব্যের তুলনায় দ্রব্যবিশেষে আরোপিত হইতে লাগিল। মহত্ত্ব ও উপাদেয়ত্ব হৃদয়ে পরিপূরিত হইয়া বাহ্যিক ক্রিয়াতে পরিণত হইল। প্রশংসাসূচক গীতিদ্বারা ও অন্যান্য ব্যবহারিক সম্মান দ্বারা বিশিষ্টদ্রব্যাদি পূজিত হইতে লাগিল। ক্রমে তাঁহাদের সন্তানগণ পিতৃপিতামহগত ব্যবহারিকভাব সম্বর্দ্ধিত পুষ্ট ও স্ব স্ব রুচি ও জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তন করিতে নিযুক্ত হইলেন। দেবগণের মধ্যে কেবল আম ফলমূলাদি ভক্ষণ করিবার পরিবর্ত্তে অগ্নির সাহায্যে পক্ক করতঃ কোন কোন দ্রব্য গ্রহণ করিবার প্রথা স্থাপিত হইল। অরণ্যবাসী ঋষিগণ তাঁহাদের সহিত সৌহার্দ্দে বদ্ধ হইয়া নন্দনকাননাধিষ্ঠিত ইন্দ্রাদিদেবতাকে নিমন্ত্রণ করতঃ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান দ্বারা দেবোচিত পক্ক ভোজ্য প্রস্তুত পূর্ব্বক তাঁহাদের সন্তর্পণানুষ্ঠান প্রয়াস করিতেন। কালব্যাপী দেবাসুর সমরে দেবাসুরগণ ক্রমে ক্রমে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিরামলাভ করিলে এই ঋষিসন্তানগণ নিমন্ত্রণার্হ ইন্দ্রাদি দেবগণের অভাবে তাঁহাদের উদ্দেশ্যে গীতি প্রস্তুত করিয়া প্রাকৃতিক দেবতারশক্তি বর্ণনের ন্যায় তাহাদের ক্রিয়াকলাপ গান করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান ব্যাপারে রত থাকিতেন। ইন্দ্রাদি দেবগণের সময়

হইতেই দেবাতিরিক্ত কতিপয় ক্ষিতিপাল দেবগণের অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সন্তানগণই পরে সূর্য্যচন্দ্রাদি ও মানববংশের বংশধর বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। যেকালে কাশ্যপান্বয়জাত ঋষিনন্দনেরা তাঁহাদের অন্যতম শাখা স্বর্গবাসী দেবগণের অভ্যর্থনা করিয়া প্রাকৃতিক দ্রব্যের চমৎকারিতা-সূচক গীতি ও আগন্তুকগণের কীর্ত্তি গান করিয়া আপ্যায়িত করিতেন, যজ্ঞ কার্য্যে আহূত দ্রব্যাদি দ্বারা আহার করাইতেন ও আনন্দপ্রসবিনী সোমলতা দ্বারা মন প্রাণ উন্মত্ত করাইতেন সেই সময়ে দেবগণের বিরুদ্ধ সম্প্রদায় অসুরগণ ঋষিগণের নিকট হইতে ঐরূপ ভাবেই আদর আশা করিতেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ ঋষিগণকে গবাদি পশু, কামিনী ও হিরণ্যদান, ক্ষেত্রে জলসেচন প্রভৃতি কার্য্যে বিবিধ প্রকারে সাহায্য করিয়া তাঁহাদের প্রীতি আকর্ষণ করিতেন। অসুরগণের প্রতি যাহাতে ঋষিগণের বিদ্বেষ সংরক্ষিত হয় পক্ষান্তরে দেবগণের প্রতি অক্ষুণ্ণ প্রীতিবর্দ্ধিত হয় তজ্জন্য দেবগণও তাঁহাদের আয়ত্তাধীন বস্তু প্রদান করিয়া শত্রুহস্ত হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার যত্ন করিয়া অশেষ প্রকারে তাঁহাদের কল্যাণ কামনা করিতেন। দেবাসুর জাতি পরস্পর বিবদমান হইয়া বহুবর্ষব্যাপী সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পরিশেষে তাঁহাদের বংশধরগণ শিথিলবিক্রম হইয়া প্রচীন শৌর্য্যবীর্য্য সংরক্ষণে অপারগ হইলেন। স্ব স্ব সামর্থদ্বারা ঋষিগণের উপকার সাধনে অক্ষম হওয়ায় দেবমাহাত্ম্যে পরিচিত না হইয়া দেব সংজ্ঞামাত্র রক্ষা করিতে লাগিলেন। তদবধি অদ্যাপিও ভারতবর্ষে কালের অপ্রতিবন্ধ ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করিয়া দেবসংজ্ঞা রক্ষিত হইয়াছে।

দেবগণের লৌকিকী তনুর অভাব হইলে গীতি বাক্য দ্বারা তত্তদ্দেবের উদ্দেশে আহ্বান করা হইত। পূর্ব্বে দেবগণের সমক্ষে সবিতৃ, অগ্নি ও মরুৎ প্রভৃতি শক্তিধৃক্ দেবগণের মহত্ত্ব গীত হইত, হৃদয়ের উচ্ছাসাদি ব্যক্ত করিয়া উপাসনা ক্রিয়া সাধিত হইত, এক্ষণে সজীব দেবগণের অনুপস্থিতিতে শরীরধারী দেবগণের মাহাত্ম্য প্রাকৃতিক দেবগণের শক্তি বর্ণনায় সামঞ্জস্য লাভ করতঃ উভয় শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য বিদূরিত হইল। ইন্দ্র, মিত্রাবরুণ, উপেন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বিশ্বেদেবগণ প্রভৃতি সবিতৃ, আদিত্য, অগ্ন্যাদি দেবতার মধ্যে পরিগণিত হইয়া গেলেন। ক্রমশঃ পাণ্ডিত্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কেবল যে কাশ্যপ ও অন্যান্য আর্য্য জাতির অস্তিত্ব অন্ধকারের ন্যায় তিরোহিত হইয়া প্রাকৃতিক দেবগণের সহিত সমতা লাভ করিল এরূপ নহে আধস্তনিক গণের দ্বারা সজীব দেবগণ অধ্যাত্মীকৃত হইয়া গেলেন। ক্রমশঃ এই বিশ্বাস এরূপ বদ্ধমূল হইতে লাগিল যে পৌরাণিক ঐতিহাসিকগণের প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনা রূপকে পরিণত হইল। জ্ঞান চর্চ্চার প্রীতি এতদূর প্রসারিত হইল যে ঘটনাবলী সমস্তই রূপক ব্যতীত ঐতিহাসিক সংশ্রব গন্ধ রহিত বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইল। সবিতৃ, অগ্নি প্রভৃতি কতিপয় সংজ্ঞা কেবল প্রাকৃতিক দেবের মধ্যে আবদ্ধ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ঐ সকল সংজ্ঞায় কাশ্যপান্বয় জাত জৈব শরীর বিশিষ্ট দেবতাগণ ছিলেন বলিয়া বেদাদি শাস্ত্র প্রমাণ করে। বেদাদি শাস্ত্রের মন্ত্রগুলি, শাস্ত্র সংগৃহীত হইবার বহুপূর্ব্বে ঋষিগণের কণ্ঠে অবস্থান করিত। ঋষিকণ্ঠ হইতে সংগৃহীত সংহিতাশাস্ত্রে

সুশৃঙ্খলভাবে কালের প্রতি সুবিচার করিয়া পর পর মন্ত্রগুলি সঙ্কলিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। ঐ সকল সংহিতা পাঠ করিয়া অনেক মন্ত্র হইতে শরীরী দেবের প্রমাণ পাওয়া যায় আবার দেবগণকে অশরীরী প্রমাণ করিবার ইঙ্গিত একেবারে নাই এরূপ বলিতে পারা যায় না। তনুবিশিষ্ট দেবগণ আধস্তনিকগণের দ্বারা অধ্যাত্ম শরীর লাভ করিয়া থাকিলেও তাঁহাদিগের জীবিতকালে প্রাকৃতিক চমৎকারিতা আদৃত, পূজিত বা প্রশংসিত হইত। কিরূপভাবে এই প্রীতি প্রদত্ত হইত তাহা তাঁহাদের অনুষ্ঠান হইতেই প্রতীয়মান হয়। সুভোজন বড়ই উপাদেয়। যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সুখাদ্য প্রস্তুত, গীতি দ্বারা মানসিক প্রোৎফুল্লতা সাধন ও প্রার্থনা দ্বারা ঈপ্সিত ফল লাভের বিশ্বাসই তৎকালে উচ্চতম ব্যবহার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। আধস্তনিকগণের নির্দ্দিষ্ট আচার ও ব্যবহার ক্রমে পূর্ব্ব পুরুষের ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত অধিকার লাভ করিল। যেরূপ জীবিত দেবগণের অভাবে মন্ত্রাত্মক দেবের অস্তিত্বের মর্য্যাদা করা হইত সেই প্রকার ঋষি নন্দনগণ ও নগরবাসী রাজন্যগণ স্ব স্ব পিতৃ পিতামহের উদ্দেশে ভোজ্য দ্রব্য উৎসর্গ আরম্ভ করিলেন। এই প্রক্রিয়াই শ্রাদ্ধাদি বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের সুবিশাল শাখায় পরিণত হইল। দেবলোকের অধিবাসীগণের নিম্নস্তরেই পূর্ব্ব ঋষিগণ ইহজীবন ত্যাগ করিয়া পিতৃলোকে নিবাস স্থাপন করিলেন। নির্দ্দিষ্ট আচারাদি পালন না করিয়া যাঁহারা সামাজিক বিশৃঙ্খলতা সাধন করিতে পশ্চাৎ পদ হন নাই তাঁহাদের প্রেতলোকে স্থান নির্ণীত হইল। শ্রাদ্ধাদি সুনিষ্পন্ন না হইলে পিতৃলোকের প্রেতলোক প্রাপ্তি ও অভুক্ত অবস্থায় অবস্থান এই বিশ্বাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়াছিল। আজও অতিপ্রাচীন আর্য্যাচার অক্ষুণ্ণভাবে সংরক্ষিত হইতেছে। আর্য্যগণের অতি প্রাক্কালের বিশ্বাস লয়প্রাপ্ত হইবার পরিবর্ত্তে তাহার বিরুদ্ধে বিশ্বাসগুলিও অবিরুদ্ধভাবে ক্রমশঃ অনুজের ন্যায় অনুসরণ করিতেছে মাত্র। প্রাচীনতার গৌরব ভারতবাসী যেরূপ রাখিতে শিখিয়াছেন জগতে ঐরূপ আর একটী জাতি নাই যাহারা এ বিষয় তাঁহাদের সহিত স্পর্দ্ধা করিতে সমর্থ হয়। তাই বলিয়া ভারতবাসী সত্যের মর্য্যাদা, বিশ্বাসানুকুল ব্যবহার অনুগমন করিতে একমুহূর্ত্তের জন্য দুর্ব্বল জাতির ন্যায় কপটতা আশ্রয় করিয়া দ্বিহৃদয়তার পরিচয় দিবার আবশ্যক মনে করেন নাই। ব্যবহারাত্মক কর্ম্মপ্রাধান্য বিজ্ঞানাত্মক জ্ঞানপ্রদীপে দগ্ধ হয় নাই; প্রাক্‌ব্যবহার সম্যক্ রক্ষা করতঃ দর্শনানুশীলন বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বেদশাস্ত্রের সর্ব্বপ্রাধান্য, ঋষিনন্দন ব্রাহ্মণগণের সামাজিক শ্রেষ্ঠতা, শ্রাদ্ধযজ্ঞাদির ঔৎকর্ষ আজও প্রত্যেক ভারতবাসী আর্য্যসন্তানগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। জ্ঞানের বহুসহস্রব্যাপী প্রবলস্রোতসত্ত্বেও প্রাচীন ব্যবহারিককর্ম্ম আজও প্রত্যেক ব্যবহারিক জীবনে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিতি করিতেছে। বসুমতির অন্যান্য প্রদেশের প্রাচীন ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে তত্তৎপ্রদেশের অধিবাসীগণের প্রাচীন গৌরব মহত্ত্ব, আচার, ব্যবহার, জাতীয়তা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতঃ এক্ষণে নবীন পরিচয় দ্বারা তাহাদের সুযোগ্য সন্তানগণ আত্মশ্লাঘা করিয়া থাকেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে তাহাদের কর্ম্মশাস্ত্রগুলির দৃঢ়তা নিতান্ত ভগ্নপ্রবণ, পরিণামদর্শিতা নিতান্ত খর্ব্ব ও ঘাতপ্রতিঘাত সহিষ্ণুতা ধর্ম্ম বর্জ্জিত। পরিণতি পর্য্যবেক্ষণ করিলেই যোগ্যতা উপলব্ধি হয় এই মহাসত্যদ্বারাই

ভারতীয় আর্য্যজাতির জাতীয়তা, আচার প্রভৃতি কর্ম্ম শাস্ত্রান্তর্গত ব্যবহারিক ধর্ম্ম বিচারিত হইলে সিদ্ধান্ত পাওয়া যাইবে।

কর্ম্মযুগের অবসানে জ্ঞানযুগের প্রবৃত্তিতে যাবতীয় ব্যাপার জ্ঞানমূলক হইল। ব্যবহারিক ধর্ম্ম জ্ঞানচক্ষে পরিদৃষ্ট হইয়া জ্ঞানময়তা লাভ করিল। জ্ঞানানুশীলনক্রমে জীবের সত্ত্বা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইলে সুখদুঃখ বিচারের দিন আসিল। কাহার দুঃখ কি দুঃখ প্রভৃতি বিচারে ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ ত্রিবিধ বস্তুজ্ঞান বিবেকী মানবের হৃদয় তন্ত্রীতে আঘাত করিল। বাহ্যিক কার্য্যের প্রতি অনুরাগ হ্রাস হইয়া চিন্তাস্রোত প্রখরভাবে এই সকল বিষয় আন্দোলনে নিযুক্ত হইল। প্রত্যেকেই স্ব স্ব বিবেকদ্বারা প্রধাবিত হইয়া সন্দেহকণ্টকের মধ্য দিয়া নিজের নিজের চলিবার মত পথ উদঘাটন করিয়া লইলেন। কাযেই মুনিগণের রুচিভেদে, বুদ্ধিভেদে, সুবিধাভেদে, পারদর্শীতাভেদে নির্দ্দিষ্ট প্রশ্নের মীমাংসা এক না হইয়া অনেকত্ত্বে পরিণত হইল। তত্তৎকেন্দ্রে অবস্থিত হইয়া অবলোকন করিলে সকলেরই সিদ্ধান্ত বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত রূপে পরিগৃহীত হইতে পারে। কক্ষাভেদ সংঘটিত হইলে কোন মীমাংসাকেই শুদ্ধ বলা যাইতে পারে না। সমবৃত্ত কেন্দ্রে অবস্থিত হইয়া অবলোকন করিলে তাহাদের মধ্যে বৈষম্য সম্ভাবনা নাই। বিচারকের স্থানগত বৃত্তগত ভেদ হইতেই পরস্পরের মধ্যে বিবাদ।

দেব ও ঋষিগণের সম্মত আচার ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে লোকায়তিক সম্প্রদায়ও অল্পে অল্পে স্থান পাইতে লাগিল। বেণাদি রাজন্য নিচয়ের বিরুদ্ধ মতেও প্রবিষ্ট হইতে লোকের অভাব হইল না। এই উভয়দলই বৈদিক সমাজের বিরুদ্ধে স্ব স্ব যুক্তিবলে প্রভাব স্থাপন করিল। সামাজিকের নিবদ্ধ বহুজন সমাদৃত একটী নির্দ্দিষ্ট পন্থা সংরক্ষিত হইবার প্রয়াস বিরুদ্ধ দলের আক্রমণের দ্রব্য স্বরূপে পরিণত হইল। এই বিপ্লবের দ্বারা তাৎকালিক বৈদিকসমাজের ক্ষতি হইলেও সেই কাল অবধি বেদানুগ ব্যক্তিগণের মধ্যে যুক্তিদ্বারা আত্মরক্ষার জন্য প্রতিবাদিকে বুঝাইবার আবশ্যক হইল। তাঁহাদের প্রত্যেক ব্যবহার প্রত্যেক অনুরাগেরও শ্রদ্ধার বিষয়ের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদীর নিকট কৈফিয়ৎ দিতে হইল। ইহাতেই সমাজের অনেককেই শেমুষীবৃত্তিবলে ক্রিয়াগুলির আবশ্যকতা স্থাপন করিতে হইল। ঋষি চার্ব্বাক যুক্তিবলে পূর্ব্বাচারের বিরুদ্ধে চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। তাঁহার প্রয়াসও একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। দেবগুরু বৃহস্পতি যে মতের প্রধানসহায় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন, সেই বেদ বিরুদ্ধ কর্ম্মপদ্ধতি বিনাশক মতের প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে উপনিষদ্ প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের অস্তিত্ব আর্য্যহৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। আত্মানাত্মবিবেক, একবস্তুবাদ, পুরুষপ্রকৃতিবাদ, শক্তি শক্তিমৎ সিদ্ধান্ত অনেক বিষয়ে অস্ফুট থাকিলেও বিবেকীগণের মহৎহৃদয় লোকায়তিকের তীব্র সিদ্ধান্ত অবগত হইয়াও আত্মার অক্ষয়ত্ব, অমরত্ব উপলব্ধি করিয়াছিল। মানব যতই শেমুষীবৃত্তি পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিলেন তাহার ফলস্বরূপ তিনি বুঝিলেন যে তাঁহার বর্ত্তমান পরিচয়েরও দুইটী ভাগ আছে। একটী বাহ্যিক কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সমষ্ট্যাত্মক শরীর যাহা জড়ীয় উপাদান হইতে

গঠিত চেতন রহিত। অপরটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সমষ্ট্যাত্মক চেতনবিশিষ্ট দ্রব্য, শরীর হইতে ভিন্ন। একটীর ধর্ম্ম দর্শন অপরটী দৃশ্য ব্যতীত আর কিছুই নয়। সুখ দুঃখের সমস্যা যেকালে ভারতীয় আর্য্য হৃদয় বিলোড়িত করিতেছিল তখনকার নিরূপিত ধর্ম্মগুলি অধিকাংশই কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কৃত্য অতএব কর্ম্ম প্রধান বলিয়া মানবের অপর পরিচয় দ্বারা ধর্ম্মানুশীলন বা অনুকুলগ্রহণ করার পন্থা নির্দ্দিষ্ট হইল। অতএব ধর্ম্মজগতে প্রবেশ লাভের জন্য দুইটী ভিন্ন মার্গ ভারতীয়গণের মধ্যে ব্যবস্থাপিত হইল। এই মার্গদ্বয়কে বিচারাধীন করিয়া তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে তাহাদের উচ্চ আসনের খর্ব্বতা অবশ্যই সাধিত হয়। কিন্তু যে বিষয়ের কোন অংশ লেখনীর বর্ণনাতীত, বিচারের পরপারে স্থিত, প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয়াদির অগ্রাহ্য, অলৌকিক ভাবপুষ্ট এরূপ বিষয়েরও কিঞ্চিৎ উল্লেখ না করিলে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গের পরম পরিণতি যাঁহারা অকৈতবে সূক্ষ্মভাবে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন তাঁহারা কর্ম্ম ও জ্ঞানের প্রাকৃতিক হেয়াংশ ত্যাগ করতঃ পরম প্রীতিময়ের উদ্দেশে কর্ম্ম পরম প্রীতিময়ের বিজ্ঞান অনুশীলন করতঃ বিবাদ হইতে দূরে থাকিয়া অপ্রীতি মিশ্র কর্ম্ম জ্ঞানাত্মক মার্গকে আলিঙ্গন না করিয়া প্রীতির আশ্রয়েই পরম প্রীতিলাভ করিয়াছেন। কর্ম্মাসক্তি, জ্ঞানপিপাসা প্রভৃতি যতই উচ্চ হউক না, উপাদেয়লাভই তাহাদের প্রাণস্বরূপ। কর্ম্মাসক্তি জ্ঞানপিপাসা উপাদেয় লাভের জন্যই সাধিত হয়। তাহাদের উৎকর্ষতা থাকিলেও পরমোৎকর্ষের নিকট পরাজিত। উপাদেয় গ্রহণমার্গেরই ঐ দুইটী নিম্নস্তর মাত্র। যাঁহারা কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গে অকৈতবে ভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহারা ঐ দুইটী অন্তরালে বিচরণ করিয়াও উপাদেয়-গ্রহণ-মার্গ লাভ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। উপাদেয়-গ্রহণ-মার্গ লাভ করিবার জন্যই রুচিভেদে অবস্থাভেদে কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গের প্রবর্ত্তন। যাবতীয় দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলনে কর্ম্মকাণ্ডের সৎফলে উপাদেয় গ্রহণ মার্গ ক্রমশঃই পুষ্ট, বর্দ্ধিত ও পল্লবিত হইতে লাগিল। কর্ম্মপারঙ্গতগণের নিবদ্ধ শাস্ত্রে পরম জ্ঞানলব্ধ আত্মবিদ্‌গণের সারবিজ্ঞানে সাধারণের অলক্ষিত পরমোপাদেয় সর্ব্বকর্ম্মজ্ঞানাধার লক্ষিত হইলেন। আর্য্যাবর্ত্তের দেশ বিশেষে কশ্যপতনয় উপেন্দ্রের, কোথাও বা সেবকবৎসল নরসিংহের, কোথাও বা দশরথ নন্দন রামচন্দ্রের সেবা করিয়া তত্তৎদেশবাসীগণ আত্মপ্রীতি লাভ করিতেন। দাক্ষিণাত্যে কোথাও বা মৎস্যরূপীর, কোথাও বা কূর্ম্মরূপীর, কোথাও বা বরাহরূপীর, কোথাও বা সত্বগুণাধার নারায়ণের কোথাও বা নরসিংহের পূজায় মঙ্গলময়ের পূজা হইতে লাগিল। স্থানবিশেষে কোথাও বা পরশুরাম কোথাও বা কার্দ্দমেয়ের, কোথাও বা নরনারায়ণের, কোথাও বা শালগ্রামাদি সত্ত্বগুণাশ্রয়ের পূজায় প্রীতিলাভ হইল।

সঙ্গে সঙ্গে নর্ম্মদাতটে বিন্ধ্যের দক্ষিণে আর্য্যাবর্ত্তের স্থানে স্থানে লিঙ্গরূপীয় সেবা, ত্রিপুর হরের পূজা, কাল ভৈরবের উপাসনা প্রভৃতিরও স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। কাশ্যপ বিষ্ণুর সত্ত্বগুণ রজ্জুতে বদ্ধ হইয়া মূর্ত্তিভেদে লীলাভেদে প্রকটভেদে চতুর্ব্বিংশতি প্রকার সাধক ভারতে ব্যাপ্ত হইলেন। ইহারা পরস্পর ভিন্নরসাশ্রিত হইলেও পরমবিষ্ণুই সকলের রজ্জু স্বরূপ। তাঁহারই

অবতার বলিয়া এই উপাস্যগণ পূজিত হইলেন। রুদ্রদেবের ভিন্ন মূর্ত্তি ও প্রাকট্যভেদ থাকিলেও বৃষভবাহন, লিঙ্গরূপী, দেবীপদাবলম্বী প্রভৃতি হইয়া নানা উপায়ে পূজিত হইলেও মহেশ্বরের অবতাররূপে প্রকটিত হওয়া দর্শনশাস্ত্রপোষিত সাধকোপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। মূর্ত্তিদ্বারা অবতাররূপে ব্রহ্মার পূজার তাদৃশ প্রচার হয় নাই। ব্রাহ্মণের বর্ণগত পরিচয় আরম্ভ হইতেই ব্রহ্মার পূজা সর্ব্বলোক পিতামহত্ত্ব তাহাতেই সংশ্লিষ্ট ছিল। জগৎকর্ত্তৃত্ত্ব, জীবস্রষ্টৃত্ব প্রভৃতি কর্ম্মপ্রারম্ভ সকল তাঁহাতেই আবদ্ধ। হংসবাহন ব্রহ্মা মূর্ত্তিমান হইয়াও অনেক স্থলে পূজিত হন কিন্তু বিষ্ণু ও রুদ্রের ন্যায় তাঁহার উপাসক সংখ্যার ঐরূপ ভাবে বিস্তৃত হয় নাই। ব্রহ্মা ব্রাহ্মণের স্বায়ত্তীকৃত দেবতা, এজন্যই উহার প্রচার তাঁহাদের মধ্যেই বাক্যেরদ্বারা আবদ্ধছিল। সর্ব্বসাধারণের লক্ষ্যরূপে গৃহীত হয় নাই। মূর্ত্তিপূজা, উপাসনা, ব্রতাদিপালন, খাদ্যাখাদ্যবিচার, ব্রাহ্মণসম্মানাতি - শয্য, তীর্থসম্মান, চিহ্নধারণ, দানপ্রশংসা প্রভৃতিকয়েকটী আচরণ জ্ঞানমার্গের পরমোন্নতিকালেই প্রবর্ত্তিত হয়। জ্ঞানমার্গের চেষ্টা যে সময় বৈদিক কর্ম্মাসক্তি হ্রস্ব করিতে উদ্যত হইয়াছিল তৎকালেই কর্ম্মমূলা নবীনা চেষ্টা সকল উদ্ভাবিত হয়। উপাদেয়গ্রাহী হেয়ত্ব ত্যাগকরতঃ চিরন্তন স্বাভীষ্ট সিদ্ধকরিতেই ব্যস্ত। অতএব আধুনিক আচার গ্রহণরূপদোষ তাঁহাতে স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় না। পরমপ্রীতির অকৈতব উপাসনায় ঐ গুলি নিযুক্ত হইলে তাহাতে হেয়ত্বের সম্ভাবনা নাই।

দাক্ষিণাত্যে পূর্ব্বকথিত দেবত্রয়ের উপাসনা ব্যতীত তদ্দেশীয় বিশ্বাসানুকূলে দেব্যুপাসনা সঙ্কল্পিত হইল। রুদ্রের অবলম্বনে দেবীমালার উপাসনা প্রতিষ্ঠাপিত হইল। তমগুণের আশ্রয়ে তামসীশক্তির উদ্ভাবনায় দর্শন শাস্ত্রের সহায়ে ব্রহ্মমায়ায় চৈতন্য আরোপণ পূর্ব্বক শক্তিমত্তত্ত্ব খর্ব্ব করিয়া সাধকের বৃত্ত্যনুকূলাদেবী প্রাদুর্ভূতা হইলেন। চৈতন্যময়ের প্রকটাবতারের ন্যায় চৈতন্যময়ীদেবীরও অবতারের অবতারণা হইল। বিভিন্নমূর্ত্তিতে দেবীও দেবত্রয়ের পশ্চাতে স্থান পাইলেন। দেবীকে ভাগবতী বলিয়া শক্তিমত্তত্ত্বের অব্যক্তকল্পনা হইল।

দাক্ষিণাত্যে দেবী যেরূপ চতুর্থস্থান অধিকার করিলেন গণদেবতাপতিও দাক্ষিণাত্যবাসীর বিশ্বাসক্রমে উপাস্য পঞ্চদেবতায় গুম্ফিত হইলেন। গণপতির উপাসনা তৎকালে দাক্ষিণাত্যে অতিপ্রবল ছিল। অপরাপর দেবের অগ্রগণ্য বলিয়া গণদেবতাগণের প্রতি দাক্ষিণাত্যের অগ্রণীর আসন লাভ করিলেন। বৌদ্ধবিশ্বাসমতে গণদেবতাগণের বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে। কালের গতিক্রমে, প্রাদেশিক দেবতার উপাসক বৃন্দের প্রাকৃতিক উন্নতিবলে, বেদোক্ত দেবতা অধ্যাত্মীকৃত হইয়া গেলে, তেত্রিশ কোটী দেবতা গণদেবতা বলিয়া পরিচিত হইলেন। ঢুণ্ডিরাজ তাঁহাদের সকলের উপর আধিপত্যলাভ করিলেন। কার্ত্তিকেয়াদি দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য প্রবলদেবনিচয় ভারতে তাদৃশ ব্যাপ্ত হইলেন না।

প্রাচীন ইতিহাস পুরাণাদিতে সনাতন ধর্ম্মপ্রসঙ্গের সহিত গণপতি ও দেবীর চরিত্র সংযুক্ত হইল। শিবের নানাবিধ চরিত্র ও বিষ্ণুর বিক্রম সকল বিস্তৃতভাবে লিখিত হইল। ব্রহ্মার স্থান

মূর্ত্তিমান্ ব্রাহ্মণগণ স্বায়ত্ব করায় ব্রহ্মার উপাসক সম্প্রদায়ের একপ্রকার অভাব হইল। সত্ত্বরজতমো গুণাশ্রিত দেবত্রয় জ্ঞানপ্রসারণকালে পূজিত হইতেন। ক্রমশঃ ব্রহ্মার ক্রিয়াকলাপ সাধারণ উপাসকবৃন্দ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইল। গণপতি, দেবী ও আদিত্য ব্রহ্মার পরিবর্ত্তে আসন অধিকার করিয়া লইলেন। রাজস শক্তির প্রকাশ ব্রহ্মা উপাসক অভাবে খর্ব্বশক্তিক হওয়া গণেশ সূর্য্য ও দেবীগণের উপাসকগণ স্ব স্ব অভীষ্ট দেবতাকে বিষ্ণু ও রুদ্রের ন্যায় স্থাপন করিয়াছিলেন। এই পঞ্চদেবতা ত্রিদেবের স্থলে অজ্ঞাতসারে অভিষিক্ত হইয়া গেলেন।

অস্ফুট দুর্বোধ্য দর্শনশাস্ত্র সকল নির্ম্মল উপাসকের সমাধিগত নিত্য ভাবসমূহে রসিত হইয়া শুষ্কতা পরিহার করিল। বিশুদ্ধ চিৎ কণাত্মক জীবের পরিশুদ্ধ চিত্তে পরম প্রীতিস্বরূপ জড়গন্ধহীন স্বার্থমলবর্জ্জিত প্রেমবিগ্রহ রসময় শ্যামসুন্দর উদিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মকামী স্বার্থপরায়ণের মোক্ষ কামনা ও কর্ম্মভোগানুরাগীর অনিত্য ক্ষুদ্র জড়ানন্দের ন্যায় গর্হিত হইল। শুষ্কদর্শন নিহিত জ্ঞানময় জীবের ব্রহ্মতা প্রাপ্তি রসাধারের পরমপ্রীতিরাজ্যে খদ্যোতের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। ইতিপূর্ব্বে প্রীতিস্বরূপের প্রচ্ছন্ন বিগ্রহ সাধারণ সকামী কর্ম্মী বা জ্ঞানীর লভ্য ছিল না। কর্ম্ম পারঙ্গতের ও পরমজ্ঞানীর একমাত্র সম্পত্তি স্বরূপ জনমলরহিত সবিশেষ পরমপ্রীতি ক্রমশঃ দুর্ব্বল জীবের ও সুলভ প্রাপ্য হইয়া উঠিল। কর্ম্ম বা জ্ঞান প্রভৃতি উপায় লইয়া যাঁহাদের উপেয় লব্ধ হইত তাঁহারাই চিদ্দর্শনে সত্যং জ্ঞানমনন্তংব্রহ্ম বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম প্রভৃতি জ্ঞানের চরম ফল সবিশেষ ব্রহ্ম লাভ করিলেন। প্রকৃত জড়ানন্দী স্বীয় চিদ্বৃত্তির বিলোপসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া বৌধায়নাদি সবিশেষ বাদীর প্রীতিবিগ্রহকে মায়াধীন করিবার চেষ্টা করিলেন। ধর্ম্ম জগতে এরূপ বিল্পব কোথাও কখনও হয় নাই; এরূপ ভয়ঙ্কর অনিষ্টও কোথাও সাধিত হইবার নহে। রুচিভেদে বিশ্বাসভেদে জগতে দুইটী পরস্পর সংহারী বিপরীতধর্ম্ম ধর্ম্ম নামে চলিতে লাগিল। যেরূপ কেবল জ্ঞানবাদী অজ্ঞ বাহ্যিক ক্রিয়ারত কর্ম্মজড়গণের নিকট বিজ্ঞানাত্মকব্রহ্মের ও চিদনুশীলন ক্রিয়ার উৎকর্ষ দেখাইতে গিয়া বিবাদের আশ্রয় হইয়াছিলেন তদ্রূপ পরমজ্ঞানী লব্ধস্বরূপ আত্মবিৎ, মায়াবিভীষিকায় ভীত, জড়কলুষস্পর্শাশঙ্কায় বিব্রত, জ্ঞানপিপাসুর নিকট পরমপ্রীতি বিগ্রহের অদ্ভুত সচ্চিদঘনানন্দ বিচিত্র লীলার পরমোৎকর্ষতার প্রাকাট্যসাধন করিয়া সমরানল পরার্দ্ধগুণিত করিলেন। ধূম্রমার্গের পথিকের নিকট অর্চ্চিরাদিমার্গের ঔৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয় না। অর্চ্চিরাদিমার্গের ভ্রমণশীলের নিকট প্রীতিমার্গের উৎকর্ষতার উপলব্ধিও তদ্রূপ। অধিকারই ইহার মূলকারণ। আত্মা যেকালে জনমলে আত্মপরিচয় বিস্মৃত হইয়া জড়ভোগবাসনার জন্য ব্যস্ত হয় সেই কালেই তাঁহার কর্ম্মাগ্রহিতা। কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইলে ফলস্বরূপ জ্ঞান কর্ম্মাগ্রহিতার লাঘব করে। পরিশেষে জ্ঞানপিপাসার জন্য ব্যস্ততা। যেকাল পর্য্যন্ত তাহার জ্ঞান লাভের পিপাসা থাকে তৎকাল পর্য্যন্ত আত্মস্বরূপ লাভ হয় নাই জানিতে হইবে। এইকালে তিনি জ্ঞানমার্গের পথিক। জ্ঞানবাদী যেরূপ সহজেই কর্ম্মবাদীর সীমা দেখাইয়া দিতে কষ্ট বোধ করেন না, লব্ধ জ্ঞানীও পর্য্যায়ক্রমে জ্ঞানপিপাসুর

সীমা ও পরাক্রম দেখাইয়া কৃপাপূর্ব্বক তাহাকে লব্ধজ্ঞানশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেন। জ্ঞানাত্মক জীব কিরূপে সম্পূর্ণ বিপরীতপন্থা গ্রহণ করিলেন তাহার একটু আলোচনা করা আবশ্যক। তাঁহাদের মীমাংসা বস্তু এক হইলেও সিদ্ধান্ত ও পরিণতি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। নির্ব্বিশেষ জ্ঞান ও সবিশেষ জ্ঞান অজ্ঞান ও জ্ঞানের ন্যায় পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত।

নির্বিশেষ জ্ঞান শব্দের মৌলিকতা কতটুকু এবং ঐ শব্দ ব্যবহার করিয়া স্বাভীষ্ট কি পরিমাণে সিদ্ধ হইতেছে একবার পরীক্ষা করিলে বিশিষ্টতা ধ্বংস করিবার জন্য আয়াসের আবশ্যক হইবে না। বিচারক দার্শনিক মাত্রেই তাঁহার নির্দ্দিষ্ট জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে ভালমন্দের বিচার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনিদেখিতেছেন যে তিনি দ্রষ্টা তদ্ব্যতীত দ্রব্য মাত্রেই তাঁহার দৃশ্য। জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা দর্শনকার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। করণদ্বারা উপলব্ধি হইতেছে বলিয়াই এই উৎপাত। করণের বিনাশ হইলেই দৃশ্য কর্ম্মের অস্তিতা ফুরাইবে। তখন কেহ কাহাকেও দেখিতে হইবে না। নির্দ্দিষ্ট করণ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেই তিনি আরোও বিশিষ্টতা অনুভব করিতে পারিবেন। তখন একখণ্ড দৃশ্যে নানা দৃশ্য অনুভূত হইবে। অতএব দৃশ্যের অস্তিতা দ্রষ্টার করণ সংগ্রহের উপরেই নির্ভর করে। ত্রিতাপজারিত বিশ্বে এই করণের কারকতায় যাবতীয় সুখদুঃখের আবির্ভাব করাইয়াছে। তাহার সমূল ধ্বংস হইলে সুখ দুঃখের হস্ত হইতে মুক্ত হইবেন। করণের উপর নির্ভর করিয়াই তিনি যাবতীয় ক্লেশ সৃষ্টি করেন। তদভাবেই তাঁহার ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্ত হইবে।

দ্বিতীয় প্রকার এই যে ত্রিতাপক্লিষ্ট জীবের ক্লেশ সমুদয়ই দ্বৈততা নিবন্ধন উৎপন্ন হইয়াছে। এই দ্বৈততা বা বিশিষ্টতা নির্ব্বাপিত করিতে পারিলেই দ্বৈততা পরিহার হেতু পরম উপাদেয় লাভ হইবে।

তৃতীয় প্রকার এই যে জীব শরীরে যে সকল করণ সন্নিবেশিত আছে তাহা অনেক বিষয়ে প্রযুক্ত হইলেও কার্য্যে লাগে না। করণগুলি সসীম বলিয়া তাহার দ্বারা কার্য্য করাইতে গেলে অসীম বস্তুর উপর উহাদের কোন ক্রিয়াই নাই। কাল ও অবকাশ প্রভৃতির সীমা বা স্থূল সূক্ষ্ম জগদ্দ্বয়ের উৎপত্তি প্রভৃতির কোন জ্ঞানই করণ সাহায্যে পাওয়া যায় না।

চতুর্থতঃ করণগুলির ক্রিয়া অবস্থাগত। ইহাদের প্রসূত জ্ঞান সর্ব্বত্র সমান নহে। মাদক সেবনে স্থানীয় অবস্থার ব্যতিক্রমে ইহাদিগের উপর নিত্য বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না।

পঞ্চমতঃ প্রাকৃত বিশেষ ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন যোগ্য অতএব অনিত্য। যাহার পরিণাম আছে তাহার উপর নির্ভর করিলে সুবিধা নাই।

এই প্রকার নানা কারণে বিশেষ ধর্ম্ম নিত্য বস্তুতে অবস্থিত হইতে পারে না। তাহাদের মতে বিশেষ ধর্ম্মে অপ্রীতি অবস্থান করে। অপ্রীতি অপচয়ার্থে সত্যবস্তুতে নির্ব্বিশিষ্টতা কল্পিত হইল। নির্ব্বিশেষ অবস্থাই সত্য পরন্তু বিশিষ্টতা তাহারই ক্ষণিক অনিত্য, অসত্য, বিবাদশীল কাল্পনিক

তাৎকালিক প্রভৃতি গুণ প্রসূত প্রাকৃত মলবিশেষ। ইহাদিগের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া আবশ্যক বিবেচিত হওয়ায় নির্ব্বিশেষাভিলাষীর মনোরথ নানাদিকে দিশাহারা হইয়া ছুটিয়াছিল। প্রথম শ্রেণীর নির্ব্বিশেষবাদী বর্ত্তমানকালের অজ্ঞেয়ত্ববাদ সম্প্রদায়ের মত পোষণ করেন। অপ্রাকৃতিক বিশেষ বা নির্ব্বিশেষ কোন্‌টী সত্য বা কোন্‌টী অধিক প্রীতিপ্রদ এ সম্বন্ধে তাঁহারা কোন প্রকার মত প্রকাশ করেন না। বেণাদি এই প্রকার অজ্ঞেয়তা বাদের পুষ্টিকর্ত্তা। তাঁহারা অপ্রাকৃতিক বস্তুর বৈশিষ্ট্য নিত্যতা প্রভৃতি বিচারের অধীন করিতে অসম্মত। ইহাদের মধ্যে অন্যস্তরে সন্দেহ বাদী অবস্থিত। অজ্ঞেয়তা বাদী ও সন্দেহবাদীর মধ্যে কিছু সামান্য পার্থক্য আছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর নির্ব্বিশেষবাদী অপ্রাকৃত বস্তুর নিত্যতা স্বীকার করেন না। লোকায়তিক সম্প্রদায়, চার্ব্বাকাদি ঋষিগণ প্রভৃতি যাঁহারা প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় ব্যতীত বস্তন্তর স্বীকার করেন না তাঁহারাই দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ। চিদ্ধর্ম্মের অস্ফুট বিকাশ প্রাকৃতিক জড় পদার্থের গুণজাত ইহারা স্থির করিয়াছেন। প্রাকৃতিক অবস্থা ব্যত্যয়ে চিদ্ধর্ম্মের সত্তা সংহার প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ প্রথমশ্রেণীর নির্ব্বিশেষবাদী যেরূপ নিত্য বস্তু সম্বন্ধে কোন প্রকার আন্দোলন করিতে না দিয়া নির্ব্বিশিষ্টতা রক্ষা করেন। তাঁহার অপর শাখাস্থিত সন্দেহ বাদী বস্তু সম্বন্ধে বিচার করতঃ বস্তুকে সন্দেহাত্মক ভূষণে অলঙ্কৃত করেন। অজ্ঞেয়তাবাদী বস্তুকে সন্দেহ বাদীর ন্যায় অধিক ভূষণ পরাইতে প্রস্তুত নন। কিন্তু তিনিও বিশেষের হাত হইতে পরিত্রাণ পান নাই। নির্ব্বিশেষ বাদীগণের মধ্যে তাঁহার বিশেষত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। তন্নিম্নস্তর অজ্ঞেয়তাবাদীর দাঁড়াইবার ভূমি। দ্বিতীয় শ্রেণীর নির্ব্বিশেষবাদী অপ্রাকৃতিক নিত্যদোষরহিত বস্তুর অস্তিতা স্বীকার করেন না। পর্য্যালোচিত দোষ হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাঁহার মীমাংসার মতে স্থির হইয়াছে যে পরিদৃশ্যমান জগতে যে কিছু ক্ষণিক, অনিত্য, বিরোধ ধর্ম্মপূর্ণ, দোষ বিজড়িত, মিশ্র অপ্রীতির অভাব পাওয়া যায় তাহাই যত্নের সহিত সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। যে প্রকারেই হউক ঐ অত্যল্প পূর্ব্বোল্লিখিত দোষরজঃ পূর্ণ দুঃখাভাব সংগ্রহ করিতে বিমুখ হইলে অদার্শনিকের ন্যায় বঞ্চিত হইতে হইবে।

তৃতীয় শ্রেণীর নির্ব্বিশেষবাদী লোকান্তর-বিশেষ রূপ বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন। বিশুদ্ধ বিশেষ রাহিত্য অবস্থা হইলেই অপ্রীতি দূরীভূত হইবে। বস্তুর চৈতন্য ধর্ম্ম অবস্থাগত তাৎকালিক পরিণতি বিশেষ। চৈতন্য বিলুপ্ত না হইলে দুঃখাবসান সম্ভবপর নহে। বোধধর্ম্মের অবস্থানে সুখ দুঃখের আশ্রয় অপরিহার্য্য। প্রাকৃতিক জড় জগতে যেরূপ অবকাশের ব্যাপ্তিতা ধর্ম্ম ব্যতীত আর কোন স্থূল পরিচয় নাই সেইরূপ লোকান্তর-বিশেষরূপ বস্তু রাহিত্য জ্ঞাপন করিতে গিয়া প্রাকৃতিক রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন বিশেষ ধর্ম্ম গ্রস্ত শূন্যের সহায়তায় নির্ব্বিশেষ কল্পনা সুখ দুঃখ পরিহারাত্মক পরম উপাদেয় অবস্থা বিশেষ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সর্ব্বং শূন্যং শূন্যং অবস্থাই নিত্য। তথায় চৈতন্য রূপ বিশেষের অভাব। জড়াভাব হইলে যেরূপ স্থূল বস্তু আশ্রয়হীন হয়, চৈতন্য বঞ্চিত হইলে সেরূপ সূক্ষ্ম বস্তু ও আশ্রয় অপেক্ষা করে না। স্থূল সূক্ষ্মাত্মক দ্বিবিধ দুঃখ নিগড় বিধ্বংস

প্রাপ্ত হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে সেই বিশেষ রাহিত্য অবস্থাই সত্য। শ্রীমচ্ছাক্য সিংহ গৌতম তাৎকালিক গুরু পরম্পরাগত কাপিল শিক্ষা ক্রমে এইরূপ ভাব পোষণ করিয়াছেন।

চতুর্থ শ্রেণীর নির্ব্বিশেষবাদী কপিলের বিশেষণ রহিত প্রকৃতি বা শাক্য গৌতমের শূন্যে তৃপ্ত হইতে না পারিয়া ঐ প্রকৃতি বা শূন্যের অস্তিতাকে ভালরূপে নির্ম্মল করিতে গিয়া বিশেষের দিকে টানিয়া উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট হইয়াছেন। এই প্রকৃতি বা শূন্যের উপর চারটী বিশেষ ভূষণ পরাইয়া বস্তুকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের স্বরূপ কল্পনা করিয়াছেন। চারিটী ভূষণ অপেক্ষা আরোও অধিক অলঙ্কার পরাইতে গেলে তাহা তাঁহার মতে মায়িক কল্পনার রাজ্যে আসিয়া পড়িবে। মায়া বা মিথ্যা কল্পনার পারে তাঁহার বস্তুতে চারি প্রকার বিশেষ থাকে। এই বিশেষ চারটীকে তুলিয়া ফেলিলে তিনি বৌদ্ধ বা কপিল মতের দাস বিশেষে পরিগণিত হন। তৃতীয় শ্রেণীর নির্ব্বিশেষ বাদী মহাশয় এটা নয় সেটা নয় করিয়া শক্তি সমূহকে তাড়াইয়া অভাব শক্তিকে বসাইয়া সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত করিয়া দাঁড় করাইয়াছেন। কেবলাদ্বৈতবাদীর কিছু আশা ভরসা না থাকিলেও তিনি একেবারে অসঙ্গিত হইবার প্রয়াসকে ক্রোড়ে গ্রহণ করেন না। বৌদ্ধের বা সাংখ্যের যেরূপ একেবারে সর্ব্বনাশই আরাধ্য উপাস্য ও প্রাপ্য চার্ব্বাকের যেরূপ চিদ্ধর্ম্মের বিলুপ্তিতে জড় পরমাণুর অবশিষ্টতা, কণাদ ও গৌতম মহোদয়ের যেরূপ চিদ্রাহিত্য ও প্রস্তরতা লাভই পরম প্রাপ্য, নির্ব্বিশেষী বৈদান্তিক ও সেই সর্ব্বনাশিত্ব, অবশিষ্ট জড় পরমাণুত্ব ও চিদ্রহিত প্রস্তরত্ব রূপ পরম প্রাপ্যকে তাঁহার বা জীবানুভূতির পরম পরিণাম বলিয়া বিশ্বাস করেন। যেহেতু তাঁহার সংযোগে ও বিয়োগে পরব্রহ্মের লীলার ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। তাঁহার সত্তার ধ্বংসে তিনি কেবল শূন্যবাদীর ন্যায় তদীয়ত্ব ধ্বংস করেন মাত্র। সে স্থলে ব্রহ্মের চিৎ বা অচিৎ প্রাকট্য থাকা নাথাকার বিচার ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়নের ন্যায় তাঁহার পূর্ব্ব হইতে না করাই ভাল ছিল। চতুর্থ শ্রেণীর নির্ব্বিশেষবাদী প্রথম তিন শ্রেণীর নির্ব্বিশেষবাদীর মতের উপর বস্তুর নির্দ্দিষ্ট স্বল্পশক্তিতা আরোপ করিয়াছেন। জীব পরিণতি সিদ্ধান্তে ইহাদের সকলের বিশ্বাসই এক ও অভিন্ন কেবল প্রকৃতিকে শক্তিমানের অনন্তশক্তির মধ্যে চারিটী মাত্র শক্তি দ্বারা বিশিষ্ট করিয়া অনন্ত শক্তিমান বস্তুকে হীনশক্তিক করিয়া পাণ্ডিত্য প্রচার করিয়াছেন। বেণ, চার্ব্বাক বা বৌদ্ধের মতে বস্তু হইতে চিৎশক্তিকে তাড়াইতে পারিলেই সর্ব্ব সিদ্ধি হয়। কেবলাদ্বৈতবাদী বস্তুতে চিৎশক্তিকে দৃঢ় করিয়া বসাইয়াছেন। তিনি পূর্ব্ব তিন মহাত্মার মতানুগামী হইয়া স্বীয় চিৎশক্তিকে বিনাশ পূর্ব্বক আত্ম সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। আত্ম বিনাশের পরে তাঁহার ক্ষুদ্র যুক্তিগুলি পরব্রহ্মের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব সিদ্ধ করিলেই বা ফল কি! কপিলের সহিত পার্থক্যস্থাপন করিতে গিয়া নিষ্কামের নামে তিনি কেবল স্বীয় কামজ স্বার্থ দেখাইয়াছেন মাত্র। ফলতঃ স্বার্থের ফল লাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। কেবলতা ও নির্গুণতা মায়ায় সম্ভব নাই। অতএব বস্তুকে মায়া হইতে মুক্ত করিতে হইলে কেবল ও নির্গুণশক্তি বিশিষ্ট করিলেই তিনি মায়ার হস্ত হইতে বিমুক্ত হইবেন। এই বিশ্বাসই স্বয়ং তাঁহার বস্তুর কেবলতা ও গুণহীনতার বিনাশ করিয়াছে। বস্তুর কেবলতা সিদ্ধ হইলেও মায়া পরিণতি,

কল্পিত অবস্থা ও সগুণতা বস্তুত্বন্তর্গত বিষয়। অতএব মায়াশক্তি পরিণতিকে ত্যাগ করিতে গিয়া ব্রহ্মের কেবলতা বিনাশ করা তাঁহার উচিত নহে। মায়িক পরিণাম ও মায়িক গুণকে বস্তুর স্বরূপ ও বিচিত্রতা হইতে বিশেষ করিতে না পারিয়া ভ্রান্তিবশতঃ বস্তুর নিত্য চিদ্বৈচিত্র্য বিনাশ কামনা সৎসিদ্ধান্ত নহে। কেবল, নির্গুণ, সাক্ষী ও চেতা এই চারটী স্বরূপাবস্থিত শক্তিকে স্থাপন করিতে গিয়া চিদ্ধর্ম্মান্তর্গত চিদ্বৈচিত্র্য কিরূপ অজ্ঞাতভাবে আলিঙ্গিত হইয়াছে দেখিতে দোষ নাই। মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে যে সকল ত্রিগুণোৎপন্ন বিষয় গুলি আবির্ভূত হয় তাহা ব্রহ্মাতিরিক্ত মায়া নামক দ্বিতীয় বস্তু হইতে কল্পিত, ভ্রম ক্রমে জাত বা তাহাদের অনস্তিত্ব এবং ব্রহ্মের গুণ বা শক্তি চতুষ্টয়ের বিপরীত অবস্থা ব্রহ্ম হইতে পৃথক বলিলেও বিচিত্রতা সিদ্ধ হয়। সেই বস্তুতে বৈচিত্র্য ধর্ম্ম না থাকিলে বিচিত্রতা প্রসব করিতে পারেনা যেহেতু বস্তু কেবল, এক বা সহায়হীন। অর্থাৎ যাহা কিছু অকেবল, অনেক ও সহায়যুক্ত সকলই তাহা হইতেই উৎপন্ন। পরব্রহ্ম হইতে সমস্তই উৎপন্ন হইয়াছে। কেবলাদ্বৈতবাদীর মিথ্যা জগৎ ভ্রান্ত পরব্রহ্ম প্রভৃতি অবস্থাও সেই পরব্রহ্ম হইতেই উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। তবে জড়জগতের অনিত্যত্ব, হেয়ত্ব ও ভেদজনিত বিরোধত্ব প্রভৃতি অবস্থা পরব্রহ্মের অন্তরঙ্গাশক্তি প্রসূত নহে; তদ্বিপরীত মায়াশক্তিজাত এবং তদ্বিপরীত শক্তি ও তাঁহারই শক্তি বিশেষ। মায়াশক্তি যদি ব্রহ্মে না থাকে তাহা হইলে মায়া ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বস্তুত্ব লাভ করে এবং ব্রহ্মের যুগপৎ বিরুদ্ধ শক্তিমত্তার অভাব হয়। তজ্জনিত খণ্ডিত ব্রহ্মের মায়িকতা মাত্র লাভ ঘটে। স্বরূপ শক্ত্যধিষ্ঠিত ব্রহ্ম স্বীয় স্বরূপ শক্তির প্রভাবে মায়িক ছায়াশক্তি পরিণত ব্রহ্মাণ্ড ও তৎপ্রসূতি প্রকৃতিকে অব্যক্ত রাখিতে সমর্থ। যেখানে স্বরূপ শক্ত্যধিষ্ঠিত ব্রহ্মের প্রাকট্য নাই সেইখানেই মায়াশক্তি পরিণতি ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ; স্বরূপশক্ত্যাত্মক পরব্রহ্মে মায়াশক্তির পরিণাম প্রতীয়মান হয় না এবং স্বরূপ শক্ত্যাত্মক পরব্রহ্মের অস্তিত্ব ব্যতীত যে মায়ার অস্তিত্ব প্রতীয়মান হয় না এইরূপ প্রদীপ্ত সূর্য্য সদৃশ স্বরূপ শক্ত্যাধিষ্ঠিত পরব্রহ্মের স্বরূপ শক্তির অপ্রকাট্য বা লীলাবৈচিত্র্যরূপবিশিষ্টরাহিত্যে যে অন্ধকারাত্মক তমোময় শক্তির ক্রিয়া দেখা যায় তাহাই ব্রহ্ম সূর্য্যের ছায়া রূপা মায়াশক্তির পরিণতি। স্বরূপশক্তি হইতে মায়াশক্তি পরিণতিতে অধিক বিচিত্রতা নাই। যে সামান্য বিচিত্রতা মায়াশক্তিতে আংশিক বিরোধপূর্ণ হইয়া হেয়রূপে আছে তাহার পূর্ণ প্রাকট্য অবিরুদ্ধভাবে অনন্তশক্তিসম্পূর্ণ হইয়া পরমোপাদেয় রূপে স্বরূপশক্তিতে নিত্য অধিষ্ঠিত। এজন্যই স্বরূপশক্তি ব্যতীত মায়াশক্তির অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না ও মায়াশক্তির হেয়ত্বের প্রাকট্যে স্বরূপশক্তির অণুমাত্র অবস্থান সম্ভবপর নহে।

কেবলাদ্বৈতবাদীর কপোল কল্পিত ব্যবস্থা দ্বারা আময়গ্রস্ত পরব্রহ্ম কেন পরিচালিত হইবেন। যিনি কিছুকালের মধ্যেই আপনাকে সম্পূর্ণভাবে সংহার করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন সেই চিকিৎসকের অধীনে রুগ্ন পরব্রহ্মের নিদান ও ঔষধি বিশুদ্ধ ও যথা প্রযুক্ত হইল কি না কিরূপে স্থির হইবে। চিকিৎসক মহাশয় নিজের কোন প্রকার অস্তিত্ব বা নিদর্শন রাখিবেন না বলিয়া

দুর্ভাগ্য শক্ত্যধিষ্ঠিত পরব্রহ্মকে স্বীয় স্বার্থের কঠিন নিয়মে বদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। অবশেষে দায়িত্ব হইতে ত্রাণের জন্য স্বীয় ব্যবসা ত্যাগ করতঃ আত্মাকে ধ্বংস করিয়া ভ্রান্তির জন্য কোন দণ্ড গ্রহণেই স্বীকৃত হন না। এরূপ অবস্থায় বেদ বিরুদ্ধ কেবলাদ্বৈত মত কপোল কল্পিতবাদ নহে কিরূপে? নিত্য অনন্ত শক্তিমানের অনন্তশক্তির নিত্যানন্ত বিচিত্রতা যে পরশাস্ত্রে নিত্য প্রকাশিত তাহা হইতে প্রত্যেক মতবাদী স্ব স্ব কল্পিত সিদ্ধান্ত পরশাস্ত্রসিদ্ধ প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত আংশিক গ্রহণ করতঃ মহাবাক্যরূপে প্রতিষ্ঠা করেন বস্তুতঃ ঐ ঐ আংশিক বাক্য দ্বারা উদ্ভূত মতবাদই প্রাদেশিক বেদতাৎপর্য্য নহে। মূর্ত্তিমান মহাবাক্যরূপ সমগ্র পরশাস্ত্রের প্রদীপ্ত ময়ূখমালা স্বল্পশক্তিক উলুকগণের চক্ষে স্ব স্ব মতবাদের শলাকা স্বরূপ। এজন্য তাঁহারা পূর্ণ প্রকটিত স্বোদ্ভাসিত পরম সূর্য্যের অনন্তশক্তিকে খণ্ডিত করিয়া আত্মবঞ্চনা করেন মাত্র। মনুষ্য মাত্রেই মায়া শক্তি পরিণত মূর্ত্তিমান্ স্বার্থের নিকট আত্ম বিক্রয় করিয়া বিনিময়ে কাম প্রাপ্তির আশায় ক্রিয়া সকল প্রধাবিত করেন। মায়িক স্বার্থরূপ কাম যে কাল পর্য্যন্ত নিবৃত্ত না হয় তৎকালাবধি মোক্ষ বাসনা দুঃখনিবৃত্তি প্রভৃতি কামই নিষ্কাম ধর্ম্ম বলিয়া উদিত হন। সেই কালেই তিনি স্বীয় সিদ্ধান্তকেই অভ্রান্ত জ্ঞানে কামের সেবা করেন। পরশাস্ত্রে স্বরূপাধিষ্ঠিত জীবের নিষ্কামোদিত পরব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি অনুশীলন করিয়াও অজ্ঞাতভাবে স্বার্থকৈতব রক্ষার বাসনায় পরশাস্ত্রকে কলুষিত করিবার স্বার্থ তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করায়। বেদের তাৎপর্য্য স্বার্থান্ধ স্বপ্রণোদিত চেষ্টব্যক্তির নিকট পরাবরণে ভূষিত হইয়া অপরারূপ কামতৎপর্য্যে লীন হয়।

শাস্ত্রপারঙ্গত, অকৃত্রিম, স্বার্থগন্ধরহিত বিশুদ্ধ জীব যে কালে কামরূপা অবিদ্যাশ্রয়ের পরিণাম স্বচক্ষে দেখিতে পান তখন আর তাঁহার অজ্ঞেয়তাবাদ, সন্দেহবাদ, কাপিলবাদ, জড়বাদ, পৌত্তলিকবাদ, বৌদ্ধবাদ কেবলাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি মূর্ত্তিমান কামবাদ প্রসূত বাদাবাদ পোষণ করিয়া প্রতিষ্ঠালাভদ্বারা কামসংগ্রহ করিতে হয় না। জড় বা চিৎপরমাণু হইয়া যাইবার পিপাসা, চিৎপরমাণু ধ্বংসকরিবার পিপাসা, অতিবৃহৎ চিন্ময় হইবার পিপাসা, অভাব নিবৃত্তি জনিত আনন্দ পিপাসা, যথেচ্ছা স্রোতে প্রবহমান হইবার পিপাসা, আত্মধ্বংস পিপাসা প্রভৃতিকামে এবং পিপাসার জন্য নিরস্ত করিবার পিপাসা কাম সংগ্রহের অন্তর্গত। স্বরূপোপলব্ধি হইবার পূর্ব্বেই অবিদ্যারূপা জড়কামনাজগৎ স্বীয় বিক্রম বিস্তার করে। এই প্রাকৃতিক বিরোধ সকল না থাকিয়া যে নিষ্কাম জগতে অনন্ত লীলা বিচিত্রতা আছে তাহাই চিজ্জগৎ। তাহারই ছায়ার বিচিত্রতা মায়িকজগৎ। চিজ্জগতে ব্রহ্ম প্রভৃতি হইবার, নিত্যভেদসংহার করিবার বা মুক্তিলাভ করিবার প্রয়োজন হয় না। স্বরূপ শক্ত্যধিষ্ঠিত ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ কল্পনা করিতে হয় না।

অনুপলব্ধ চিদ্ জ্ঞানাত্মক প্রাপঞ্চিক ব্যক্তির নিকট চিজ্জগৎ ও জড়চিন্তার অধীন বলিয়া প্রতিভাত। অতএব কামরাজ্যে স্বরূপোপলব্ধি কালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জড় ও চিদ্বৈলক্ষণ্য স্থাপন করিবার প্রয়োজন হয় না। স্বরূপোপলব্ধি হইলে চিজ্জগৎ প্রতিভাত হয়। তখন আর জড়

কলুষস্পর্শাশঙ্কায় নির্ব্বিশেষ অদ্বয়জ্ঞানের কল্পনা করিতে হয় না। চিদ্ধর্ম্ম স্বতঃ প্রকাশিত হয় এবং সেই অচিন্ত্য চিদ্ধর্ম্মে অনন্ত ভেদাভেদ নিত্য অবিরুদ্ধভাবে অবস্থিত হয়। প্রাকৃত যুক্তিজাল দ্বারা চিদ্বিশিষ্টতা লোপ করিয়া স্বার্থস্থাপনমানসে নির্ব্বিশেষ প্রকৃতিতে চিদারোপই অহং জ্ঞান। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত ধর্ম্মের ইহাই বৈলক্ষণ্য। চিদ্রাজ্যে অনিত্য হেয় ও হীন অবস্থার অতীত চিদারোপিত প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, মূর্ত্তিমান পরমপ্রীতিরূপ নিত্য চিৎ বিচিত্রতা তথায় পরিপূর্ণ। প্রাকৃত অনিত্য, হেয়যুক্ততা ও দুঃখের প্রাকট্য; তদভাবের জন্য জড়বিচিত্রতা ত্যাগের ব্যবস্থা। নিত্য চিদ্বৈচিত্র্য লোপ করিয়া প্রাকৃত হেয়, হীনতা ও অনিত্যাভাব প্রভৃতি জড়ীয় গুণসাম্যাবস্থার দাস্য ও চিজ্জগৎ এক বস্তু নহে।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণগত সমাজের উৎপত্তি এবং বঙ্গে বর্ণগত সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে ধর্ম্মগত সমাজের ক্রমোৎপত্তি লিখিত হইল। এক্ষণে বঙ্গে ধর্ম্মগত সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণানুসারে আলোচনা করিয়া সামাজিক গতির উপসংহার রূপ জৈব ধর্ম্ম ও বর্ণের পার্থিবভেদ বিচারিত হইল।

অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈত সার্ব্বজৈবিক নিত্যসিদ্ধান্ত। ভগবানই একমাত্র পরম প্রেমাধার। ভগবানের স্বরূপ নিত্য প্রেমময়। ভগবত্তা ও জীবত্ব নিত্য প্রেমপ্রাকট্যহেতু নিত্যসিদ্ধ। জীব অণুচৈতন্য। চিদ্ধর্ম্মই প্রেম। চৈতন্য ধর্ম্মবশতঃ জীবের স্বতন্ত্রতা আছে। প্রেমরাজ্যে জীবের স্বতন্ত্রতার ক্রিয়াই ভগবদ্দাস্য বা ভক্তিলাভ বা প্রেমপ্রাকট্য। তটস্থ অবস্থা হইতে প্রেম অনুদিত থাকিলে স্বতন্ত্র ধর্ম্মক্রমে জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম দ্বিবিধ কামজ আবরণ ঘটে। এই আবরণ মুক্ত হইলে জীব কামের হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া প্রেমরাজ্যে নিত্য প্রীতি বিগ্রহলাভ করেন। ভগবান অনন্ত শক্তিমান। স্বশক্ত্যাধিষ্ঠিত ভগবানের নিত্য প্রকটলীলায় অনন্ত বিচিত্রতা নিত্য। ভগবত্তার নিত্যত্বে জীবত্ব নিত্য। শক্তির বিচিত্রতা নিবন্ধন পরমতত্ব পঞ্চধা নিত্য ভেদাবস্থিত হইয়াও এক ও অদ্বিতীয়। ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম। বিভুচৈতন্য ঈশ্বর, জীব অণুচৈতন্য, জড়ব্রহ্মাণ্ড প্রসূতি প্রকৃতি, বিভুচৈতন্যের প্রাকট্যাত্মক কাল ও অণুচৈতন্যের প্রকট বৃত্তিই কর্ম্ম। কাল ও কর্ম্ম অপ্রাকৃতিক ও প্রাকৃতিক রাজ্যদ্বয়ে পরমচমৎকার ও পরমহেয়রূপে প্রতিষ্ঠিত। ঈশ্বর প্রাকৃত আবরণের অন্তর্গত হইবার যোগ্য নন। জীব অণুত্ব নিবন্ধন চিন্ময় হইয়াও তাটস্থ্য ধর্ম্মক্রমে প্রকৃতিবশযোগ্য। শক্তিত্রিবিধ, ত্রিবিধ হইয়াও স্বরূপশক্তির আশ্রয় হইতে প্রকটিত, স্থিত ও তাহাতেই অবস্থিত। ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি হইতে ভগবানের চিন্ময় বিগ্রহ, চিন্ময় ধাম ও চিন্ময় নিত্য ব্যূহসমূহ। বহিরঙ্গা শক্তির পরিণামে এই অনিত্য জড়জগতের সত্য স্থিতি। অন্তরঙ্গা শক্তিতে স্বরূপশক্তি ও তদ্রূপবৈভবশক্তি প্রকটিত। বহিরঙ্গা শক্তিতে সূক্ষ্ম ও স্থূল জগৎ পরিণত। অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা এতদুভয় শক্তির তটে গণিতাগত সূত্র স্থানে তটস্থাশক্তি উহাই জীবের নিত্য প্রাকট্য কেন্দ্র। জীবের আত্মধর্ম্ম স্বাতন্ত্র বশে বহিরঙ্গা শক্তি আশ্রয় করিতে গেলে কাম তাঁহাকে বহিরঙ্গা শক্তি

স্বরূপে উপলব্ধি করায়। ভগবৎ প্রেমের জন্য কামকে ত্যাগ করিলেই জীবের নিকট অন্তরঙ্গা শক্তি নিত্য প্রকটিত হয়। জীবের বর্ত্তমান বদ্ধাবস্থায় বহিরঙ্গা শক্তি বিকৃত অসীম স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের সহিত তুলনায় তাঁহার তৃণাদপি সুনীচত্বভাবই মঙ্গলকর। মোক্ষকামনাদি দ্বারা তাঁহার ক্ষণিক তাটস্থ স্বরূপোপলব্ধি সম্ভব হইলেও বহিরঙ্গা শক্তিস্বরূপা আসক্তি চিদ্রাজ্যে যাইবার প্রতিবন্ধকতাচরণ করে। আসক্তিরূপা মায়ার নিকট হইতে বিদায় সিদ্ধান্তিত হইলে নিষ্কামপ্রেমের প্রাকট্যই জীবের নিত্য পরম বৃত্তি। জড়ীয় কামনা ক্রমে জীব দুঃখনিবৃত্তিরূপ সাযুজ্যমুক্তিকেই প্রেম বলিয়া কল্পনা করে। বস্তুতঃ কাম ও প্রেম বিরুদ্ধ জাতীয় পদার্থ। নরক পরিহার বা সাযুজ্য মুক্তি কামনা ও মায়িক ক্রিয়া। তথায় প্রেম নাই অভাব নিবৃত্তিজনিত কাম থাকে। ভক্তের নিকট স্বরূপ শক্তির মূর্ত্তিমান রস নিত্য প্রকটিত অতএব তাঁহার কামনা নাই। ভক্তের ভগবদ্বিরহ জাত প্রেম কামী জীবের নিকট অভাব কল্পিত হইলেও ভগবদ্বিরহই প্রেমময়ের পরম প্রেম। ভগবৎ প্রেম এস্থলে কামীর কাম বিনাশ করায় প্রেম দেখিয়াও কামী প্রেমকে কামরূপে নির্ণয় করে। কামনা রূপা মায়া বিরহ জনিত অবস্থা দ্বারা তাঁহার নিত্য প্রেমকে আচ্ছাদন করিতে পারে না। বস্তুতঃ প্রাকৃত দ্রষ্টার নিকট উচ্ছলিত প্রেমকেই আবরণ করে। ভগবন্নাম ও ভগবান্ নিত্য ও এক বস্তু। ভক্ত অনুক্ষণ নামাবির্ভাবেই প্রাকৃত কামের উপাসনার অবসর পান না। কামজ দশাপরাধ শূন্য হইয়া নাম উচ্চারিত হইবার মাত্রই নিত্য নূতন পরম চমৎকার মূর্ত্তিমান মহারস প্রেম রূপ, গুণ, লীলা বিশেষে নিত্য প্রকট হইয়া হেয়ত্বের অবসর দেয় না। যে কাল পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠাশা ও কাম থাকে তৎকালাবধি নাম ও ভগবানে কামজনিত ভেদ বোধ থাকে। অতএব নাম নামী চিদ্‌বিগ্রহচিদ্বিগ্রহী প্রভৃতি ভেদ ভগবদ্বিগ্রহে পৃথক রূপে দৃষ্ট হইলে কামের হস্ত হইতে মুক্তি হয় নাই জানিতে হইবে। এমন কি মহারসের নিত্য স্বকীয় ভেদ দর্শন করিতে গেলেও কাম গন্ধ থাকে।

অতিবাড়ী বাদ। উৎকল প্রদেশে জগন্নাথ দাস নামক একটী বৈরাগীর দ্বারা এই মত উদয় হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ উপদিষ্ট শিক্ষাকে অতি মার্জ্জিত ও ভ্রমশূন্য করিবার মানসে এই বাদ সৃষ্টির আবশ্যক হইয়াছিল। এজন্য অতিশয় বাড়িয়া যাওয়ায় ইহাদের বাদটী অতিবাড়ী বাদরূপে পরিচিত। স্পষ্টদায়িক সম্প্রদায়ের ন্যায় ইহারা আপনাদের বিধি বিধান স্থির করিয়া লইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দুর্নৈতিক আচরণ কোন কোন ব্যক্তিতে দেখা যায়। ইহারা নিরাকার বাদী।

অহঙ্কার বাদ। ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত ব্রাহ্মণের অধস্তন সন্তান একমাত্র ধর্ম্মানুশীলনের যোগ্য। মায়াবাদ শঙ্করমতই উপাস্য। শঙ্করমত ব্যতীত সঙ্গে সঙ্গে কপটী পতিত ব্রাহ্মণের সম্মানও মুখ্য ধর্ম্ম। পাশ্চাত্যশিক্ষা অধর্ম্ম। পতিত ব্রাহ্মণের মঙ্গল চেষ্টা নাস্তিকতার লক্ষণ। আমার বহুপুরুষ পূর্ব্বে একজন ব্রাহ্মণ হইতে পারিয়াছিলেন তাঁহার বংশে আমার যখন জন্ম এজন্য আমিই ধার্ম্মিকের একমাত্র গুরু। আমার মত ব্যতীত অপর মতগুলি নাস্তিকবাদ। আমার

গুরুগিরিতে সুবিধা হয়, প্রতিষ্ঠা হয়, আমাকে পণ্ডিত সাধু বলিয়া বহুমানন করিলে আমার সুবিধা হয় অতএব হিন্দুমাত্রেই আমার উপাসনা করা উচিত। যেহেতু আমি ফুল লইয়া বাণলিঙ্গ, নারায়ণ শিলা পূজা করি, শঙ্কর মায়াবাদ অনুশীলন করি, ব্রাহ্মণের বংশে জন্ম অতএব ইহাই জীবমাত্রেরই ধর্ম্ম।

অক্ষমবাদ। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি আধুনিক মনীষীগণ ধর্ম্মবিষয়ে যিনি যেরূপ বিশ্বাস করিতেন তত্তদ্বাদীর নিকট ধর্ম্মের তাহাই স্বরূপ। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার যেরূপ সাধনের উপায় লিখিয়াছেন ও যেরূপভাবে গর্হণ করিয়াছেন তাহাই একমাত্র অবলম্বনীয়। অক্ষমবাদীর নিজের কোন বিশ্বাস নাই। ভালমন্দ বিচারের সময়ও নাই।

আউলবাদ। ইহারা সহজিয়া ও কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের মত। স্ত্রীলোক লইয়া ইহাদের সাধন হয়। নিজস্ত্রী, পরস্ত্রী, বারবণিতা প্রভৃতি ভেদ ইহারা করেনা। ইহাদের কাহারও সহিত অসমন্বয় হইবার সম্ভাবনা নাই। এমন কি এক ব্যক্তির প্রকৃতিকে অপরে ভুলাইয়া লইয়া গেলে ইহারা সন্তুষ্ট হয়। ইহারা গোঁফ ও দাড়ি উভয়ই বপন করে। সর্ব্বপ্রকার সাধনের উদ্দেশ্যেই এক। বিরোধ কেবল ব্যবহারিক অতএব সাধকমাত্রেরই ত্যজ্য।

আসামী রামকৃষ্ণবাদ। শ্রীহট্ট ও পূর্ব্ববঙ্গে এই মতের বহুল প্রচার। আসাম প্রদেশের রামকৃষ্ণ গোঁসাই কিছুকাল পূর্ব্বে বহু শিষ্য সংগ্রহ করেন। রামকৃষ্ণ নির্গুণব্রহ্মের উপাসক ও জ্ঞানী ছিলেন। এই রামকৃষ্ণের শিষ্যাদি আজকাল লক্ষাধিক হইয়াছে। রামানন্দী বা রামাৎদলের মায়াবাদী সর্ব্বসমন্বয় জগন্মোহন গোঁসাই হইতে রামকৃষ্ণবাদ শিষ্য পরম্পরায় উৎপন্ন হয়। গুরুই ঈশ্বর। উদাসীন ও গৃহস্থ উভয়েই ধর্ম্মযাজন করিতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ ও পূর্ব্ববঙ্গের রামকৃষ্ণ ভিন্ন ব্যক্তি এবং পরস্পর ভিন্ন সম্প্রদায়ের ও পরস্পরের অপরিচিত ও তন্মধ্যে কালগত ভেদ আছে। পূর্ব্ববঙ্গে রামকৃষ্ণের দল বলিলে শ্রীহট্টস্থ রামকৃষ্ণ বুঝায়, কলিকাতায় রামকৃষ্ণ বলিলে দক্ষিণেশ্বরের বুঝিতে হয়।

আসামী শঙ্করবাদ। খৃষ্টীয় ১৪৪৮ সালে আসামের কোন স্থানে শঙ্করনামা এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন ও পরে শ্রীঅদ্বৈতের শিষ্যত্ব লাভ করেন। ইনি নিরাকারবাদী ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলকেই শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়াছেন। শঙ্করের প্রধান শিষ্য মাধব। শঙ্কর মুক্তিবাদী ছিলেন না। নিরাকার ব্রহ্মে ভক্তি করিতেন। শঙ্কর আসামী (অসমিয়া) ভাষায় কয়েকখানা গ্রন্থ লিখিয়াছে। বড়দাওয়া ও বড়পেটা এই দুই গ্রামে ইহাদের আখড়া আছে। সংসারত্যাগীগণ কেবলিয়া ভক্ত নামে প্রসিদ্ধ।

উন্নতিবাদ। জড় হইতেই মনুষ্যতার প্রাকট্য। এই জড়জ মানুষই ঈশ্বরের প্রীতিকার্য্য করিয়া একই জীবনে উন্নতি করিতে করিতে মুক্তিলাভ করে। ইহারা জন্মান্তরবাদ স্বীকার করে না। জড়ীয় ক্রিয়ার উন্নতিই ঈশ্বর সান্নিধ্যের কারণ।

উপদেবতাবাদ বা প্রেতবাদ। মানব স্বীয় কর্ম্মদোষে ভূত প্রেতাদি দেহ লাভ করতঃ অন্যান্য মানবকে উৎপীড়িত করে। তাহাদের উৎপীড়ন হইতে রক্ষার জন্য মানবের গয়ায় পিণ্ডদান ও প্রেতাদিষ্ট আদেশ পালন করিতে হয়। প্লানচেট প্রভৃতি দ্বারা, রোজার মন্ত্রদ্বারা ঐ প্রেতাত্মা আনাইয়া তাহাদের সহিত বাক্যালাপ হইতে পারে। বৃক্ষবিশেষে ইহারা অবস্থান করে। কাহারও মতে স্বর্গে স্তরে স্তরে বাস করে।

ঋগ্বেদবাদ। ঋগ্বেদসংহিতা জগতের আদি গ্রন্থ। ঋগ্বেদসংহিতোক্ত ব্যবহারই ধর্ম্ম। যাস্ক সায়নাদিভাষ্য দর্শনে মোক্ষমূলরাদি পাশ্চাত্য আচার্যগণ যে বৈদিকধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন তাহাই ধর্ম্ম। জাতি ভেদ, গবাদি অভক্ষ্য পশু ভোজন ত্যাগ, ঋগ্বেদাতিরিক্ত শাস্ত্রসমূহে বিশ্বাস ও তদাদিষ্ট ক্রিয়া সমর্থন ইঁহাদের নিকট বড়ই ঘৃণ্য। প্রাকৃতিক দেবের উপাসনা প্রাক্কালের ধর্ম্ম হইলেও তাহা উপাস্য বলিয়া গ্রহণ করা অধর্ম্ম।

কর্ত্তাভজাবাদ। আউলেচাঁদ এই সম্প্রদায়ের জন্মদাতা। ঐ নদীয়া জেলার উলা নামক গ্রামে মহাদেব নামক জনৈক বারুই এই আউলেচাঁদকে বহুকাল প্রতিপালন করেন। আউলেচাঁদ কিছুকাল পরে ক্রমে ক্রমে ২২ জন শিষ্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে সদ্গোপ রামশরণ পাল-ই সর্ব্বপ্রধান। রামশরণ ঘোষপাড়ায় কর্ত্তাভজাদের দলপতি ছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে আউলেচাঁদ জন্মিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে কয়েক বৎসর তাহার ধর্ম্মপ্রচার করে। রামপালীদলের পরেই কানাইঘোষীগণের বহুল প্রচার হয়। নৈয়ায়িকের কর্ত্তারমত ইহাদের ঈশ্বর কর্ত্তা, তাহার উপাসনা করা উচিত। গুরুই ঈশ্বর। এইমতে আউলেচাঁদ কৃষ্ণ বা গৌরাঙ্গের অবতার বিশেষ। আউলেচাঁদের অনেক অত্যাশ্চর্য্য শক্তি ছিল। এই সম্প্রদায়গুলিতে ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের কথা সর্ব্বদাই উচ্চারিত হয়। ইহাদের মধ্যে কোন একটী সম্প্রদায়ে ত্রিবিধ কায়কর্ম্ম, ত্রিবিধ মনঃকর্ম্ম ও চারি প্রকার বাক্‌কর্ম্ম পরিত্যাগ করাই সাধন। সম্প্রদায়ের প্রারম্ভে জ্ঞানবাদকে মূলকরতঃ ইহারা বৈরাগ্যাদি জ্ঞানবাদের সশস্ত্র প্রহরী সংগ্রহ করিয়াছিল বস্তুতঃ কালে জ্ঞানই তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছে। কোন দলে উচ্ছিষ্ট ভোজন ব্যবস্থা আছে অপর দলে তাহাই নিষিদ্ধ। ইঁহাদের মধ্যে কোনদলে সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া চলিত আছে আবার কোন দলে সাত্ত্বিক বিকারাদির অনুকরণেরও ব্যবস্থা আছে। ভিন্ন আচার হইলে সকলেই "একমনে" বলিয়া আপনাদিগকে সংজ্ঞিত করে। জ্ঞানবাদী মাত্রেই যেরূপ গুরু লইয়া ব্যস্ত হইয়া উদ্দেশ্যকে গুর্ব্বন্তর্গত করিবার চেষ্টা করে ইহারাও তদ্রূপ। কর্ত্তাভজাদের অনেক গান আছে। হরি সত্য গুরু সত্য প্রভৃতি ইহারা মহাবাক্য জ্ঞান করে। জ্ঞানপ্রাবল্যহেতু বৈষ্ণব সদাচার ও কৃত্যের ইহারা বিরোধী। ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য রূপ ও সনাতনকে অর্পণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ আউলরূপে নিজ ভজন লইয়া বাহির হন। বাউলের দেহতত্ত্ব ও আউলের তত্ত্ব প্রায় এক।

কর্ম্মবাদ। মানবের সুখদুঃখ কর্ম্মের উপর নির্ভর করে। অতএব সৎকর্ম্মই সর্ব্বোপরি। কর্ম্মফলে দেবতা সকল নিয়মিত হন। কর্ম্মের হস্ত হইতে পরিত্রাণই মুক্তি এবং সৎকর্ম্ম করিলে তাহা সাধিত হয়।

কিশোরীভজন বাদ। পূর্ব্ববঙ্গে এই মতের বহুল প্রচার। বাউল সহজিয়া প্রভৃতির ন্যায় ইহারা প্রকৃতি লইয়া সাধন করে। দুর্নৈতিক তান্ত্রিক আচার অবলম্বন করিয়া এই মত উৎপন্ন। প্রকৃতি মাত্রকেই ইহারা ঐশী শক্তি জ্ঞান করে।

কেশব ব্রহ্মবাদ। গরিফাস্থ সেন বংশীয় মৃত কেশব চন্দ্র দেবেন্দ্রব্রহ্মবাদের অনুকরণে স্বীয়বাদ পুষ্ট করেন। শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথের কৃপায় তাহার ব্রহ্মানন্দ উপাধিঘটে। জাতিভেদ রাহিত্য ধর্ম্মাঙ্গ জ্ঞানে ও পাশচাত্যনীতি বহুল প্রচার বাসনায় ব্রহ্মানন্দের স্বতন্ত্র বাদ স্থাপন প্রয়োজন হইয়াছিল। মানবযুক্তিই ধর্ম্মের ভিত্তি। যুক্তির সহিত শাস্ত্রীয় বচন ও সাধুবাক্যে অবিরুদ্ধ হইলে তাহা গ্রহণীয়। জ্ঞান করণ গুলির সাহায্যে যে যুক্তি ব্যক্তিগত চেষ্টায় উৎপন্ন হইবে তাহার সহিত বিরোধ হইলেই তাহা অগ্রাহ্য। এই বাদে সমন্বয়াকাঙ্খা অঙ্কুরিত হয়। এই মত শাঙ্করবাদের চমৎকারিতার মধ্যে বিলীন হয় নাই। কেশব ব্রহ্মবাদ, মায়িক ভক্তিবাদ ও রামকৃষ্ণবাদে আন্দোলিত হইয়া কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। পরে নববিধানরূপ মতে পর্য্যবসিত হয়। প্রাচীন ব্যবহারিক নানা ক্রিয়া পাশচাত্য যুক্তিদ্বারা নবীন ব্রহ্মবাদের অন্তর্গত করিবার আবশ্যক হইয়াছিল। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিরাকার ব্রহ্মধ্যানাদি উপাসনা। স্ত্রী স্বাধীনতা প্রভৃতি সামাজিক সংস্কার ধার্ম্মিক জীবনের কৃত্য বিশেষ।

খুশীবিশ্বাসবাদ। নদীয়া জেলার দেবগ্রামে খুশিবিশ্বাস নামক একটী মুসলমান এই ধর্ম্ম সৃজন করে। ঔষধাদি দ্বারা পরোপকার ইহাদের ব্রত। এই ব্যক্তি আপনাকে ভগবান্ বলিয়া শিষ্যগণের নিকট প্রচার করে। কিন্তু স্বয়ং ভগবানে বিশ্বাস করিত না। ইহারা সকল জাতি একত্রে ভোজন করে।

খ্রীষ্টানবাদ। ঈশ্বর এক সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, জীব জড় জগতে উৎপন্ন ও জন্মান্তর রহিত। মৃত্যুর পরে জীবাত্মা পার্থিব সম্বন্ধে নিত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া কাম সকল প্রাপ্ত হয়। ক্রিয়ার শুভাশুভ বিচারের পর নিত্য স্বর্গ বা নিত্য নরকই জীবের প্রাপ্য। শয়তান তৃতীয় তত্ত্ব তিনি নরকের কর্ত্তা। খ্রীষ্টানবাদ বহুপ্রকার, রোমানক্যাথলিক, প্রোটেষ্ট্যান্ট গ্রীক চার্চভেদে তিনটী প্রধান। প্রত্যেকের মধ্যে অসংখ্য শাখা। যীশুখ্রীষ্ট জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে মধ্যবর্ত্তী। তাহার নিকট স্বীয়কাম জানাইলে তিনি ঈশ্বরের নিকট অনুরোধ করিয়া দিবেন।

গোস্বামী স্মার্ত্তবাদ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অনুগৃহীত, কৃপাপাত্র ব্রাহ্মণ সন্তানের বংশের যে কোন ব্যক্তির যখন যাহা যাহা মত হইবে এবং যে যে বিধি স্থাপন করিবার চেষ্টা হইবে তাহা বিচার

না করিয়া বৈষ্ণবমাত্রেরই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। গোস্বামী সন্তান আচার্য্য অতএব বাউল, সহজিয়া, কর্ত্তাভজা স্মার্ত্ত প্রভৃতি যে কোন মত তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আদেশ করিবেন তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই বৈষ্ণবতা অবশিষ্ট যথেচ্ছাচারিতা।

গৌরবাদ। শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি অতএব কৃষ্ণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। শ্রীগৌরাঙ্গের উদয়ে রাধাকৃষ্ণের উপাসনার আর আবশ্যকতা নাই। নিত্য শ্রীকৃষ্ণ লীলার অনুকরণে গৌরাঙ্গ লীলায় কাল্পনিকনাগরীভাব ইহাঁদের মধ্যে দেখা যায়। গৌরবাদীর কয়েকটীদল ক্রমে পরিণত হইয়া নবগৌরাঙ্গ বাদ স্থাপন করিয়াছেন। কৃষ্ণলীলাকে প্রাকৃত চক্ষে দুর্নীতি মনে করিয়া তাহা হইতে শ্রীগৌরাঙ্গের পূত চরিত্রকে ভিন্ন করিয়া ইঁহারা অনন্ত পরমতম চমৎকার মূর্ত্তিমান্ মহারস ত্যাগ করতঃ স্বেচ্ছাবশতঃ নবীন বাদ প্রস্তুত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণলীলার রস দেখিতে না পাইয়া গৌরাঙ্গকে শুদ্ধ করিতে গিয়া ইহাদের মূর্ত্তিমান কাম প্রেমের নিকট হইতে বিদায় লইয়াছে। ইহাঁদের চৈতন্য ভাগবতের নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী কবিতার ও ২/১ খানা বাংলা পুঁথির ও নব্যরচিত গীতেরই বিকৃতার্থই প্রমাণ। এই প্রমাণ বলে তাহারা নিত্যরস হইতে স্বকপোল কল্পিত রস স্বীয় সঙ্কীর্ণ বুদ্ধিদ্বারা উদ্ভাবনা করিয়া কৃষ্ণাভিন্ন কলেবর গৌরাঙ্গের পূতদেহকে জড়কামে কলুষিত করে।

গৌরাঙ্গ সামাজিকবাদ। কৃষ্ণনামকীর্ত্তন, গৌরপ্রচার ও জীবে দয়া এই তিনটী উদ্দেশ্য। শ্রীগৌরাঙ্গকে অবতার স্বীকার করিলেই সামাজিক হওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে বাউল, সহজিয়া, কর্ত্তাভজা, সাঁই, দরবেশ, নবগৌরাঙ্গ, অক্ষমবাদী, তান্ত্রিক, থিয়সফিষ্ট, মায়াবাদী প্রভৃতি হইতে রক্ষা করিয়া সামাজিক্ করিবার প্রকাশ্য বিধি নাই। ইঁহারা সকলেই গৌরাঙ্গকে অবতার বলিয়া স্বীকার করেন। তবে ইঁহাদের অনেকেই ভগবানের অবতার বলিয়া স্বীকার করেন। এই মত এক বৎসরের ঊর্দ্ধ হইতে স্থাপিত হইয়াছে। সমাজের কর্ত্তৃপক্ষগণের ইচ্ছা হইলে যে কোন ব্যক্তিকে গোস্বামী উপাধি দেওয়া যাইতে পারে। প্ল্যানচেট ও ভৌতিক প্রেতদেহ প্রভৃতি এইমতে স্বীকৃত।

গ্রাম্যদেবতাবাদ। ষষ্টি, মার্কণ্ডেয়, যম, শীতলাদি নানা গ্রাম্যদেবতাকে ফলদাতা মনে করিয়া তাহাদের পূজাকরতঃ ইষ্টফললাভ হয় এরূপ সম্বন্ধ বিচার রহিত গ্রাম্য সরল বিশ্বাসীগণ বিশ্বাস করেন। অনেকস্থলে ব্রহ্মের এক ও অদ্বয় তত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া স্বতন্ত্র ঈশ্বরভ্রমে গ্রাম্যদেবতাবাদ প্রচারিত হয়। গ্রাম্যদেবতাবাদের আচার্য্যগণ সকলেই নির্ব্বিশেষ নিরাকারবাদী কিন্তু শিষ্যগণ পৌত্তলিকতার উপাসনা ব্যতীত অন্য উচ্চচিন্তার নিকটে যাইতে চাহেনা। জড়ীয় নিরাকার নিরবয়ব ব্রহ্মবাদীর বিরুদ্ধে গ্রাম্যদেবতাবাদীগণ অনুক্ষণ বাক্‌বিতণ্ডা করিয়া থাকেন। নিরাকারীগণও এই গ্রাম্যদেবতাবাদীগণের সহিত যুদ্ধে আপনাদিগকে বিজয়ীজ্ঞানে পাণ্ডিত্য স্বার্থে জড়ীয় কামাশ্রয় করেন।

জৈনবাদ। বৈশ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে এই মত প্রচলিত। অর্হৎগণ সাধারণের পূজ্য। তাঁহারা সংখ্যায় ২৪ টী। এতদ্ব্যতীত আরোও কয়েকটী আচার্য্যের ইহাঁরা সম্মান করেন। এই মতে জীবহিংসা নিষিদ্ধ ও পর্য্যুষণ ধর্ম্মের কৃত্যবিশেষ। পুষ্পাদি দ্বারা ইহারা কোন একটী অর্হৎকে পূজা করিয়া থাকেন। পরেশনাথ প্রভৃতি কয়েকটী স্বর্ণমূর্ত্তির পূজা প্রচলিত আছে।

তান্ত্রিকবাদ। নিগমোল্লিখিত বিধানের কার্য্যবিধি বিস্তৃতভাবে তন্ত্রে লিখিত আছে। শিব বক্তা ও পার্ব্বতী শ্রোত্রী। আত্মবিজ্ঞানের সহ যে তন্ত্রের একতা আছে উহাই সাত্বত তন্ত্র। আত্মার যেখানে জড়ানুভূতি সেই খানেই নানা বেদাতিরিক্ত মত। শক্তি বাদ অবলম্বন করিয়া তান্ত্রিক বাদ বহু বিস্তৃতি লাভ করে। তান্ত্রিকগণের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায়ে কারণরূপ মদ্যপান ও পঞ্চমকার সাধনের প্রক্রিয়া আছে। জড় তন্ত্র সত্বগুণকে আবরণ করিতে সক্ষম হইলে পুনঃ পুনঃ মদ্যসেবা ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয় সেবাকে সাধনাঙ্গ করিয়া লয়। কাপালিক সাধন, ভৈরবী সাধন, কুমারী সাধন ও নানাপ্রকার প্রাকৃত রসের সেবা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে দেখা যায়। বীরাদি আচারভেদে বিধানের ব্যত্যয় আছে। শক্তিই সাকারাপি নিরাকারা মায়য়া বহুরূপিণী হন। এই তান্ত্রিক উপাসনাবলে জগতে নানা মঙ্গল ও অমঙ্গল উৎপন্ন হইতে পারে তান্ত্রিকগণের বিশ্বাস। বশীকরণ, প্রেতসিদ্ধি, নানাপ্রকার যোগজাত সিদ্ধিও তান্ত্রিকগণ লাভ করেন শুনা যায়। ইতর ধাতুকে স্বর্ণ করণ, উৎকট ব্যাধি বিমোচন প্রভৃতি নানা পার্থিব ফল তান্ত্রিকগণের বাদের চমৎকারিতা।

ত্রিবেদবাদ। ঋগাদি সংহিতা ত্রয়ে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে এবং তদনুগত সূত্রাদিই উপাস্য। এই সকল শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য থাকিলেই ধর্ম্ম সাধিত হয়। এতদ্ব্যতীত অপরব্যবহার বেদানুমোদিত না হওয়ায় অনাবশ্যক এবং অনাবশ্যকীয় ধর্ম্মসাধন প্রতিনিবৃত্ত করিয়া ধর্ম্ম রক্ষিত হইলে ধর্ম্ম সাধিত হয়।

থিয়সফি বাদ। পতঞ্জলী কপিল ও কেবলাদ্বৈত মায়াবাদের অন্তরে এই বাদের উৎপত্তি। কর্ণেল অলকট নামক জনৈক পাশ্চাত্যাধিবাসী এই মতাবলম্বীগণের দ্বারা একটী সভাস্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ং তাহার অধিপতি। সভার সভ্যগণের ব্যক্তিগত ধর্ম্ম বিশ্বাস যাহাই হউক না কেন ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন বিশ্বাসের আলোচনা তাঁহারা অবিরোধেই করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের কোন নির্দ্দিষ্ট পরিচয় সর্ব্ববাদী সম্মত নহে। এজন্য এই মতের দার্শনিক মীমাংসা নির্দ্দিষ্ট নহে ইহা মায়াবাদেরই একপ্রকার বিশেষ বলিতে হইবে। এই সমাজের প্রাদেশিক বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন নগরীতে আছে। সভ্যগণের অধিকাংশই প্রাকৃতিক চমৎকারিতায় মুগ্ধ হইয়া কেহ যোগশাস্ত্র, কেহ শাঙ্কর কেবলাদ্বৈত মায়াবাদ এবং কেহ বা বৌদ্ধ কাপিলবাদ অনুশীলন করেন। অনেকে আবার এই তিনমতের সমন্বয় করতঃ মায়াবাদই থিয়োসফির উদ্দেশ্য বলেন।

দয়ানন্দ মূৰ্ত্তিবিরোধ বাদ। বেদই অপৌরষেয়, দর্শন শাস্ত্রাদি বেদানুগ। ধর্ম্মশাস্ত্র ও ব্যবহারিক সমাজের অনাদর ধর্ম্মাঙ্গ। পুরাণ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্র অধর্ম্মমূলক। বেদবিহিত ক্রিয়াই ধর্ম্মযাজন। স্মৃত্যাদি শাস্ত্র বিধান বেদ বিহিত নহে। ব্রহ্মের আকার নাই। বর্ণধর্ম্মের আবশ্যকতা নাই। অদ্বৈতবাদ বেদোক্ত মত নহে। দয়ানন্দ পাঞ্জাবে জন্মিয়া শাঙ্করবাদ ত্যাগ করতঃ স্বমত প্রচার করেন।

দক্ষিণেশ্বরীয় রামকৃষ্ণ সঙ্করবাদ। সকল ধর্ম্মমতের সমন্বয়ই ধর্ম্ম। ধার্ম্মিকের সহিত পঞ্চদেবতার মধ্যে বিষ্ণু পতি, শিব পিতা, গণেশ ভ্রাতা, শক্তি মাতা প্রভৃতি ও ভক্তি জ্ঞান ও কর্ম্ম অথবা যে কোন উপায়েই ব্রহ্ম লাভ হয়। মায়াবাদ ও ভক্তিবাদে ভেদ নাই। যাবতীয় শাস্ত্র যাবতীয় মত সকলেরই উদ্দেশ্য এক। জ্ঞান মিশ্রাভক্তি ব্যতীত অন্যাভিলাষিতা শূন্য অহৈতুকা ভক্তি মূর্খতা ব্যঞ্জক ও বিষ্ঠা ও চন্দন সমান। কাম য় প্রেমধর্ম্মের সমন্বয়ই ধর্ম্ম। ভেদ ব্যবহারিক মাত্র। শাঙ্কর মায়াবাদ, তান্ত্রিক ও কর্ত্তাভজাদি মায়াবাদ ও তাহার সহিত পাশচাত্য মায়াবাদ সকলের সমন্বয়। শুষ্ক বৈরাগ্য ও মায়াবাদ সাধ্য, তজ্জনিত নির্ব্বিশেষ লাভই পরম প্রয়োজন।

রামকৃষ্ণ বাদের সাম্প্রদায়িকগণের মধ্যে একদল তান্ত্রিক সন্ন্যাসী আছেন। তাঁহারা পাশচাত্য দর্শন ও শাঙ্করবাদ অধ্যয়ন করিয়া উভয়েরই পক্ষপাতী। মায়াবাদ ব্যতীত অন্যান্য বিশুদ্ধ সত্য তাঁহাদের প্রত্যক্ষ হয় না। অপরদল রামচন্দ্রাদি কয়েকজন রামকৃষ্ণকে ঐশ্বর্য্যে ভূষিত করেন। রামকৃষ্ণের মত অনুসারে কতিপয় শিষ্যের মধ্যে চিহ্নস্বরূপ চক্র, ত্রিশূল প্রভৃতি পঞ্চদেবতার চিহ্ন একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাহার সহিত মুসলমান ধর্ম্মের অর্দ্ধচন্দ্র ও খ্রীষ্টীয় ক্রশ আছে।

হুগলী জেলার অন্তর্গত কামারপুর গ্রামে রামকৃষ্ণের জন্ম হয়। তাঁহার বিদ্যাভাসে যত্ন হয় নাই। বিবাহও হইয়াছিল। পরে তান্ত্রিক সাধন ও মায়াবাদীয় সাধনে কিছুদিন গিয়াছিল। তাহার পরেই তাঁহার শিষ্যাদি জুটিয়াছিল। ব্রাহ্ম কেশববাবু প্রভৃতি অনেক পাশচাত্য শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার কথঞ্চিৎ উপদেশ লাভ করেন। রামকৃষ্ণের শুষ্কবৈরাগ্য অনেকের চক্ষে চমৎকারিতা প্রদান করিয়াছিল। এখনও রামকৃষ্ণের উপলক্ষে সমারোহ হইয়া থাকে। বেলুড় কাঁকুড়গাছি প্রভৃতি স্থলে এই নবীন সম্প্রদায়স্থ কয়েকজন বাস করেন।

দার্শনিকবাদ। বেদত্রিতয়, সূত্রমালা, ষড়্‌দর্শনে পাণ্ডিত্য থাকিলেই ধর্ম্ম করতল গত হয়। মন্বাদি শাস্ত্র, ব্রহ্মাদি পুরাণও যামলাদি তন্ত্রোপদিষ্ট ব্যবহার সকল অধর্ম্মের অঙ্গ। বিগ্রহের পূজা, বর্ণের সম্মান, ব্রহ্মের চিন্ময় আকার প্রভৃতি স্বীকার করা অধর্ম্ম।

দেবেন্দ্র ব্রহ্মবাদ। সর্ব্বাগ্রে একমাত্র ব্রহ্ম ছিলেন। আর কিছুই ছিল না। তিনিই এই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি নিত্য অনন্তজ্ঞান বিশিষ্ট, মঙ্গলময়, স্বতন্ত্র, নিরবয়ব এক ও অদ্বিতীয়।

তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্ব নিয়ন্তা, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমৎ, ধ্রুব পূর্ণ এবং অপ্রতিম। একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা পারত্রিক ও ঐহিক সুখদ্বয় লাভ ঘটে। তাঁহাতে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনই তাঁহার উপাসনা। এই মত আদি ব্রাহ্মসমাজস্থ ব্যক্তিগণের। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর (মহর্ষি) এই সমাজের উদ্ভাবয়িতা ও রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পরেই ব্রাহ্ম সমাজের নিয়ন্তা। বর্ণের অধিক মূল্য না থাকিলেও প্রাচীন ব্যবহার ত্যাগ আবশ্যক করেনা। এই সম্প্রদায়ের মতে জড়ীয় জ্ঞান প্রীতির অভিভাবক হওয়া আবশ্যক।

ধর্ম্মাভাববাদ। মানবগণের যত প্রকার ধর্ম্মভাব আছে বা হইবে তাহার কোনটাই গ্রহণ না করাই ধর্ম্ম। সাধারণ নীতিই একমাত্র পরমধর্ম্ম। অপ্রাকৃতিক বস্তু সত্তা স্বীকার করা দুর্নীতির পরিচয়, যেহেতু ধার্ম্মিক নাম ধারী ধর্ম্মধ্বজীর মধ্যে অনেক দুর্নীতি ক্রিয়া দেখা গিয়াছে। যাবতীয় ধর্ম্মই স্ব স্ব স্বার্থ হইতে উৎপন্ন। দণ্ডনীতি রক্ষা করিয়া যাবতীয় ক্রিয়াই শুভ ও ধর্ম্মানুমোদিত।

নবগৌরাঙ্গ বাদ। শ্রীগৌরাঙ্গে তৃপ্ত না হইয়া কতকগুলি ব্যক্তি স্বীয় রুচ্যনুসারে অহৈতুকী ভক্তিবিনাশ কামনায় শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্কীর্ণ উপদেশকে প্রসারিত করিবার মানসে গৌরাঙ্গের পুনঃ পুনঃ অবতার কামনা করেন। বর্দ্ধমান, হুগলী, কলিকাতা, নবদ্বীপ, পাবনা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি নানাস্থলে বিভিন্ন নব গৌরাঙ্গ দলে বহু নব গৌরাঙ্গের প্রকট করাইয়া তদীয় উপাসনায় ব্যস্ত থাকেন। এই ভিন্ন ভিন্ন নবগৌরাঙ্গ দল একে অপরের সহিত স্বীয় স্বার্থ না থাকিলে সহানুভূতি করেন না। সাত্বিকভাব নিচয় যে কোন প্রকারে উদয় করাইতে পারিলে ধর্ম্ম সিদ্ধ হয়। ইহারা বৈষ্ণবগণের ন্যায় কীর্ত্তনাদি সাধন করেন। কেহ কেহ বা বেদান্ত সাংখ্যাদি দার্শনিক পাণ্ডিত্যে মগ্ন থাকেন। আবার কেহ বা অষ্ট সাত্বিক বিকারে বিকৃত থাকিয়া আত্মহারা হন এবং কেহ কেহ বা প্রতিষ্ঠার আশায় সাধুপ্রতিপন্ন হইবার মানসে অবতার হইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে এই সম্প্রদায়ে প্রবেশ করেন।

নবরসিক। এই সম্প্রদায় সহজীয়া দলেরই অন্তর্গত। ইহারা বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, রূপ গোস্বামী, জয়দেব প্রভৃতি নয়জনকে রসিকভক্তি মনে করে এবং তাঁহাদের সহিত নয় জন প্রকৃতিকে আশ্রয় কল্পনা করিয়া স্ব স্ব সাধনে ব্যস্ত থাকে। এই সম্প্রদায়ের লোক আপনাদিগকে রসিক মনে করে। শাস্ত্রোক্ত বিধি নিষেধ পালন করা ইহাদের মতে নিষিদ্ধ। বৈষ্ণবদিগের ইহারা বৈধ শুষ্ক বহির্ম্মুখ প্রভৃতি সংজ্ঞায় ভূষিত করে।

নিরাকার বাদ। ঈশ্বর আছেন তাঁহার দয়া আছে কিন্তু তাহার চিন্ময় নিত্য বিগ্রহ বিশিষ্টতা শক্তি নাই। ঈশ্বরের জড়াতীত অধিষ্ঠান আছে বটে কিন্তু অনন্ত শক্তি বলে হেয় কাম রাজ্যাতীত চিন্ময় নিত্য বিগ্রহ থাকিতে পারে না যে হেতু সেই শক্তিটী কেবল জীবের পকেট হইতে ভগবৎ শক্তির সম্পর্ক গন্ধ শূন্য হইয়া উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। জীব যদিও তাহা হইতে উৎপন্ন তথাপি নিত্য স্বরূপ ভগবানে তদ্ধর্ম্মাধিষ্ঠান থাকিলেই ধর্ম্ম অশুদ্ধ হইয়া পড়িবে।

নিরাকার শক্তি ব্যতীত সাকার জড়বিপরীত শক্তি তাহার কুত্রাপি হইতে পারে না যেহেতু জড়কাম তাহা সিদ্ধ করিতে দেয় না।

নিরীশ্বর বাদ। পরোপকার, পিতৃ মাতৃ পূজা ও প্রাচীন পন্থায় অসুবিধা হইয়া থাকিলে কাহারও অপেক্ষা রহিত হইয়া তদুপশমের চেষ্টাই ধর্ম্ম। ধর্ম্মসাধনের চেষ্টা বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন প্রকার নির্দ্দিষ্ট অভিপ্রায় প্রকাশ করা অধর্ম্ম। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ মৃত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতকে ধর্ম্ম মনে করেন।

নিম্বার্ক দ্বৈতাদ্বৈত বাদ। সকল দোষ রহিত, অশেষ কল্যাণ গুণৈকরাশি, ব্যূহরূপ অঙ্গ সমূহের অঙ্গী, পরব্রহ্ম, বরেণ্য ভগবান্ হরি ও সহস্র সখিপরিসেবিত বৃষভানুনন্দিনী পরম প্রীতিময়ী রাধিকা জীবের সর্ব্বদা উপাস্য। জীবের স্বরূপ চিন্ময় হরির অধীন। জীব অণুচৈতন্য ও জ্ঞাতা। অণুত্ব বশতঃ জীব মায়িক শরীরে যোগ বিযোগ যোগ্য। জীবের বদ্ধ, মুক্ত ও বদ্ধমুক্ত এই তিন অবস্থা। উপাস্যরূপ, উপাসক রূপ, কৃপালব ভক্তি ও বিরোধীরূপ এই পাঁচটী তত্ত্ব অনুশীলন দ্বারা প্রেম লক্ষণা ভক্তির নিত্যোদয় হয়। এই মত নিম্বাদিত্যাচার্য্য জগতে প্রকাশ করেন। এই সম্প্রদায়স্থিত বৈষ্ণবগণ নিমাৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

নৈমিত্তিক দেবতা বাদ। ওলাউঠা রোগ নিবারণের জন্য ওলাদেবী, বসন্ত নিবারণের জন্য শীতলা, মুস্কিল নিবারণের জন্য সত্যপীর প্রভৃতি নানা কারণে নৈমিত্তিক দেবতা উদয় হয়। সন্তানের শুভের জন্য ষষ্টি, সর্পের জন্য মনসা প্রভৃতি নানা দেবতার উপাসকগণ এই বাদ পোষণ করে।

পঞ্চোপাসক বাদ। বিষ্ণু, শিব, শক্তি, গণেশ ও সূর্য্য এই পঞ্চদেবতা, উপাসকের মঙ্গলের জন্য নিরাকার ব্রহ্মের মায়িক, কল্পিত পঞ্চ ভেদ মাত্র। এই মিথ্যা মূর্ত্তির যে কোন একটীকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা করিলে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইয়া নির্ব্বিশিষ্টতা লাভ হইবে। ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ না করিলে মুক্তি সম্ভব নাই।

প্রাচীনবাদ। যাহা কিছু প্রাচীন ভাল হউক বা মন্দ হউক তাহাই পালন করিলেই ধর্ম্ম পালিত হয়। যত ভালই নূতন জানা যাউক না প্রাচীনতা তাহা অপেক্ষা আরোও ভাল। এই সম্প্রদায়ের মতে কালের সহিত মানব বুদ্ধি কমিয়া গিয়া প্রাচীনতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইতেছে।

বলাহাড়ী বাদ। বলা হাড়ী নদীয়া জেলার মেহেরপুরের মল্লিক বাড়ীতে পদচ্যুত হইয়া সন্ন্যাসী হইয়া আপনাকে রামের অবতার বলিয়া প্রচার করে। জগতের স্রষ্টা মানবের হাড় সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া হাড়ী বংশে তাঁহার জন্ম হয়। গৃহস্থ ও উদাসীন উভয় প্রকার শিষ্যই ইহাদের মধ্যে আছে। বলরামের দৈবশক্তি ছিল। এই দলে সকল জাতি প্রবেশ করিতে পারে।

ভাগবত বিরুদ্ধ বাদ। শ্রীমদ্ভাগবত মহা পুরাণের অন্তর্গত নহে এবং ব্যাসদেব রচিত নহে। দেবী ভাগবতই পুরাণ। কাহারও মতে মুর্শিদাবাদের গঙ্গাধর বৈদ্য নামক এক ব্যক্তি অম্বষ্ঠ বৈদ্যগণকে ব্রাহ্মণ প্রতিপন্ন ও ভাগবত বিরুদ্ধ বাদ সুবিস্তার করেন। একথা বিশ্বাস্য নহে। ইহাতে তিনি অনেক অর্ব্বাচীন সাত্বত ধর্ম্মের বিরোধী ব্রাহ্মণদিগকে স্বীয়মতে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ভাগবত বিরুদ্ধ বাদীর মধ্যে গঙ্গাধর চরণানুচরগণই মুখ্য। ইহাঁদের মতে শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রকে অশাস্ত্র প্রতিপন্ন করিতে পারিলেই চরম প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। গাঙ্গাধারী দল ব্যতীত কয়েকজন বারাণসী ছাত্রাভিমানী ব্রাহ্মণ সন্তানও এই দলে ভুক্ত।

মুসলমান বাদ। মহম্মদ প্রচারিত কোরাণ কথিত ধর্ম্ম। পরোপকার, প্রভৃতি সদ্‌গুণানুশীলন ক্রমে ধর্ম্মজীবন লাভ ঘটে। পার্থিব সুখ সমূহ জীবিতোত্তর কালে ধর্ম্মানুশীলনবলে পাওয়া যায়। শিয়া ও শূন্নী ভেদে দ্বিবিধ। ইহাঁদের মধ্যে আনল হক অর্থাৎ অহং ব্রহ্মাস্মি সম্প্রদায়ও আছে। ইঁহারা নিরাকার বাদী। প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা ঈশ্বরের নিকট নামাজ প্রত্যেক মুসলমানেরই কর্ত্তব্য।

যোগবাদ। স্থূল শরীরের প্রত্যঙ্গ সমূহ যম নিয়মাদি দ্বারা আয়ত্ব করিবার পর সূক্ষ্মশরীরকে বাসনারাজ্য হইতে উঠাইয়া লইয়া ঈশ্বর প্রণিধান অথবা অন্য কোন উপায়ে স্থূল সূক্ষ্ম দ্বিবিধ আবরণ হইতে উন্মুক্ত হইয়া সমাধি লাভ করাই প্রয়োজন। সমাধিলব্ধ অবস্থায় আনন্দ থাকিলেও চিদ্বিচিত্রতার সম্ভাবনা নাই। নিত্য চিদ্বৈচিত্র্য অস্বীকৃত হওয়ায় কেবল কামনা মুক্তাবস্থায় থাকে।

রাত ভিখারী বাদ। রাত্রকালে ভিক্ষা করা ধর্ম্মের অঙ্গবিশেষ; দিবা ভিক্ষা নিষিদ্ধ। অযাচিত ভিক্ষার বিধি ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। ইহাদের সহিত গায়কদল ও ধামাধরা থাকে। ধামাধরাগণ ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য বহন করে মাত্র। ইহারা আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া থাকে। তিন স্থানের অধিক চতুর্থ স্থানে ইহারা ভিক্ষা গ্রহণ করে না।

রামচন্দ্রসঙ্কর বাদ। রামচন্দ্র দত্ত এই বাদটী সৃজন করিয়াছেন। পরলোকগত কলিকাতা শিমলাস্থিত নৃংসিহ বাবুর পুত্র রাম বাবু রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ক্যাম্বেল বিদ্যালয়ের একজন ভি.এল্.এম্.এস্। দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংসের একজন শিষ্য বিশেষ। রামবাবু স্বীয় গুরুকে ভগবানের অবতার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছিলেন। তাঁহার রচিত তত্ত্বসার গ্রন্থে রামকৃষ্ণ বাদের তাৎপর্য্য লিখিয়া রামচন্দ্রবাদের পূর্ব্ব পত্তন করিয়াছিলেন। ইদানীন্তন রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর রামবাবু জনসাধারণে স্বীয় গুরু ঈশ্বরত্ব স্থাপন করিতেছিলেন। এই বাদের সাম্প্রদায়িকগণ মায়িক রামকৃষ্ণের পটোপাসনা করেন। বিরক্ত রামকৃষ্ণের পটকে দ্রব্যাদি ভোগ দেন, বাতাস করেন, তাকিয়া ঠেশান দেওয়ান।

রামমোহন ব্রহ্মবাদ। রাজা রামমোহন রায় মৌলভী মহাশয় বর্দ্ধমান জেলার রাধানগর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়া রঙ্গপুরে আদালতে একজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী হইয়াছিলেন। অধ্যয়ন কার্য্যে তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। পরে কিছুকাল তথায় কর্ম্ম করিয়া তিব্বত দেশে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। আরব্য, পারস্য ও ইংরাজী ভাষায় তাঁহার বিপুল অধিকার লাভ হয়। ইংলণ্ডে গিয়া তিনি একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টান দলে দীক্ষিত হন। এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মগণ বলেন তিনিই আধুনিক ব্রাহ্মবাদের পিতৃস্বরূপ। ব্রাহ্মমন্দিরে তিনি এককালে কোরাণ, বেদ বাইবেল প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্ম গ্রন্থ সকল পাঠের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রামমোহনের খ্রীষ্টিয়ধর্ম্ম বিশ্বাস ঔপনিষদ্বিশ্বাসের সাযুজ্যে ন্যূনাধিক বর্ত্তমান ব্রাহ্মবিশ্বাসের অঙ্কুর উৎপন্ন করে। তিনি শাঙ্করমতের কেবলাদ্বৈত হইবার চেষ্টা করেন নাই। দয়ানন্দবাদে যেরূপ বেদই অপৌরষেয় রামমোহনবাদে তদ্রূপ স্বীকৃত হয় নাই। নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মকে নির্মূর্ত্তিক করাইয়া উপাসনা রামমোহনাদিষ্ট।

রামবল্লভবাদ। কর্ত্তাভজা দলের কয়েক ব্যক্তি ভিন্ন হইয়া রামবল্লভ নামক এক ব্যক্তিকে শিবাবতার প্রতিষ্ঠা করিয়া সর্ব্বসমন্বয় সঙ্করবাদ প্রচার করে। যাবতীয় মতকে একমত করিবার প্রয়াসই ইহাদের ধর্ম্ম। কোন আচারের অধীনে বিচরণ করা ইহাদের অভিপ্রেত নহে। চৌর্য্য ও লাম্পট্য এইমতে দূষ্য। সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান ও আপনাকে তৃণজ্ঞান ও পরস্পরে প্রীতিবর্দ্ধন ইহারা ধর্ম্মাঙ্গ বলিয়া বিশ্বাস করে। কালীকৃষ্ণ, গড়, খোদা প্রভৃতি সকলই এক।

রামানন্দ সঙ্করবাদ। ইহাঁরা রামানুজ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হইয়া আত্মপরিচয় প্রদান করেন। রাম-সীতা উপাসনা করিলেও বস্তুতঃ ইহারা অদ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্বীকার করে না। এই সম্প্রদায় হইতেই কবির, রয়দাস প্রভৃতি কয়েকটী বিভিন্ন সম্প্রদায় উদয় হইয়াছে। রামানন্দীগণ বিষ্ণুর উপাসক হইলেও অন্যাভিলাষিতাশূন্যা ভক্তির কোন উপাদেয়ত্ব বোধ করেন না যেহেতু প্রাকৃতজ্ঞান সংযোগে বিশুদ্ধ ভক্তির উদয় সম্ভব নাই। ইহারা আপনাদিগকে রামাৎ বলিয়া থাকে এবং ব্রাহ্মণসংজ্ঞায় ভূষিত হয়। ইহাদের তিলক রামানুজীয় তিলকের সদৃশ।

রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈত বাদ। শ্রীরামানুজাচার্য্য পূর্ব্ব ঋষিগণের মত স্থাপন মানসে অদ্বয় ব্রহ্মের বিশিষ্টতা স্থাপন করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে রামানুজ মাদ্রাজের পশ্চিমে কাঞ্চির সন্নিকটে ভূতপুরী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়া বৌধায়ন দ্রমিড় ও যামুনাদির অবলম্বনে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। এইমতে পদার্থ তিন প্রকার চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর। এক ব্রহ্মের নিত্য ভিন্ন রূপে অবস্থান। ব্রহ্ম চিদ্‌গুণ এবং চিদ্রূপ বিশিষ্ট অনন্ত লীলার আকর। অর্চ্চা, বিভব, ব্যূহ, সূক্ষ্ম ও অন্তর্য্যামী ভেদে ব্রহ্মের প্রকাশ ভেদ। বর্ণাশ্রমাচার ধর্ম্মে ব্যবস্থিত হইয়া হরিতোষণ হইলেই মায়িক ক্লেশ হইতে বিমুক্তি এবং নিত্য সেবা লাভ রূপ চতুর্ব্বিধ মুক্তি প্রাপ্তি। লক্ষ্মীনারায়ণই এই সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা। রাধাকৃষ্ণের উপাসনার অপূর্ব্ব চমৎকারিতা ইহারা দেখিতে পান না। বড়গলে ও তেঙ্কলে ভেদে একই সম্প্রদায় দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। শ্রীসম্প্রদায়ী বলিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীগণ প্রসিদ্ধ।

স্ব স্বরূপ অর্থাৎ জীবস্বরূপ তন্মধ্যে নিত্য, মুক্ত, বদ্ধ, কেবল ও মুমুক্ষু বিশেষ; পরস্বরূপ বা ঈশ্বস্বরূপ পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্য্যামী ও অর্চ্চাবতার বিশেষ; পুরুষার্থ স্বরূপ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, আত্মানুভব ও ভগবদনুভব বিশেষ; উপায় স্বরূপ কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও আচার্য্যাভিমান বিশেষ, এবং বিরোধী স্বরূপ, স্বরূপ বিরোধী পরত্ব বিরোধী, পুরুষার্থ বিরোধী, উপায় বিরোধী ও প্রাপ্য বিরোধী বিশেষ রূপ অর্থ পঞ্চক জ্ঞানই তত্ত্ব জ্ঞান।

রূপক বাদ। ভগবানের নিত্য চিদ্বিশেষ সমূহ রূপক মাত্র। রূপকবাদী বস্তুতঃ নির্ব্বিশেষ বাদী। যে কিছু চিজ্জ্ঞান সমস্তই অমূলক। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মূর্খগণের পরিতোষ জন্য, অধ্যাত্মসকল ঘটনা দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষ্ণলীলা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীরই বর্ণন মাত্র। ঐতিহাসিক ঘটনা নাই। রূপক প্রকাশকের শেমুষীবৃত্তি বলে উদ্ভাবিত হইয়াছে মাত্র। যাঁহারা এই মত প্রচার করেন তাঁহারা আত্মপ্রতিষ্ঠাকে রূপকে পরিণত করিতে পারিলে বাস্তবিকই জগতের উপকার হয়।

বাউল বাদ। জীবের উপাস্য পরমপ্রীতিবিগ্রহ রাধাকৃষ্ণ জীবের স্থূলদেহেই বিরাজ করে। উপাস্য পদার্থের প্রাপ্তি জন্য আপন আপন দেহ ত্যাগ করতঃ অন্যত্র যাইবার আবশ্যক নাই। ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে সমস্তই মানব শরীরে বিরাজমান। স্ত্রীলোক লইয়া গুপ্ত সাধন করিলে পরিপক্কাবস্থায় সাধকের পুরুষ বা স্ত্রী, জড় বা চিৎ প্রভৃতি পার্থক্য বিদূরিত হয়। শাঙ্করবাদ ও তান্ত্রিকবাদের সাঙ্কর্য্যক্রমে এই বাদ প্রকটিত হয়। শুক্র, শোণিত, মল ও মূত্র এই চারি প্রকার ঘৃণিত ত্যক্ত পদার্থ ভক্ষণ করা ইহাদের সাধনান্তর্গত। লোক সমাজে লোকাচার ও সদ্‌গুরুর মধ্যে তন্মতীয় সদাচার করাই বিহিত ধর্ম্ম। ইহারা বৈষ্ণবের কৃত্য তিলকমালা প্রভৃতির সহিত রুদ্রাক্ষ, স্ফটিকাদি মালা ব্যবহার করে। বহির্ব্বাস কৌপীনের সহিত মুসলমান ফকিরের ন্যায় আল্‌খেল্লা বেশ ও শ্মশ্রু প্রভৃতি রাখিবার ব্যবস্থা আছে। বৈষ্ণব শাস্ত্রোক্ত উপবাস ও শ্রীমূর্ত্তিপূজা নিষিদ্ধ। বীরভদ্রের সময় হইতেই বাউলবাদের উৎপত্তি। ন্যাড়া সম্প্রদায় ইহারই অন্তর্গত।

বাবাজী বাদ। গৃহত্যাগী বৈষ্ণব ব্যতীত আর কেহই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সাধক হইবার যোগ্য নহেন। গৃহত্যাগ করিলেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রেমভক্তি করতল গত হইবে এবং গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের আচার্য্য সম্মান লাভ ঘটিবে। বিশুদ্ধ কামগন্ধহীন প্রেম গৃহত্যাগী বাবাজীতে থাকুক বা না থাকুক শ্রীচৈতন্যের নামে গৃহত্যাগ করার জন্যই তাঁহার শ্রেষ্ঠ সাধুতা ও ভক্তি হইয়াছে জানিতে হইবে এবং যে কোন পাপ বা কপটতা আচরণ করুন না কেন তজ্জনিত গোলোক লাভ অপরিহার্য্য। কাহার কাহারও মতে প্রকৃতি সাধন কর্ত্তব্য। এই সাধনক্রমে সন্তানাদি দ্বারা সমাজ উৎপন্ন হইবে ইহা অনভিপ্রেত।

বিজয়কৃষ্ণসঙ্করবাদ। রামকৃষ্ণবাদ, যোগপ্রধান, থিয়সফিবাদ প্রভৃতির সাঙ্কর্য্যে বিজয়কৃষ্ণবাদের উৎপত্তি। মৃত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী শান্তিপুরের অদ্বৈত বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া নবীন ব্রাহ্মবাদ প্রচার করেন। কিয়ৎকাল পরে মায়াবাদের ঔৎকর্ষ সন্দর্শনে নবীন ব্রাহ্মবাদে সামান্য মায়াবাদ থাকায় তাহা ত্যাগ করতঃ সর্ব্বসমন্বয় সঙ্করবাদ প্রচার করেন।

বুজরুগবাদ। সাধুমাত্রেই অলৌকিক শক্তি আছে। যাহার যে পরিমাণে অলৌকিক শক্তি ধার্ম্মিক গণের মধ্যে তিনি ততদূর অগ্রসর। বুজরুগিই ধর্ম্ম তদ্দ্বারা মানবে যাহা পারে না সেই রূপ শক্তি সম্পন্ন হওয়া। অনেক যোগী এই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।

হরিবংশ বাদ। শ্রীগৌরাঙ্গ দাস গোপাল ভট্টের শিষ্য হরিবংশ এই বাদের স্থাপিয়তা। ইহাঁদের উপাস্য শ্রীরাধা কৃষ্ণ এবং সকলেই স্বকীয়বাদী। হরিবংশকে ইহাঁরা হরিবংশ গ্রন্থের অবতার বলেন। ইহাঁরা গোকুলীয় বলিয়া খ্যাত।

হরিবোলা বাদ। ইহারা মুক্তিবাদী। গুরুর স্থূলদেহই পরমেশ্বরের প্রকৃত্যাতীত মূর্ত্তি। সর্ব্বদা হরিনাম করাই ইহাদের সাধন। জপমালা দ্বারা নাম সংখ্যা গ্রহণের ব্যবস্থা ইহাদের মধ্যে নাই। এই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণের চেষ্টায় কোন কোন স্থলে স্মার্ত্তাচার বহির্ভূত নিষ্ক্রমণ সংস্কার উঠিয়া গিয়াছে। নারায়ণঠাকুরের উদ্দেশে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তুলসী মৃত্তিকা সন্তানের গাত্রে লেপন করে। সেকাদির ব্যবস্থা নাই। তুলসী তলায় বাতাসা ও মিষ্ট দ্রব্যাদি হরিলুঠ দিয়া ইহাদের কাম্য পূজা ও সংস্কার সমাধা হয়।

শঙ্কর মায়াবাদ। জীব ও পরব্রহ্ম একই বস্তু। মায়িক উপাধিতে আবৃত হইয়া পরব্রহ্মাকাশ ঘটাকাশজীবে ভ্রান্ত হন। বস্তুতঃ অজ্ঞান মায়ার তিরোভাবে পরব্রহ্মের নিত্যাবস্থান। পরব্রহ্মে বিচিত্রতা নাই। পরব্রহ্ম কেবল, সাক্ষী নির্গুণ ও চেতা। জীব বা মায়া প্রভৃতি উপাধি মিথ্যা। সর্পরজ্জুবাদ, প্রতিবিম্ববাদ, দ্রষ্টা-দৃশ্যবাদ, প্রভৃতি যুক্তি অবলম্বনে পরব্রহ্মের নির্ব্বিশিষ্টতা বেদ সিদ্ধ বলিয়া প্রমাণ করেন। কাল্পনিক সাকার মূর্ত্তির উপাসনা করতঃ পরিশেষে অজ্ঞান তিরোহিত হয়। অজ্ঞান তিরোহিত হইলে জগৎ ও জীবোপাধি মিথ্যারূপে প্রতিপন্ন হয়। অজ্ঞান বিনাশই স্বরূপোপলব্ধির কারণ। স্বরূপোপলব্ধিই সাধন এবং সাধ্য। সৌভাগ্য ক্রমে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করতঃ হরিতোষণ ক্রমে ব্রাহ্মণ কুলে উৎপন্ন হইয়া সাধন ষট্‌কের বলে বৈরাগ্য উদয় হয়। উদিতবৈরাগ্যই মায়া মোচন করতঃ ত্রিগুণ সাম্য করাইয়া পরব্রহ্মতা লাভ করায়। যাবতীয় বিশিষ্টতা মায়ার ক্রিয়া মাত্র এবং সেই মায়া মিথ্যা। চিদ্বৈচিত্র্যাত্মক নিত্য প্রাকট্যে তটস্থরেখাস্থ জীবস্বরূপই ইহাদের পরব্রহ্মের আশ্রয়।

শাক্তবাদ। শক্তিই জগতের মূলা প্রকৃতি। তিনি চেতনময়ী। শক্তি হইতে শক্তিমান্ সমূহের উদয় হয় এবং শক্তিতেই নিঃশক্তিক হইয়া শক্তিমত্তা ধ্বংস হয়। শক্তিমানের শক্তির বিরুদ্ধে,

শক্তির শক্তিমান্ ইহাঁদের দর্শন। জীব শক্তিপ্রসূত তজ্জন্য জীবত্ব কাল পর্য্যন্ত শক্তিকে মাতৃ সম্বোধনে পূজা করা আবশ্যক। শক্তির মাতৃত্ব সিদ্ধি হইলে পাপমুক্ত হইয়া সদাশিব পর্য্যন্ত হওয়া যাইতে পারে। সেইকালে মাতৃত্ব ধ্বংস হইয়া জীবই শক্তির পতিত্বে বরিত হন। বামাচার, পশ্বাচার বীরাচার ভেদে শক্তি বিবিধ। নির্ব্বিশেষই প্রাপ্য।

শৈববাদ। রুদ্র, দেব সমূহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যেহেতু রুদ্রই কাল। সর্ব্ব দেবের উৎপত্তি ও স্থিতির পরেই কালেই দেব সমূহের লয়। জীব সৎকর্ম্মফলে রুদ্রত্বলাভে সক্ষম হয়। চতুর্দ্দশ্যাদি ব্রত পালন, বিভূতিমৃক্ষণ প্রভৃতি কতকগুলি আচার ইহাঁদের মধ্যে প্রচলিত আছে। অনেক শৈব বিষ্ণু শিবকে একই জ্ঞান করেন। শিবের নিশ্বাসোদ্ভূত মায়িক বিষ্ণু প্রতিশ্বাস গ্রহণেই কালে বিলীন হন। শিবের নির্ম্মাল্য কেহই গ্রহণ করেন না। অঘোর পন্থী নাকুলেয় পাশুপতদর্শনবাদী প্রভৃতি নানা দলের প্রাচুর্য্য বঙ্গদেশে নাই।

শুদ্ধাদ্বৈতবাদ। বিষ্ণু স্বামী সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি সঙ্কুচিত হইলে শ্রীগৌরাঙ্গের বল্লভাচার্য্য নামক জনৈক জ্ঞানমিশ্রাভক্ত এই মত প্রচার করেন। বল্লভ তদীয় শিষ্যগণের মধ্যে আপনাকে ভগবদ্বতার বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন ও বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের রক্ষক অভিমান করেন। এই সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের মধ্যে পবিত্রতা থাকিলেও কেহ কেহ কোন প্রদেশে বাউলাদির ন্যায় আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণজ্ঞান করে। বস্তুতঃ বল্লভ ভট্টের মত প্রতিষ্ঠাশাযুক্তজ্ঞানমিশ্রাভক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহারা তদীয়সর্ব্বস্বমত স্থাপন করেন।

শুদ্ধদ্বৈতবাদ। বোম্বাই প্রদেশের উদীপী কৃষ্ণগ্রামে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সাতশতবর্ষ পূর্ব্বে উদিত হইয়া শুদ্ধদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। এই মতে শ্রীবিষ্ণুই সর্ব্বোত্তম তত্ত্ব, তিনি বেদবেদ্য, বিশ্ব সত্য, ব্রহ্মে ভেদ আছে, জীব ভগবানের নিত্যদাস, জীবে তারতম্য আছে, বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রি লাভই মোক্ষ, তজ্জন্য ভক্তি আবশ্যক এবং প্রত্যক্ষ অনুমান ও বেদই প্রমাণ। এইমতে পাঁচ প্রকার নিত্য ভেদ আছে। নিত্য ঈশ্বর ও নিত্য জীবে ভেদ, নশ্বর জড় ও নিত্য ঈশ্বরে ভেদ, নিত্য জীব ও নিত্য জীবে ভেদ, নশ্বর জড় ও নিত্য জীবে ভেদ এবং নশ্বর জড় ও নশ্বর জড়ে ভেদ আছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীমধ্বশিষ্য পরম্পরা যোড়শতম। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমাত্রেই মাধ্বী।

সহজবাদ। পুরুষ মাত্রেই গুরু হইবার যোগ্য। গুরুই শ্রীকৃষ্ণ শিষ্যা রাধিকা এতদুভয়ের সাধনই নিত্য লীলা। রস স্বকীয় ও পারকীয় ভেদে দুই প্রকার। পারকীয়ই শ্রেষ্ঠরস। গুরুর শ্রীকৃষ্ণভাবনা ও শিষ্যার রাধিকাজ্ঞানই ভাবাশ্রয়। ভাব হইতে প্রেম ও রস রূপ সম্ভোগ উদয় হয়। রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলাকে আদর্শজ্ঞানে পার্থিব ইন্দ্রিয় সেবাই সহজ ভজন। সহজ ভজন দ্বারা পরলোকেও এবম্বিধ লীলা নিত্য।

সাঁইবাদ। সাঁই (স্বামী) দরবেশ প্রভৃতি কতকগুলি সম্প্রদায় ন্যূনাধিক বাউল সম্প্রদায়ের মত।

সাঁইগণ হিন্দুর আচার সর্ব্বদা পালন করিতে বাধ্য নয়। মুসলমান দিগের অনেক ব্যবহার ইহারা আপনার করিয়া লইয়াছে। দরবেশ সম্প্রদায় সনাতনের গৌড় হইতে পলায়ন কালীন পরিচ্ছেদ ধারণ এবং সাঁই ও বাউল মত স্বমত বলিয়া প্রচার করে। সাঁইর মধ্যে অনেক ভিন্ন দল আছে। অনেক জ্ঞানের কথা বাউল ও এই সকল সম্প্রদায়ে সর্ব্বদা গীত হয়। ইহারা প্রকৃত গৃহত্যাগী বৈষ্ণবদিগকে বিরক্ত বা বীরকত বলে ও আপনাদিগকে রসিক সংজ্ঞায় অলঙ্কৃত করে।

সৌরবাদ। সূর্য্য হইতে প্রাণী মাত্রেরই জীবন। অখিল ব্রহ্মাণ্ড সূর্য্যের কিরণে আলোকিত। সূর্য্যই সবিতা ও ভর্গদেব। সকলদেব তাঁহারই উপাসনা করেন। এইমতে সূর্য্য সাধকের চক্ষে উদিত না হইলে ভোজন বিহিত নয়। এক পদ হইয়া সূর্য্যের দিকে সৌরবাদী অনেকে দৃষ্টিপাত করিয়া সাধনা করিয়া থাকেন।

স্পষ্টবাদ। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীহেমলতা পিতার শিষ্য রূপকবিরাজ এতদুভয়ে বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বিরোধ হয়। রূপ করিবাজ স্পষ্টভাবে হেমলতার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বলায় তাঁহারা গুরুত্যাগী হন। হেমলতা রূপকবিরাজের কণ্ঠস্থিত একটী মালা ব্যতীত অপর গুলি ছিঁড়িয়াদেন তদবধি তাহাদের একটী মালা ধারণ ব্যবস্থা হইয়াছে। স্পষ্টবাদী হইতেই স্পষ্টদায়িক শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। কালে ইহাদের সম্প্রদায়ে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে একত্রাবস্থান ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। গৃহী গুরু হইতে পারেন না। ইহাঁরা কাহারও হস্তে অন্ন গ্রহণ করেন না। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই একত্রে ভগবৎ কীর্ত্তনাদিতে যোগ দেন। ইহাঁদের অপর নাম শূর্ম্মা।

সংযোগীবাদ। শ্রীগৌরাঙ্গের জন্য যাঁহারা স্মার্ত্ত বিধির বর্ণও আশ্রমধর্ম্ম অপেক্ষা না করিয়া জাতীয়তার জন্য অচ্যুত গোত্র আশ্রয় করিয়াছেন তাহারাই বৈষ্ণব। এইরূপ ভেক (বেষ) গৃহীত বৈষ্ণবের যে গার্হস্থ ধর্ম্ম তাহাই গৃহীর বৈষ্ণবধর্ম্ম। বর্ণাশ্রম ত্যাগ না করিয়া সংযোগী দলে না মিশিলে গৃহস্থের বৈষ্ণবধর্ম্ম যাজন সম্ভব নহে। অনেকে শ্রীগৌরাঙ্গকেও চিনেন না। মহোৎসব কীর্ত্তনাদি ইহাঁদের সাধন। গৃহত্যাগী বাবাজীর অবৈধ সন্তান এবং বর্ণাশ্রম বহির্গত সমাজে প্রবেশ প্রার্থী ও অবৈধোৎপন্ন সন্তান সংযোগী সমাজকে পুষ্টি করে।

উপরি লিখিত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ভাবসমূহ বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে কামরাজ্যে মায়ায় অভিভূত হইয়া অনন্ত চমৎকার তত্ত্ব বাদগহ্বরে নিহিত। বাস্তবিক কামরাজ্যের মূর্ত্তিমান্ প্রকাশ স্বার্থ প্রতিষ্ঠাশা শূন্য হইলে নিষ্কাম প্রেমরাজ্য সুস্পষ্টরূপে উদয় হন। তখন আর সেই নিত্য অনন্ত চমৎকার প্রকাশকে কাহারও অপেক্ষায় পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন করিবার জন্য অনিত্য মায়িক কামসমূহকে প্রধাবিত করাইতে হয় না। তখন আর জড়ীয়সাকার বিনাশ পূর্ব্বক জড়ীয় নিরাকারের প্রতিষ্ঠাসাধন করিয়া আত্ম প্রতিষ্ঠার দাস্য করিতে হয় না। কামসমূহের ভার তৎকালে অখিল চমৎকারকারীর প্রেমপ্রকাশে বিলীন হইয়া যায়। বর্ণগত

ও ধর্ম্মগত সমাজ তৎকালে এক ও অদ্বিতীয় হইয়া পড়ে। তথায় দ্বিত্ব নিবন্ধন বিরোধ ফলের পরিবর্ত্তে চমৎকারিতা মূর্ত্তিমান। হেয়কামরাজ্য ও উপাদেয় প্রেমরাজ্যে জীবসত্তা থাকে। পরমপ্রেম থাকে বলিয়াই জীবসত্তা। কামরাজ্যে জীবসত্তার নিত্যবৃত্তি স্বার্থ জড়কাম। অতএব এই পর্য্যন্ত কামরাজ্যের কেন্দ্র। এক্ষণে কামকেন্দ্রের বাহিরে আসিয়া জীব স্বীয় তটস্থা অবস্থায় অবস্থিত হইবামাত্রই পরম প্রেমময়, প্রেমবৃত্তি পরিচিত জীবকে, মায়াবরিত কামের পরিচর্য্যা হইতে মুক্ত দেখিয়া পরাভক্তি প্রদান করেন। এই পরাভক্তি বৃত্তি পরিচয়ক্রমে তাঁহাকে আর তটস্থা শক্তিতে ফিরিয়া গিয়া পরমনির্ব্বাণে বদ্ধ হইতে হয় না। জীব ভগবৎ প্রেমের অনুক্ষণ সেবাক্রমেই নিত্য বৃত্তিতে নিত্য প্রকাশিত হন।

চিন্ময় জীবের এই পরম প্রেমরাজ্য যিনি প্রাপঞ্চিক কামে জড়ীভূত জীবকে তাহার ক্ষুদ্র কামবুদ্ধি হইতে পৃথক রূপে প্রকট করাইয়াছেন, যিনি বিবদমান অনন্ত ছায়াশক্তি হইতে পৃথক প্রেমশক্ত্যাধার বিচিত্র অবিরুদ্ধ প্রেমবিগ্রহ দেখাইয়াছেন, তাঁহারই অনন্যাশ্রয় পরমসৌভাগ্যবান্ জীবের একমাত্র ধর্ম্ম এবং তৎপরিচয়ই একমাত্র বর্ণ। কামজবর্ণ ও কামজ ধর্ম্ম নিবৃত্ত হইলে কামজ প্রশ্নকারী জীবের নিকট তিনি লব্ধ স্বরূপ হইয়া লব্ধ বৃত্তি ক্রমে বর্ণ ও ধর্ম্মের মূলীভূত অদ্বিতীয় জীববর্ণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এইরূপ নিজ বর্ণধর্ম্মগত সমাজের পরিচয় দেন।

নাহং বিপ্রোনচ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী নচগৃহপতির্নোবনস্থো যতির্ব্বা
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে
গোপীভর্ত্তুঃ পদকলময়োর্দাসদাসানুদাসঃ।।

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ সমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ,শ্রীমায়াপুর,নদীয়া, ফোন ঃ-(০৩৪৭২) ৪৫২১৬

শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ৭০-বি-রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬, ফোন ঃ-(০৩৩) ৪৬৬২২৬০

গ্রন্থের নাম		মূল্য	গ্রন্থের নাম	মূল্য
শ্রীমদ্ভাগবতম্	২য় স্কন্ধ	৫০.০০	গীতাবলী	৫.০০
শ্রীমদ্ভাগবতম্	৩য় স্কন্ধ	১২০.০০	শরণাগতি	৫.০০
শ্রীমদ্ভাগবতম্	৪র্থ স্কন্ধ	১৩০.০০	গীতমালা	৫.০০
শ্রীমদ্ভাগবতম্	৫ম স্কন্ধ	১৩০.০০	কল্যাণকল্পতরু	৫.০০
শ্রীমদ্ভাগবতম্	৬ষ্ঠ স্কন্ধ	১৩০.০০	শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা-খণ্ড	১৫.০০
শ্রীমদ্ভাগবতম্	৭ম স্কন্ধ	৪৫.০০	অমৃতের সন্ধানে	৬০.০০
শ্রীমদ্ভাগবতম্	৮ম স্কন্ধ	৫৫.০০	শ্রীলপ্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুর	৩০.০০
শ্রীমদ্ভাগবতম্	৯ম স্কন্ধ	৮০.০০	জৈবধর্ম	৫০.০০
শ্রীমদ্ভাগবতম্	১১দশ স্কন্ধ	১৩০.০০	অর্চনপদ্ধতি	২০.০০
শ্রীমদ্ভাগবতম্	১২দশ স্কন্ধ	৪৫.০০	শ্রীচৈতন্যলীলামৃত	২০.০০
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত		২৫০.০০	উপদেশামৃত (টিকা ও অনুবাদ সহ)	১০.০০
শ্রীচৈতন্য ভাগবত		৩০০.০০	শ্রীশিক্ষাষ্টক (টিকা ও অনুবাদ সহ)	১০.০০
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী		১৫০.০০	শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (যন্ত্রস্থ)	
শ্রীবৃহৎ ভাগবতামৃতম্	১ম	৬০.০০	শ্রীগৌড়ীয় কণ্ঠহার	৪০.০০
শ্রীবৃহৎ ভাগবতামৃতম্	২য়	১২০.০০	শ্রীচৈতন্যদর্শনে শ্রীল প্রভুপাদ	২৫-৪৫.০০
শ্রীলঘুভাগবতামৃতম্		৩০.০০	শ্রীনারদ ভক্তিসূত্র ও শাণ্ডিল্য ভক্তি সূত্র	৩০.০০
শ্রীমদ্ভগবদগীতা		৮০.০০	গুরুপ্রেষ্ঠের অনুসন্ধানে	৩০.০০
শ্রীভজনরহস্য		১৫.০০	প্রেমবিবর্ত	১০.০০
শ্রীহরিনামচিন্তামণি		২০.০০	শ্রীগৌরকিশোর লীলামৃত লহরী	১০.০০
শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত ১,২		১২.০০	শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা	৩০.০০
শ্রীকেদারনাথ দত্ত		৩০.০০	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৩০.০০
তত্ত্ববিবেক, তত্ত্বসূত্র, আম্নায়সূত্র		৪০.০০	হায় কৃষ্ণ! বেদে কি তোমার স্থান নাই?	৪০.০০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্, শ্রীনবদ্বীপশতকম্		১৫.০০	গৌড়ীয় দর্শনে পরমার্থের আলোক	৪০.০০
শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্		১০.০০	প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম-২য়-৩য়	১০.০০
শ্রীব্রহ্মসংহিতা		১৫.০০	গৌড়ীয় বার্ষিক ভিক্ষা	৫০.০০
সাধক কণ্ঠ মালা		১০.০০	গীতি গ্রন্থাবলী	৪০.০০